রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯।

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯ইং/৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৪০৬বাং

এস, আর, ও নং ৩৪০ আইন/শ্রকম/শা-৯/৩(৫) ৯৯—Industrial Relations Ordinance, 1969(XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ৩য় শ্রম আদালত ঢাকা এর নিম্নবর্নিত মামলা-সমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১।	অভিযোগ	৪৫/৯৯
২।	মজুরী পরিশোধ	৫১/৯৯
৩।	আই, আর, ও	৭৭/৯২
৪।	অভিযোগ	১৬/৯৩
৫।	অভিযোগ	২২/৯৪

মূল্য : টাকা ১৫.৩০

৬।	আই, আর, ও	৫৫/৯৪
৭।	মজুরী পরিশোধ	১২৬/৯৪
৮।	মজুরী পরিশোধ	১৪০/৯৪
৯।	মজুরী পরিশোধ	২৮৮/৯৪
১০।	মজুরী পরিশোধ	৪০৯/৯৪
১১।	আ,ই আর, ও	১/৯৬
১২।	মুজুরী পরিশোধ	১০৮/৯৬
১৩।	মজুরী পরিশোধ	৫৭/৯৭
১৪।	আই, আর, ও	৭৬/৯৭
১৫।	আই, আর, ও	৮৪/৯৭
১৬।	আই, আর ও	৯৪/৯৭
১৭।	(১) মজুরী পরিশোধ	৯৯/৯৭
	(২) মজুরী পরিশোধ	১০০/৯৭
১৮।	আই, আর, ও	৯৯/৯৭
১৯।	অভিযোগ	৩/৯৮
২০।	অভিযোগ	১৭/৯৮
২১।	(১) আই, আর, ও	২৪/৯৮
	(২) আই, আর, ও	২৫/৯৮
	(৩) আই, আর ও	২৬/৯৮
	(৪) আই, আর, ও	২৮/৯৮

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
(এম, এম, আবদুল মান্নান)
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা)

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—সোমবার, ৩১শে মে, ১৯৯৯ইং

অভিযোগ মামলা নং-৪৫/৯১

(১) সালেহ আহমেদ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ডাঃ মাযহারুল ইসলাম

(২) মোঃ চয়ন ইসলাম

(৩) এস, এম, সেলিম—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রথম পক্ষ ৮-৬-৮৭ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে মাসিক ১৪০০ টাকা বেতনে কাজ করিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় পক্ষ ৯-৯-৯১ ইং তারিখে তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করেন। প্রথম পক্ষ ১২-৯-৯১ইং তারিখে উক্ত কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগন প্রচলিত আইন ভংগ করিয়া প্রথম পক্ষকে ৬০ (ষাট) দিনের বেশী সময় সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় রাখেন। তাহার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার জন্য তাগিদ দিলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে আর কাজ দিবে না বলিয়া জানাইয়া দেন। ১ ও ২ নং দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়ের সাথে দেখা করিয়া প্রথম পক্ষ কোন বিচার পান নাই এবং ৬নং দ্বিতীয় পক্ষকে তাহাদের হুকুম পালনের নির্দেশ দেন। ফলে প্রথম পক্ষ ১৮-১-৯১ইং তারিখ রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে একটি অনুযোগ পত্র দেন। দ্বিতীয় পক্ষগন ইহার কোন উত্তর দেন নাই বা কোন প্রতিকার করেন নাই। প্রথম পক্ষকে বিনা অপরাধে বে-আইনীভাবে ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ সাময়িক বরখাস্ত করিয়াছেন এবং বিনা তদন্তে বে-আইনীভাবে মৌখিক ভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। ফলে প্রথম পক্ষ তাহার পূর্ব পদে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত তাহার বেতন প্রদানসহ তাহাকে তাহার পূর্ব পদে পুনর্বহাল করার আদেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষগণ মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ন হইয়া একটি লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাহাতে তাহারা মামলার কোন কারন নাই মামলাটি তামাদি দোষে বারিত বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং আইনানুগ ভাবে অনুযোগ পত্র না দেওয়ায় মামলাটি রক্ষনীয় নহে মর্মে দাবী করেন।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে প্রথম পক্ষকে ৮-৬-৮৭ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে মাসিক ৭০০ টাকা বেতনে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। গত ৯-৯-৯১ তারিখে কর্তব্য অবহেলা ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সহিত অসৌজন্যমূলক আচরনের জন্য তাহাকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ (৩) ধারা মোতাবেক কারন দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ ১২-৯-৯১ইং তারিখে নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং ইহা সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে ১৯-৯-৯১ইং তারিখের পরে পত্রের মাধ্যমে ২১-৯-৯১ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ নোটিশ পাওয়ার সত্ত্বেও তদন্তে হাজির হয় নাই। তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিতে একতরফা ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ ২৭-৯-৯১ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেন এবং প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন। তাহার নির্দেশ মোতাবেক প্রথম পক্ষকে অতীত রেকর্ড বিবেচনায় আনা হয়। যাহা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। পরে তাহাকে উক্ত একই তারিখের পত্রের মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ বরখাস্তের আদেশ প্রাপ্তির পর হইতে অদ্যাবদি পর্যন্ত কোন অনুযোগপত্র দাখিল করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ প্রথম পক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করার ৬০ (ষাট) দিনের মাধ্যে তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের তদন্ত করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষগণ ১০-১১-৯১ইং অন্য কোন তারিখে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে কোন অনুযোগপত্র পান নাই। প্রথম পক্ষকে আইনানুগভাবে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া উপরোল্লিখিত আইনের ১৮(১) ধারা মোতাবেক চার্জশিট প্রদান করা হইয়াছে। এবং তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া তদন্ত করা হইয়াছে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উক্ত আইনের ১৭(৩) ধারায় বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কেবলমাত্র দ্বিতীয় পক্ষগনকে হয়রানী করার নিমিত্তে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। ফলে তাহারা মামলাটি খরচাসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় তাহার প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

প্রথম পক্ষ তাহার অঙ্কিত প্রদত্ত বক্তব্যের সমর্থনে জবানবন্দি দিয়াছেন এবং প্রদর্শনী ১-৫ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ তাহার স্বাক্ষ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদর্শনী-ক এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হওয়ার নোটিশ প্রদর্শনী-গ পাইয়াছেন মর্মে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে বরখাস্তের আদেশ প্রদর্শনী-ছ পান নাই মর্মে দাবী করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে জনাব আবুল কাশেম স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের জবাবে লিখিত বক্তব্য সমর্থন করিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন প্রদর্শনী-ক-ঝ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন।

প্রদর্শনী-ছ প্রথম পক্ষকে ২৭-৯-৯১ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্তের নোটিশটি কিভাবে প্রথম পক্ষের উপর জারী করা হইয়াছে তৎমর্মে দ্বিতীয় পক্ষের জবাবে কোন উল্লেখ নাই। এমনকি ইহা প্রথম পক্ষের উপর জারী করার সমর্থনে কোন দলিলি প্রমানও উপস্থাপন করা হয় নাই।

আমার পূর্ববর্তী বিজ্ঞ-চেয়ারম্যান গত ২৮-১-৯৭ইং তারিখে প্রথম পক্ষের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রথম পক্ষ এবং তাহার সহকর্মী জলিলুর রহমানের খসড়া জবাব প্রদর্শনী-৪ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শনী-৪ হইতে প্রথম পক্ষকে ৮-১-৯১ইং তারিখ দিবাগত রাত্রে সংগঠিত ডাব চুরির ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া ৯-৯-৯১ইং তারিখে দ্বিতীয়

পক্ষের প্রডাকশন ম্যানেজার ঘটনার প্রাথমিক তদন্তকালে প্রথম পক্ষের নিকট যে সকল প্রশ্ন রাখিয়াছিলেন এবং প্রশ্নের যে সব উত্তর প্রথম পক্ষ দিয়াছেন তাহাতে তাহা লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম পক্ষের খসড়া জবাব প্রথম পৃষ্ঠার উপরে প্রদর্শনী ২(ক) লেখা আছে। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে পেশকার কর্তৃক প্রদর্শিত দলিলগুলি স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য মতে ক্রমিক নাম্বার দিয়া সাজাইতে ভুল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের দাখিলী উক্ত প্রদর্শিত দলিলটি একটি ফটোষ্ট্যাট কপি। ফটোষ্ট্যাট কপি, প্রদর্শনী ৪ এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম পক্ষ ৯ নং প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" দেওয়ার পর নাম দস্তখত করিয়াছেন এবং দস্তখতের নীচে তাহার কার্ড নাম্বার উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহার নীচে "২১-৯-৯১"ইং তারিখ পরবর্তীতে ভিন্ন কলমে লিখিয়াছেন এবং ইহাতে তদন্তকারী কর্মকর্তার দস্তখত নাই। এই প্রাথমিক তদন্তের মূল কমিটি দ্বিতীয় পক্ষ দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে দ্বিতীয় পক্ষের প্রডাকশন ম্যানেজারের স্বাক্ষরের নিচে ইংরেজীতে ৯-৯-৯১ইং তরিখ লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রথম পক্ষের দস্তখত এর নীচে তাহার নাম্বার কার্ড তিনি নিজে লিখিয়াছেন এবং কোন তারিখ দেন নাই। ইহাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ ২১-৯-৯১ইং তারিখের দতন্ত কমিটির সম্মখে উপস্থিত ছিলেন মর্মে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে প্রদর্শনী-৪ এ উক্ত তারিখটি বসাইয়া প্রতারণার আশ্রয় নিয়াছেন। প্রদর্শনী-জ এবং ঝ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ১৩-১১-৯০ তারিখে শৃংখলা ভংগের অভিযোগে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেওয়া হইলে প্রথম পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষের চাকুরীর রেকর্ড নোটেও পরিছন্ন এবং সন্তোষজনক নহে। তদুপরি তদন্ত কমিটির ২জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদনে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ১নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিলে প্রদর্শনী-ছ এর মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে ২৭-৯-৯১ইং তারিখে বরখাস্ত করা হয়। কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদর্শনী-ক নিরাপত্তা কর্মকর্তা এস, এম, সেলিম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং তিনি তদন্ত কমিটিরও একজন সদস্য। তিনি তদন্ত কমিটির সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আইনানুগ ভাবেই কোন বাধা-নিষেধ নাই। ফলে আইনানুগ ভাবেই তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষকে বিনা অনুমতিতে ডাব পারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার পর তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। বরখাস্তের আদেশটি প্রথম পক্ষের বরাবরে লেখা হইয়াছে এবং তাহা নোটিশ বোর্ডে টানানোর নির্দেশ আছে। বিভাগীয় মামলার যাবতীয় কাগজ পত্র ও নোটিশ প্রথম পক্ষ পাইয়াছেন। কিন্তু বরখাস্তের আদেশ পায় নাই মর্মে দাবী করিয়াছেন। তাহার এই দাবী গ্রহণযোগ্য। কারণ বরখাস্ত পত্রটি প্রথম পক্ষের উপর জারী হইয়াছে মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রমান দাখিল করিতে পারেন নাই। বর্তমান মামলার আদেশ নামা হইতে দেখা যায় যে, ৩০-১-৯২ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ আদালতে হাজির হইয়া জবাব দাখিলের প্রার্থনা করেন এবং ২-৭-৯২ইং তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করে যাহার অনুলিপি প্রথম পক্ষ পাইয়াছে মর্মে তাহার স্বাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত জবাবের মাধ্যমে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে অবহিত হওয়ার পর হইতে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে কোন অনুযোগ পত্র দেন নাই। আরও দেখা যায় যে, ১৮-১২-৯১ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে। অর্থাৎ তাহাকে বরখাস্ত করার ২ মাস ২১ দিন পর মামলাটি দায়ের করিয়াছে। প্রথম পক্ষ ২১-৯-৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির না হইয়া হাজির হইয়াছে মর্মে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিয়াছে। উক্ত ২১-৯-৯১ইং তারিখ হইতে মামলা দায়ের এর তারিখ পর্যন্ত তদন্ত কমিটি কি প্রতিবেদন দিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই প্রথম পক্ষ জানার চেষ্টা করিয়াছেন এবং জানিয়াও ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ তাহাকে বরখাস্তের আদেশেও সময়মত পাইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ বরখাস্তের নোটিশ জারী হইয়াছে মর্মে কোন প্রমান উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইবে জানিয়া তাহা পায় নাই মর্মে প্রথম পক্ষ দাবী করিয়াছেন। কিন্তু মামলার আরজিতে প্রথম পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহাকে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তিনি ১৮-১১-৯১ইং তারিখে রেজিষ্ট্রার্ড ডাগ যোগে ১নং দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে একটি অনুযোগ দরখাস্ত প্রদর্শীন-৫ পাঠাইয়াছেন। ইহাতেও আবাস পাওয়া যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার বরখাস্তের বিষয়ে প্রথম হইতেই অবগত ছিলেন।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, আইনানুগভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হওয়া হইতে নিজেকে বিরত রাখায় তদন্ত কমিটি আইনানুগভাবে একতরফা তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগে অর্থাৎ অসদাচারনের দায়ে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন আরও দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ২৭-৯-৯১ইং তারিখে বরখাস্ত করা হইলেও এই বরখাস্তের আদেশটি অত্র মামলার জবাব দাখিলের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম পক্ষের উপর জারী হইয়াছে মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ প্রমান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। পূর্বেও প্রথম পক্ষকে শৃংখলা ভংগের দায়ে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে প্রথম পক্ষ নিরাপত্তা প্রহরী পদে দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং দ্বিতীয় পক্ষ আইনানুগ ভাবেই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছে এবং প্রথম পক্ষ অত্র মামলার কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারে না ও ইহা খারিজযোগ্য।

শুনানীর প্রথম দিন হইতেই বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন এবং অত্র মামলা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাহাদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

৪নং গাজউক এভিনিউ, ঢাকা

উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান
তৃতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

রায় প্রচার : সোমবার, ২৪শে মে, ১৯৯৯ ইং।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫১/৯১

১। আবুল হাশেম—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। চেয়ারম্যান, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি

২। জেনারেল ম্যানেজার, (ফর্মাশিয়াল),
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি
৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে ৩২ বৎসর সন্তোষজনক-ভাবে চাকুরী করিয়া ১-১-৮৯ ইং তারিখ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণকালে তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ১৯২৫ টাকা। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি তাহার প্রাপ্য পাওনা আদায়ের জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষ তাহার নামে ১২-২-৯১ ইং একটি চিঠি ইস্যু করিয়া ঘাটতি বাবদ তাহার নিকট ৯০,৫৫১.১৩ টাকা দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহার দীর্ঘ চাকুরীকালে কোন সময় প্রতিপক্ষ কোন প্রকার ঘাটতির বিষয় উল্লেখ করেন নাই বা ঘাটতিজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোন চিঠি দেন নাই। দর-খাস্তকারী একজন বার্জ সারেং ছিলেন। তিনি মাল গ্রহণ এবং খালাস করিয়া দেওয়ার সময় দ্বিতীয় পক্ষের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং মাল বুঝাই করার পর তাহার দরজা তালাবন্ধ করিয়া দিতেন এবং মাল খালাস করার পর তাহা খুলিয়া দিতেন। ফলে দরখাস্ত-কারী মালামাল ঘাটতির জন্য দায়ী নহে। তিনি অবসর গ্রহণ কালে তাহার বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা তদন্তাধীন ছিল না। দরখাস্তকারীকে হয়রানী করার জন্য প্রতিপক্ষ বে-আইনী দাবীর অবতারণা করিয়া অনর্থক তাহাকে হয়রানী করিতেছেন। ফলে দরখাস্তকারী তাহার অবসর গ্রহণজনিত কারণে প্রতিপক্ষের নিকট যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবীকরেন যে,মামলাটি রক্ষনীয় নহে, মামলা করার কোন কারণ নাই এবং মিথ্যা উক্তিতে মামলা দায়ের করার কারণে ইহা খারিজ যোগ্য।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারী ৩২ বৎসর চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার চাকুরীকালীন সময় তাহার চাকুরীতে রেকর্ড ভাল ছিল না। তিনি বার্জ নং-৯ বি-৬৬০ এবং ৯ বি-৬৭৫ এর সারেং থাকাবস্থায় বিভিন্ন স্থানে মাল পরিবহন করিয়া অসৎভাবে অন্যান্য নাবিকদের যোগসাজসে মাল ঘাটতি দেখাইয়াছেন। তিনি উক্ত পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ১৯৮১-৮৭ সন পর্যন্ত মোট ১২১টি ঘাটতি বাবদ তাহার অংশের পরিমানের মূল্য৯০,৫৫১.১৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকটি ঘাটতির জন্য তাহাকে কারণ দর্শাইবারজন্য বলা হইয়াছে। দরখাস্তকারী জবাব দাখিল করিয়া কারণ ব্যাখ্যা করার ব্যর্থচেষ্টাকরিয়াছেন। ফলে প্রতিপক্ষ উক্ত টাকা আদায়ের জন্য তাহার নামে ডেবিট নোট ইস্যু করেন। প্রতিপক্ষ কোন অবস্থাতেই দরখাস্তকারীকে হয়রানী করার চেষ্টা করে নাই এবং তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য উক্ত টাকা দরখাস্তকারীর নিকট আদায় করা যাহা দরখাস্তকারী পরিশেধ করিতে বাধ্য। ফলে তাহার মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রর্থনা করেন।

অত্র মামলার দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাওয়ার আদেশ পাইতে পারে কিনা।

দরখাস্তকারী তাহার দাবীর সমর্থনে প্রদর্শনী-১ হইতে ৫ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। প্রদর্শনী-১ তাহার অবসর গ্রহণজনিত চাকুরীর বিবরণ, প্রদর্শনী-২ দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, প্রদর্শনী-৩ তাহার পাওনা হইতে ঘাটতির টাকা কর্তনের আদেশ বাতিল করার আবেদনের কপি, প্রদর্শনী-৪ সার্ভিস বহি এবং প্রদর্শনী-৫ তাহার নামে ৬১,৬০০ টাকা আনুতোষিক প্রদানের চিঠি। প্রদর্শনী-২ হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর নিকট বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শস্য পরিবহণের ১১টি ঘাটতির কারণে ডেবিট নোটের মাধ্যমে সর্বমোট ৯০,৫৫১.১৩ টাকা

কর্তন করিয়া রাখার সিদ্ধান্ত হয়।সেই মোতাবেক তাহার নিকট হইতে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত টাকা কর্তন করিয়া রাখিয়া তাহার অবশিষ্ট আনুতোষিক ৬১,৬০০ টাকা তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী তাহার জবানবন্দিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের দাখিলী প্রদর্শিত দলিলাদি হইতে দেখা যায় যে, ডেবিট নোট নং-১৬৫/১ তারিখ ১৮-৪-৮৪ এবং ডেবিট নোট নং-২৩৮/১ তারিখ ২০-৯-৮৪ ব্যতীত প্রত্যেকটি ডেবিট নোট ইস্যু করার পূর্বে দরখাস্তকারীকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে (প্রদর্শনীক সিরিজ উক্ত দুইটি ডেবিট নোট সহ ৯টি কারণ দর্শাইবার নোটিশের জবাব প্রদর্শনী-খ সিরিজ) দরখাস্তকারী দাখিল করিয়াছেন এবং ৫টি ঘাটতির ফলে তাহার নিকট হইতে তাহার অংশ কর্তন সহ তাহাকে সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হইয়াছে (প্রদর্শনীঘ-গ সিরিজ), দরখাস্তকারীর নিকট হইতে ১০টি ঘাটতি বাবদ প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ) ইস্যু করা হইয়াছে এবং প্রদর্শনী-২ এর ৪নং দফায় বর্ণিত দাবীর আনুপাতিক হিস্যা হিসাবে দরখাস্তকারীর নিকট ৫৮৩৫.২৭ টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। ফলে উক্ত ১০টি ডেবিট নোট ও উক্ত দাবীর টাকা সহ তাহার নিকট হইতে মোট ৯০,৫৫১.১৩ টাকা সঠিক ভাবেই কর্তনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দরখাস্তকারী উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য। ফলে দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা), -

৪নং রাজউক, এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

রায় প্রচার—বুধবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৯৯ ইং।
আই, আর, ও, মামলা নং-৭৭/৯২

(১) আফসার উদ্দিন—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নবারুন জুট মিলস লিঃ,
কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ৫-১১-৬৯ ইং তারিখে কাজে যোগদান করিয়া ১-১০-৭৭ ইং তারিখে এস, পি, এ পদে পদোন্নতি লাভ করিয়া অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একই পদে কর্মরত আছেন। এস, বি, এ হিসাবে তাহাকে ১৯৮১ সনে আপ-গ্রেড করায় ১-১-৮৯ ইং তারিখ হইতে তাহার মাসিক বেতন ৫৯৫ টাকায় নির্ধারিত হয় এবং ১-১-৯১ ইং তারিখে তাহার মূল বেতন ছিল ১৯২০ টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ৯-৮-৯২ ইং তারিখের স্মারক নং নজন/প্রশা/নথি/৯২/২১৪ মূলে প্রথম পক্ষকে আপ-গ্রেড করায় আদেশটি বে-আইনীভাবে বাতিল করিয়া ১-১-৯২ ইং তারিখে তাহার বেতন ১৯২৫ টাকা হইতে কমাইয়া ১৫৭৫ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রথম পক্ষ উক্ত বে-আইনী আদেশে ক্ষুব্দ হইয়া ইহা বাতিল করার জন্য ২২-৮-৯২ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট লিখিত ভাবে আবেদন পেশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহার আবেদন বিবেচনা করেন নাই। ফলে অত্র মামলা দ্বিতীয় পক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি বর্তমান আকারেও প্রকারে অচল, পক্ষ দোষে দুষ্ট, মামলার কোন কারন উদ্ভব হয় নাই এবং কাল্পনিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া মামলা দায়ের করায় ইহা খারিজ যোগ্য।

দ্বিতীয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দ্বিতীয় পক্ষের জুট মিলস-টি বি, জে, এম, সির অধীনস্থ একটি প্রকল্প বটে। এই মিলে শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রথম পক্ষ ৫-১১-৬৯ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চার্জ হ্যাণ্ড হিসাবে নিয়োগ লাভ করিয়া ১-১০-৭৭ ইং তারিখে এস, বি, এ, হিসাবে পদোন্নতি লাভ করে এবং এই পদে ২২০-৪২০ টাকার বেতন স্কেলে প্রথম পক্ষের বেতন ৩২৮ টাকায় নির্ধারিত হয়। ১-১-৭৯ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ স্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার পর উক্ত বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপে পৌছান। মিল কর্তৃপক্ষ ১৩-৭-৮১ ইং তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে ১-৭-৮০ ইং তারিখ হইতে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রথম পক্ষকে আপ-গ্রেড করিয়া এন এন এস পির ৩৭০-৭৪৫ টাকার উচ্চতর স্কেল প্রদান করেন। উক্তরূপ ভাবে আপ-গ্রেড করার কোন বিধান সরকার বা বি, জে, এম, সি, দ্বিতীয় পক্ষকে দেয় নাই। ১৯৯১ সনে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষিত হইলে প্রথম পক্ষের বেতন নির্দ্ধারন পূর্বক অনুমোদনের নিমিত্তে বি, জে, এম, সির নিরীক্ষা বিভাগে দাখিল করা হয়। ফলে সেখানে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ১৩-৭-৮১ ইং তারিখ প্রথম পক্ষকে আপ-গ্রেড করার আদেশটি ধরা পড়ে। নিরীক্ষা বিভাগের পরামর্শক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার ৩০-৫-৯২ ইং তারিখের চিঠির মাধ্যমে বি, জে, এম, সির মতামত জানিতে চাহেন। অতঃপর বি, জে, এম, সি ১৯-৭-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত "আপ-গ্রেডেশান অর্ডার" অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরিপন্থি বলিয়া গণ্য করিলে দ্বিতীয় পক্ষ ৯-৮-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের ১৩-৭-৮১ ইং তারিখের "আপ-গ্রেডেশান অর্ডার" বাতিল করে এবং আইনানুগভাবে তাহার প্রাপ্য বেতন স্কেলে তাহার বেতন পুনঃনির্দ্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত আদেশটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ, আইন সম্মত এবং প্রথম পক্ষ ইহা মানিতে বাধ্য বটে। ফলে দ্বিতীয় পক্ষ অত্র মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ তাহার আপ-গ্রেডে ও পদে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বেতন রক্ষা করার এবং পাওয়ার অধিকারী কিনা এবং অনুরূপভাবে তাহার বেতন নূতন বেতন স্কেলে নির্দ্ধারিত হওয়ার অধিকারী কিনা।

অত্র মামলায় উভয় পক্ষ একজন করিয়া স্বাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষ্য গ্রহণ করাইয়াছেন। প্রথম পক্ষ তাহার আরজির বক্তব্যের সমর্থন করিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। জেরাকালে তিনি তাহার উক্ত বক্তব্যের পরিপন্থি কিছুই বলেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে জনাব খলিলুর রহমান স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়া লিখিত জবাবের বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। জেরাকালে তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯৯১ সন হইতে আপ-গ্রেড, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় বি, জে, এম, সির অনুমোদনে পাঠাইবার জন্য আদেশ হইয়াছে।

উক্ত দুইজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য, আরজি এবং লিখিত জবাবে কোথাও এমন কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না যে, প্রথম পক্ষ একজন সিবিএ নেতা বা কোন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে১৩-৭-৮১ ইং তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে আপ-গ্রেড করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ও সন্তোষ্ট করিয়া প্রথম পক্ষকে ১৩-৭-৮১ ইং তারিখের অফিস আদেশ প্রদর্শনা-২ এর মাধ্যমে আপ-গ্রেড করিয়া ২২০-৪২০ টাকা স্কেলের পরিবর্তে ৩৭০-৪৪৫ টাকা স্কেলে-বেতন প্রদান করিয়া ৫৭০ টাকায় তাহার বেতন নিধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত অফিস আদেশটি ১-০৭-৮০ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছিল এবং ৯-৮-৯২ ইং তারিখের প্রদর্শনী-৩ জারীর পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং প্রথম পক্ষ আপ-গ্রেডেড স্কেলে দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবত ভাতাদি গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। ফলে প্রথম পক্ষ আপ-গ্রেডেড পদে বেতন ও ভতাদি গ্রহণ করার মৌলিক অধিকার লাভ করিয়াছেন। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ একজন অল্প শিক্ষিত শ্রমিক এবং তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বা বি, জে, এম, সির আদেশ ও নির্দেশ সম্বন্ধে কোন সময়ই অবহিত ছিলেন না বা অবহিত থাকার কারণও ছিল না। প্রথম পক্ষকে আপ-গ্রেড করার আদেশ প্রদর্শনী-২ দ্বিতীয় পক্ষ নবারুন জুট মিলস লিমিটেডের ম্যানেজার স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং ইহার অনুলিপি উক্ত জুট মিলের ডেপুটি চীফ একাউন্টেন্ট এবং বিভাগীয় প্রধানকে প্রদান করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত তিনজন কর্মকর্তা শিক্ষিত এবং দায়িত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং তাহারা বিজেএমসির সর্বশেষ প্রচারিত নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অবহিত থাকা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করিয়া উক্ত ম্যানেজার এবং ডেপুটি চীফ একাউন্টেন্ট অনায়াশেই অফিস আদেশটির বৈধতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষকে তাৎক্ষণিক ভাবে অবহিত করিয়া ইহা বাতিলের জন্য সুপারিশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা ইহা না করায় প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষকে উক্ত অফিস আদেশের মাধ্যমে আপ-গ্রেড করার ক্ষমতা দ্বিতীয় পক্ষের ছিল। প্রথম পক্ষকে আপ-গ্রেড করার ফলে তিনি ১২ (বার) বৎসর যাবত ইহার আর্থিক সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিয়া তাহাতে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহার এই অধিকার দ্বিতীয় পক্ষের ৯/৮/৯২ ইং তারিখের স্মারক নং নজম-প্রশা-নথি/৯২/২১৪ প্রদর্শনী-৩ মূলে ছিনাইয়া নেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। ফলে প্রদর্শনী/৩ সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং অকার্যকর।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ফলে দ্বিতীয় পক্ষ নবারুন জুট মিল লিঃ আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ১৩-৭-৮১ ইং তারিখের অফিস আদেশ প্রদর্শনী-২ স্বাক্ষরদানকারী ম্যানেজার হইতে শুরু করিয়া যাহারা ইহার সাথে জড়িত আছে তাহাদের নিকট হইতে সমুদয় অর্থ আদায় করিয়া লওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয়ের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় অত্র আদালতের চেয়ারম্যানের সাথে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ৯-৮-৯২ ইং তারিখের স্মারক নং নজম-প্রশা-নথি/৯২/২১৪ বেআইনী, অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করা হইল।

রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ০১-০১-৯১ ইং তারিখে প্রথম পক্ষের বেতন ১৯২৫ টাকায় নির্ধারিত হওয়ায় তাহা বহাল রাখিয়া তাহাকে সকল বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নিদেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার : বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন, ১৯৯৯ ইং

অভিযোগ মামলা নং-১৬/৯৩

(১) মো: আ: রশিদ—প্রথম পক্ষ।
বনাম
(২) নবারুন জুট মিলস লি:—দ্বিতীয়পক্ষ।

রায়

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার-উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ৫-১০-৮১ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের মিলের কারিগরী বিভাগে জারনিম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ীভাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার চাকুরীর রেকর্ড সন্তোষজনক ছিল এবং তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সন্তুষ্টির সাথে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে টারমিনেট করার সময় সর্বসাকুল্যে তাহার সাপ্তাহিক মজুরী ছিল ৩৬০ টাকা। প্রথম পক্ষ শ্রমিকদের কল্যাণার্থে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় পক্ষ জুট মিলে শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সহকারী সাধারণ সম্পাদক এবং ইহার-রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার ঢাকা-১৪১০। এই শ্রমিক ইউনিয়ন ১৯৮৪-৯১ ইং সন পর্যন্ত সি, বি, এ ছিল এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আ: হালিম এর অনুপস্থিতিতে প্রথম পক্ষ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বে থাকেন। প্রথম পক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের জড়িত থাকাবস্থায় ১৯৯২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পক্ষের উপ-মহাব্যবস্থাপক এর কতিপয় অনিয়ম সম্বন্ধে তদানিন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি কে অবহিত করে এবং উক্ত মাসের পরেও উপ-মহাব্যবস্থাপক এর শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শোচচার ছিলেন। ইহাতে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উপর ক্ষুব্ধ ও অসন্তোষ্ট হইয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয় এবং ১০-২-৯৩ ইং তারিখে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের১৯(১)ধারামোতাবেক তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করেন। প্রথম পক্ষ ১৬-২-৯৩ ইং তারিখে উক্ত আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে অনুরোধ পত্র দেন। দ্বিতীয় পক্ষ ২৩-২-৯৩ ইং তারিখে অনুযোগ পত্র প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি ইহার তদন্ত করে নাই এবং তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য সুযোগ প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বিনা কারণে এবং সম্পূর্ণ বে-আইনী ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে। ফলে তিনি অত্র মামলা দায়ের করিয়া তাহার টারমিনেশন আদেশ বাতিল ঘোষণা পূর্বক পূর্বের বেতনসহ তাহার পূর্ব পদে বহাল করার আদেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রথম পক্ষের আরজিতে উল্লিখিত যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষের মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল মামলার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই এবং কাল্পনিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া মামলা দায়ের করায় ইহা খারিজযোগ্য।

দ্বিতীয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ আইনের ১৯(১) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রদানযোগ্য সকল আর্থিক সুবিধাদি ১০-৩-৯৩ ইং তারিখ পত্রের মাধ্যমে তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কোন ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য ছিলেন না। ফলে তাহার পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ করা কোন সুযোগ বা অবকাশ ছিল না এবং উক্ত আইনের ২৫-(খ) ধারার অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বর্তমান মামলাটি খারিজযোগ্য। ফলে প্রথম পক্ষের হয়রানীমূলক মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

অত্র মামলার প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা তাহার অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রথম পক্ষ নিজে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রদর্শনী-১-৭ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। জেরাকালে তিনি বলিয়াছেন যে, তাহাকে যখন টারমিনেট করা হয় তখন তাহার ট্রেড ইউনিয়নটি সি, বি, এ হিসাবে কর্মরত ছিল। তাহার এই দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। তখন ২৩১৬ নং ট্রেড ইউনিয়ন মিলের সি, বি, এ ছিল।

দ্বিতীয় পক্ষের জুট মিলের সরকারী ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যান) স্বাক্ষ্য দিয়া লিখিত জবাবের বক্তব্য সমর্থন করিয়াছে। তাহার স্বাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করার সময় ২৩১৬নং ট্রেড ইউনিয়ন দ্বিতীয় পক্ষের সি, বি, এ ছিল এবং প্রথম পক্ষ ইহার কোন সদস্য ছিলেন না।আরও দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করার পর তিনি তাহার সমুদয় পাওনা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। জেরাকালে তাহার প্রদত্ত বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে, ৬-৫-৯৫ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত ট্রেড ইউনিয়নটি সি, বি, এ হিসাবে কর্মরত ছিল এবং ইহার পর ১৪১০ নং ট্রেড ইউনিয়ন সি বি, এ হইয়াছে।

স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ ১৪১০ নং ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদর্শনী-১ তাহার উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মচারী পরিষদের তালিকা ইহার ১০ নং ক্রমিকে তাহার নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং তাহার উপরে ৪জন সহ-সাধারণ সম্পাদক, তাহাদের উপর একজন সাধারণ সম্পাদক এবং তাহাদের উপর তিন জন সহ-সভাপতি এবং সর্বোচ্চ পদে সভাপতি আছেন। তাহার উপরে অবস্থিত এই ট্রেড ইউনিয়নের ৯ জনের মধ্যে কাহারও চাকুরী ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য টারমিনেট করা হইয়াছে মর্মে কোন অভিযোগ নাই। ফলে প্রথম পক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের দরুন তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ টারমিনেট করিয়াছে মর্মে উত্থাপিত অভিযোগ বিশ্বাস করার অবকাশ নাই।উপরি প্রথম পক্ষ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হইতে তাহার সমস্ত পাওনা বুঝিয়া নিয়া গিয়াছেন।

আরজি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র মবারক জুট মিলস লিঃ কে দ্বিতীয় পক্ষ করা হইয়াছে।এই মিলের প্রতিনিধিত্বে কে বা কাহারা আছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। অধিকন্তু প্রথম পক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের দরুন ক্ষুব্ধ ও অসন্তোষ্ট হইয়া দ্বিতীয় পক্ষের উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করিয়াছেন মর্মে আরজির ৪ ও ৬ দফায় দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে অত্র মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয় নাই। ফলে মামলাটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে পক্ষ না করায় ইহাতে প্রচারিত আদেশ কার্যকরী হওয়ার কোন সুযোগ নাই।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ আক্রোশের বশবর্তী হইয়া দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মামলা আনয়ন করিয়াছেন। ফলে তিনি অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং দ্বিতীয় পক্ষকে মামলার খরচ প্রদান করিতে বাধ্য।

অত্র মামলার শুনানীর প্রথম হইতে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয়ের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারা আদালতের উপরোল্লিখিত বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে খরচসহ খারিজ করা হইল। মামলার খরচ বাবদ ৩০০০/ (তিন হাজার) টাকা ধার্য করা হইল।

রায় প্রচারের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত খরচের টাকা দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করার জন্য প্রথম পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় দ্বিতীয় পক্ষ আইনানুগভাবে উক্ত টাকা প্রথম পক্ষের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

স্বা:—৩-৬-৯৯
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্যালয়,
৪নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,
৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা।

উপস্থিত:—মোহাম্মদ জামান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—সোমবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ইং।
অভিযোগ মামলা নং ২২/১৯৯৪ইং।

১। মো: ইব্রাহিম—প্রথম পক্ষ

বনাম

১। নির্বাহী পরিচালক,
আদমজী জুট মিলস লি: অপর ৪জন।—দ্বিতীয় পক্ষগন।

রায়

১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ আইনের (যাহা অদ্যাবধি সংশোধিত) ২৫(ক)(খ) ধারায় দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১৯৭৯ সন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিষ্ঠা ও সততার সাথে দ্বিতীয় পক্ষের ধলাই বিভাগে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন।

৩নং ২য়ঃ পক্ষের দেওয়া প্রশংসা পত্রের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ ১৯৯৯ইং সালের বয়লার চালাই-বাহ সনদ পত্র পাইয়াছে। সনদপত্র প্রাপ্তির পর তাহাকে টেণ্ডেল হিসাবে পদোন্নতি দিয়া ৩নং ২য় পক্ষ তাহাকে বয়লার চালাইবার দায়িত্ব দিয়াছেন। প্রথম পক্ষ উক্ত দায়িত্ব প্রাপ্তির পর হইতে দক্ষতার সাথে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। বিগত ২৮-১-৯৪ইং তারিখ রবিবার রাত ১০ ঘটিকার সময় প্রথম পক্ষ ডিউটিতে যোগাদান করিয়া ৫৭নং বয়লারটি বন্ধ করিয়াছিলেন। বিগত ২৯-৮-৯৪ইং তারিখ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের সময় বিভাগীয় প্রথা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষগণের মিলগমুহেষ্টীন সরবরাহের প্রয়োজনে প্রথম পক্ষ ৫৭নং বয়লারটি চালু করিয়া মিলে ষ্টীম সরবরাহ করা অবস্থায় ব্যাকফায়ার করিয়া ধুঁয়াগলি আংশিক ভাংগিয়া ধুঁয়া বাহির হয়। মূল বয়লারের কোন ক্ষতি হয় নাই। বিগত ২৯-৮-৯৪ তারিখ রাত ১০টায় প্রথম পক্ষ ডিউটিতে যোগাদান করিবার জন্য টাইম অফিসে পৌছিলে টাইম কিপার তাহাকে কাজে যোগাদান করিতে না দিয়া ৪নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত এক খানা সাময়িক বরখাস্ত পত্রসহ একটি অভিযোগ পত্র তাহাকে দিয়া কাজে যোগাদান হইতে বিরত রাখেন। অভিযোগ পত্রে প্রথম পক্ষকে ৭(সাত) দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ ছিল। প্রথম পক্ষের জবাবের অপেক্ষা না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষগণ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব জনাব সিরাজ উদ্দিন আহামুদ গত ৩১-৯-৯৪ইং তারিখে একটি চিঠি দিয়া ৩-৯-৯৪ই তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার সময় তদন্ত কমিটিতে হাজির থাকার জন্য প্রথম পক্ষকে নির্দেশ দেন। উক্ত সময় ও তারিখে প্রথম পক্ষ তাহার স্বাক্ষীগণসহ তদন্ত কমিটির সন্মুখে হাজির হইলে তদন্ত কমিটি তাহার জবানবন্দি গ্রহন না করিয়া প্রথম পক্ষের বিভাগীয় প্রধান সহিদ উল্লা চৌধুরী তাহাকে প্রায় পোনে দুই ঘন্টা যাবত কতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ৩নং ২য়ঃ পক্ষের পার্শ্বে থাকা একজন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তাহা উক্ত লিপিবদ্ধকারী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া ৩নং ২য়ঃ পক্ষের কথা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের কোন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহন করেন নাই। প্রথম পক্ষ ৩-৯-৯৪ইং তারিখ বিকাল ৫ ঘটিকার সময় তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের লিখিত জবাব দাখিল করিয়া ৪নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহা প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ ৩১-৮-৯৪ইং তারিখে গঠিত তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া ৪-৯-৯৪ইং তারিখে ৪নং ২য়ঃ পক্ষকে লিখিতভাবে জানাইয়াছেন। ৩নং ২য় পক্ষের নিকট হইতে ৭-৯-৯৪ইং তারিখ একটি পত্র পাইয়া প্রথম পক্ষ জানিতে পারেন যে, ১৩-৯-৯৪ইং তারিখ তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের তদন্তকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত চিঠি প্রাপ্তির পর তদন্ত কমিটির সভাপতির নিকট একটি চিঠি দিয়া প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নকারী বাদীর বাদী স্বাক্ষীগন তাহাকে জেরার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য , প্রথম পক্ষের স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য এবং তাহার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ২জন প্রতিনিধিকে অনুমতি প্রদানের জন্য লিখিত ভাবে জানাইয়াছেন।বিগত ১৩-৯-৯৪ইং তারিখ প্রথম পক্ষ তাহার স্বাক্ষীগনসহ তদন্ত কমিটির সন্মুখে উপস্থিত হইলে অভিযোগ আনয়নকারী ৪নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষ্য গ্রহন না করিয়াই তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষকে কিছু প্রশ্ন ও জেরা করিয়া তদন্ত কার্য্য সমাপ্ত করেন এবং প্রথম পক্ষের স্বাক্ষী আক্তার জামান ও জয়নাল আবেদীনের কোন জবানবন্দী গ্রহন করেন নাই। বিগত ৩১-১০-৯৪ইং তারিখে সময় রক্ষক জনাব রুহুল আমিনের মারফত ৫নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বরখাস্ত পত্র প্রথম পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন যে, তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সুষ্ঠু ও আইনানুগ তদন্ত হয় নাই। তদন্ত কমিটি তাহার ও তাহার পক্ষে স্বাক্ষীগনের স্বাক্ষ্য গ্রহন না করিয়া ন্যায় বিচারের প্রতিবেদকতা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া বে-আইনী তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ফলে অত্র মামলা।

দ্বিতীয় পক্ষগণ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না, মামলার হেতু নাই এবং ভিত্তিহীন ও হয়রানী মূলক হওয়ায় ইহা খারিজ যোগ্য।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, আদমজী জুট মিলের বয়লার প্রকৌশলী প্রথম পক্ষকে কোন সনদ পত্র প্রদান করেন নাই। নিয়ন মাফিক প্রযুক্তিগত পদ্ধতির পরিবর্তে ভুল পদ্ধতিতে বয়লার চালু করার দরুন বয়লার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কর্মরত প্রথম পক্ষের অসতর্কতার কারণে বয়লারে ব্যাক ফায়ার হইয়া দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুর্ঘটনার ফলে ৫৭নং বলার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে এবং ৫৮নং বয়লারসহ পার্শ্বের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের লিখিত জবাবে কোন গ্রহণ যোগ্য বক্তব্য না থাকায় ইহা বিবেচনা করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীতে সরকারী ব্যবস্থাপক (মজুরী) জনাব নুর মোহাম্মদকে সদস্য সচিব করিয়া ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন পূর্বক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়।এই তদন্ত কমিটির পূর্বেও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছিল এবং এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে অভিযোগ প্রদান বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই।উচচ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির নিকট প্রদত্ত জবান বন্দিতে প্রথম পক্ষসহ প্রত্যেক স্বাক্ষী নিজ নিজ জবানবন্দিতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন দ্বিতীয় পক্ষগন ৭-৯-৯৪ইং তারিখের চিঠিতে সহকারী ব্যবস্থাপক (মজুরী) জনাব নুর মোহাম্মদকে সদস্য সচিব করিয়া তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং উক্ত কমিটির তদন্তকালে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদান করেন। এই কমিটি সুপারিশ মোতাবেক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। দুর্ঘটনার কবলিত ৫৭নং বয়লারটি চালু করিবার পূর্বে ত্রুটিমুক্ত ছিল কিনা তাহা দেখার দায়িত্ব ছিল প্রথম পক্ষের। ২৮-৮-৯৪ইং তারিখ রাত ১০ ঘটিকার সময় উক্ত বয়লারটি প্রথম পক্ষকে ত্রুটি মুক্ত অবস্থায় হস্তান্তর করা হয় বলিয়া তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই। প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়া তদন্ত কমিটি আইনানুগযায়ী তদন্তকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তদন্ত প্রথম পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের চাকুরীর ইতিহাস ও যাবতীয় নথি পর্য্যালোচনা পূর্বক তাহাকে বরখাস্ত করিয়া তাহার সকল পাওনা বুঝাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রথম পক্ষের অনুযোগ দরখাস্তে কোন যুক্তি গ্রাহ্য বক্তব্য না থাকায় তাহা বিবেচনা করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম পক্ষের মামলাটি ভিত্তিহীন ও হয়রানী মূলক ফলে তাহারা মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের তদন্তকালে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া আইনানুগভাবে অনুষ্ঠিত তদন্তের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বরখাস্ত করা হইয়াছে কিনা।

প্রথম পক্ষ একাই তাহার অভিযোগের সমর্থনে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রদর্শনী-১ হইতে প্রদর্শনী-১০ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। তিনি তাহার জবান বন্দিতে তাহার আরজিতে উল্লেখিত বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ৭-৯-৯৪ইং তারিখে সঠিক তদন্ত কমিটির নিকট তিনি হাজির হইয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র তাহার জবানবন্দি রেকর্ড করা হইয়াছে এবং তাহাতে কি লেখা হইয়াছে তাহা তাহাকে পড়িতে না দিয়া তাহার স্বাক্ষর নেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ১৩-১৫ইং সেপ্টেম্বর, ৯৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তদন্তকালে তাহার স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করায় তিনি কোন লিখিত অভিযোগ পেশ করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, টেণ্ডেল হিসাবে বয়লার দেখা শুনার দায়িত্ব তাহার ছিল এবং উক্ত দুর্ঘটনার দিন বা পূর্বে বয়লারের ত্রুটি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে তিনি জানায় নাই এবং ১৯৯৪ সনের যে মাসে বয়লার পরিদর্শক পরিদর্শন করিয়া ১(এক) বৎসরের জন্য বয়লারটি কার্যকর থাকিবে মর্মে জানাইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনি জানেন না।

দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষে মো: বাহাদুর একাই স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য সমর্থন করিয়া জবান বন্দি দিয়াছেন। তিনি নিজেও তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। জেরাকালে তিনি স্বীকার করেন যে, দুর্ঘটনার সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, ৩নং তদন্তে প্রথম পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তদন্তের শুরুতে তাহারা প্রথম পক্ষকে ২৭টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি এইগুলির জবাব দিয়াছেন এবং ১৪-৯-৯৪ তারিখে মুর মোহাম্মদের স্বাক্ষ্য নিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ১৩-৯-৯৪ইং তারিখে আমিনুর রহমানের গৃহীত স্বাক্ষ্যে প্রথম পক্ষের কোন দস্তখত নাই, সিরাজউদ্দিন ও আলী আসগরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি তাহাদের জবানবন্দি গ্রহণ করেন নাই ও ইহা বিভাগীয় মামলার নথিতে নাই এবং তাহারা প্রথম ও ২য়: তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাহাদের তৃতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শিত দলিলাদি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এবং এইগুলি কোন প্রকার আলোচনার দাবী রাখে না। দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী প্রদর্শিত দলিলাদি হইতে দেখা যায় যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-ক এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় এমন কতগুলি স্বাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা অভিযোগ তদন্ত কমিটির নিকট স্বাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তাহাদের ১৩-৯-৯৪ ও ১৪-৯-৯৪ইং তারিখে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-খ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে স্বাক্ষীগনকে প্রশ্ন করিয়া তদন্ত কমিটি তাহা তৃতীয় কোন কর্মচারীকে দিয়া লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন এবং অভিযুক্ত প্রথম পক্ষকে জেরা করার সুযোগ দিয়াছেন মর্মে কোন উল্লেখ নাই। এমনকি অভিযুক্ত প্রথম পক্ষ জেরা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথম পক্ষের দস্তখত দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তদন্ত কমিটি তাহাও করেন নাই। তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বিভাগীয় মামলার নথি খোলা উচিত ছিল এবং তাহাতে আদেশ নামায় সকল কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। সম্ভবতঃ তদন্ত কমিটির অজ্ঞতার কারনেই বিভাগীয় মামলার কোন নথি খোলা হয় নাই এবং প্রত্যেক তারিখে কার্যক্রম আদেশ নামায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। তদন্ত প্রতিবেদনে এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী স্বাক্ষীগণের জবানবন্দিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহাদিগকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে মর্মে কোন উল্লেখ নাই। প্রথম পক্ষকে তদন্তকালে ২৭টি প্রশ্ন করা হয়। এই ২৭টি প্রশ্নের উত্তরের বাহিরেও প্রথম পক্ষের কোন বক্তব্য থাকিতে পারিত কিন্তু তাহাকে উক্তরূপ বক্তব্য প্রদান করার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সুনির্দিষ্ট প্রমান ব্যতীত সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতে স্বীকীগনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ম্যানেজার (যান্ত্রিক) সিরাজ উদ্দিন আহামুদ ও যান্ত্রিক প্রকৌশলী কোন জবানবন্দি দেন নাই। তথাপি তদন্ত প্রতিবেদনে তাহাদের জবানবন্দি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রমিক তদন্ত প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী।

প্রথম পক্ষের আরজির ৫ ও ৬নং দফায় প্রদত্ত বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে, তিনি ২৮-৮-৯৪ইং তারিখ রাত ১০টায় ডিউটিতে যোগাদান করার পর্বে অন্য একজন টেন্ডেল ৫৭নং বয়লারে ডিউটিরত ছিল ও চালু বয়লারটি তিনি বন্ধ করিয়াছেন এবং ২৯-৮-৯৪ তারিখ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে ম্যাগ ফায়ার হইয়া বয়লারটি দুর্ঘটনা কবলিত হয়। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ রাত ১০টায় ডিউটিতে যোগদান করিবার সময় বয়লারটি সম্পূর্নরূপে কার্যক্রম ছিল। প্রদর্শনী গ হইতে দেখা যায় যে বাংলাদেশ বয়লার পরিদর্শন বিভাগ হইতে ১৯-৫-৯৪ইং তারিখে ৫৭নং বয়লারটি পরিদর্শন করিয়া ২৭-৩-৯৫ইং তারিখ পর্যন্ত নিরাপদভাবে কার্যক্রম থাকিবে মর্মে চীফ ইন্সপেক্টর সনদপত্র দিয়াছেন। নিয়ম মাফিক বয়লারটি চালু করা হইলে অর্থাৎ সময় মত বয়লার চালু এবং সঠিক সময়ে বাষ্পার খোলা হইলে এই দুর্ঘটনা ঘটার কোন কারণ ছিল না। প্রথম পক্ষের কর্তব্যে অবহেলা বা অজ্ঞতার কারণে বয়লারটি দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে তাহা বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। বয়লারটি দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষের বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।

উপরে উল্লেখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত গঠিত তদন্ত কমিটি আইনানুগভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করেন নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করেন নাই। ফলে এই তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্তকরনের আদেশটি বে-আইনী। তবে বয়লার দুর্ঘটনার জন্য প্রথম পক্ষ সম্পূর্নরূপে দায়ী হওয়ায়। তিনি তাহার চাকুরী ফেরত পাওয়া ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক সুবিধাদি পাইতে পারেন না।

অত্র মামলার শুনানীর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন এবং যুক্তিতর্ক শ্রবনের পর তাহাদের উভয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়।

অতএব অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে আংশিক মঞ্জুর করা হইল এবং রায় প্রচারের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে তাহার পূর্ব পদে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

বিগত ২৯-৮-৯৪ইং তারিখ প্রথম পক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করার দিন হইতে পুনরায় কাজে যোগদান পর্যন্ত সময়কালের জন্য প্রথম পক্ষ কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি বা বেতন পাইবে না এবং কেবলমাত্র তাহার চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নিমিত্তে উক্ত তারিখ হইতে কাজে যোগদান পর্যন্ত সময়কাল বিনা বেতনে বিশেষ ছুটিতে ছিল বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত: মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার: বৃহস্পতিবার, ২০শে মে, ১৯৯৯ইং।
আই,আর,ও মামলা নং ৫৫/১৯৯৪ইং।

সন্তোষ ঘোষ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

প্রোপ্রাইটার প্রাউড টেক্সটাইল—দ্বিতীয় পক্ষ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের মালিকানাধীন টেক্সটাইল মিলে বডি ম্যাশিন-ম্যান কাম মিস্ত্রি পদে সর্বশেষ মাসিক ৩০০০ টাকা মূল বেতনে চাকরী করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার দীর্ঘ ৮ বৎসর চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত প্রসংশনীয়। প্রত্যেক শ্রমিক মূল বেতনের সাথে নির্দিষ্ট হারে ভাতা পাইয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ভাতা প্রদান হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তাহাকে ভাতা প্রদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে অনুরোধ করিলে তিনি ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত হন। প্রথম পক্ষকে প্রত্যেক দিনই ৮ ঘন্টার অধিক সময় কাজ করাইতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে অতিরিক্ত কাজের মজুরী প্রদান করিতেন না। প্রথম পক্ষ ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহাকে অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরী প্রদানের প্রার্থনা করিয়া ছিলেন উক্ত কারণে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উপর রাগান্বিত ছিল। ফলে প্রথম পক্ষ ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখ কাজ করিতে থাকাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করেন। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে লিখিত ভাবে টারমিনেশন নোটিশ দেওয়ার এবং তাহার পাওনা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে কিছুই দেয় নাই। ফলে ফলে প্রথম পক্ষ ২১-৯-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে টারমিনেশনের স্থলে ভুল বশতঃ ছাটাই টাইপ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষ অনুযোগ পত্র পাওয়ার পরও কোন প্রকার প্রতিকার করেন নাই। প্রথম পক্ষ নারায়ণগঞ্জের লোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক এবং বাংলাদেশ হোসিয়ারী মালিক সমিতির বরাবরে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাইয়াও কোন প্রতিকার পান নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০-১০-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে অভিযোগ মামলা নং ৪২/৯৩ দায়ের করেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই-মামলার একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ বা ছাটাই করেন নাই এবং প্রথম পক্ষ অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার লোভে মিথ্যা উক্তিতে মামলা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মামলার দাখিলী লিখিত জবাবের মর্ম মোতাবেক প্রথম পক্ষ চাকুরীরত থাকার কারণে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া বর্তমান মামলা দায়ের করিয়া ১৯৯৩ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে চাকুরীতে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ পূর্বক তাহাকে চাকুরীতে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলার কোন কারণ নাই। মামলাটি তামাদি আইনে বারিত, মিথ্যা উক্তিতে মামলা করায় ইহা খারিজযোগ্য এবং বর্তমান আকারে ও প্রকারে মামলাটি অচল।

দ্বিতীয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, এই প্রথম পক্ষ ১৫-১-৯০ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করিয়া চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। চাকুরীতে যোগদানের পর হইতেই প্রথম পক্ষ প্রায়ই কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিত এবং সময় সময় পারিবারিক, আর্থিক অসুবিধার কথা বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিত এবং পরবর্তীতে তাহা ফেরত দিত না। উক্ত রূপ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট মোট ৯,০৬১ টাকা দেনা হয়। তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও প্রথম পক্ষ উক্ত টাকা পরিশোধ করে নাই এবং দেনার দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত ২রা জুলাই, ১৯৯৩ ইং তারিখে কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তারপর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে লোক মারফত ডাকাইয়া তাহার পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য এবং কাজে যোগদান করার জন্য বহুবার অনুরোধ করে। কিন্তু প্রথম পক্ষ তাহার পাওনা টাকা ফেরত না দিয়া ও কাজে যোগদান না করিয়া ২২-৯-৯৩ ইং তারিখে তাহার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে

মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করিয়া তাহার নিকট অনুযোগ পত্র দেয়। প্রথম পক্ষ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক এর নিকট মিথ্যা উক্তিতে অভিযোগ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অফিসে হাজির হইয়া সমস্ত কাগজ পত্র উপস্থাপন করিয়া প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিলে পরিদর্শক সাহেব দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। অন্য দিকে দ্বিতীয় পক্ষ ২৯-৯-৯৩ ইং তারিখ একটি পত্রের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ হুশিয়ারী শ্রমিক ইউনিয়নকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করিলে তাহারা প্রথম পক্ষকে ডাকাইয়া দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ ও অনুযোগ পত্র উঠাইয়া নিয়া কাজে যোগদান এবং দ্বিতীয় পক্ষের পাওনা ৯০৬১ টাকা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান না করিয়া কিছু তাড়াটিয়া গুণ্ডা দিয়া দ্বিতীয় পক্ষকে তাহার পাওনা টাকার দাবী পরিত্যাগ করার জন্য হুমকি প্রদর্শন করেন। তথাপি দ্বিতীয় পক্ষ তাহার পাওনা টাকার দাবী পরিত্যাগ না করায় প্রথম পক্ষ মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করিয়া ২০-১০-৯৩ ইং তারিখে অভিযোগ মামলা নং ৪২/৯৩ দায়ের করেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত মামলার জবাব দাখিল করিলে প্রথম পক্ষ মামলায় কেন সুফল পাইবে না নিশ্চিত হইয়া মামলাটি উঠাইয়া নেন এবং তাহার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার নিমিত্তে পরিকল্পিত-ভাবে ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখে বর্তমান মামলাটি দায়ের করে। ফলে প্রথম পক্ষ তাহার এই মিথ্যা মামলার কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারে না এবং দ্বিতীয় পক্ষ ইহা খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় তাহার প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

অত্র মামলায় প্রথম পক্ষ একাই তাহার বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি প্রদর্শনী ১, ১(ক), ২(সিরিজ) এবং প্রদর্শনী-৩ দাখিল করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দিকালে তাহার আরজির বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজে যোগদানের সমর্থনে কোন কাগজপত্র বা দাখিলিক প্রমান দাখিল করিতে পারিবেন না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী ২৭-৪-১৩৯৩ বাং সালের পদত্যাগ ও সমস্ত পাওনা বুঝিয়া পাওয়ার রশিদ প্রদর্শনীক ক এর ২নং ক্রমিকের স্বাক্ষরটি তাহার মর্মে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ১৫-১-৯০ ইং তারিখে পুনরায় কাজে যোগদান করিয়া-ছিলেন। মাঝে মধ্যে তিনি ২/১ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকিতেন এবং ভাউচার দস্তখত করিয়া অগ্রিম নেওয়ার কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট ৯০৬১ টাকা দেনা থাকার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষকে ২১-৯-৯৩ ইং তারিখে নোটিশ, প্রদর্শনী-খ প্রেরণ করিয়াছেন মর্মে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এর পরিদর্শকের নিকট তিনি একটি দরখাস্ত দিয়াছিলেন, তিনি পরিদর্শকের নিকট হাজির হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় পক্ষ হাজির হয় নাই এবং পরিদর্শক পরিবর্তীত আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রাউড টেক্সটাইলের মালিক, মিঃ শ্যামল কুমার সাহা একাই দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়া তিনি তাহার লিখিত বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। তিনি প্রদর্শনী ক হইতে ঙ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। তিনি প্রথম পক্ষের নিকট ৯,০৬১ টাকা পাওনা থাকার কথা জোর দিয়া দাবী করিয়াছেন। এবং উক্ত টাকা পরি-শোধের তাগাদা দেওয়ায় তিনি ২রা জুলাই,৯৩ মোতাবেক ১৮ই আষাঢ় ১৪০০ বাং হইতে স্বেচ্ছায় কাজ করা হইতে বিরত থাকেন। জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষকে তিনি কোন নিয়োগ পত্র দেন নাই, প্রথম পক্ষ প্রায়ই কাজে অনপস্থিত থাকার কারণে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেন নাই, ৯০৬২ টাকা পরিশোধ করার জন্য তাহাকে কোন নোটিশ দেন নাই, ২-৭-৯৩ ইং তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত থাকার কারনে তাহাকে কারন দর্শাইবার নোটিশ দেন নাই বা তাহার বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগ আনয়ন করেন নাই এবং প্রথম পক্ষ তাহার কারখানায় প্রায় ৩½ (সাড়ে তিন) বৎসর চাকরী করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষ ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকার কথা তাহার মামলার আরজি ও সাক্ষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে, তিনিসহ আরও তিনজন শ্রমিক ২৭-৪-১৩৯৩ বাং মোতাবেক ১১-৮-৮৬ ইং তারিখে স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং চূড়ান্ত পাওনা বুঝিয়া নান। তিনি জেরাকালে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৫-১-৯০ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে পুনরায় কাজে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার আরজির কোথাও ১৫-১-৯০ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে পুনরায় চাকুরীতে যোগদানের কথা কোন উল্লেখ নাই। অর্থাৎ ইহা তিনি সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া গিয়াছেন। জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত তারিখে কাজে যোগদানের পর মাঝে মধ্যে ২/১ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকিতেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানায় নূন্যতম সংখ্যক শ্রমিক দ্বারা কারখানা পরিচালিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় কোন শ্রমিক মাঝে মধ্যে ২।১ দিন করিয়া কাজে অনুপস্থিত থাকিলে কারখানায় উৎপাদন যারাত্মকভাবে ব্যহত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রথম পক্ষ মাঝে মধ্যে ২/১ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী ১ ও ১(ক) দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক এর চিঠি, প্রদর্শনী-২ (সিরিজ) নারায়নগঞ্জ হুশিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়নের চাঁদা প্রদানের রশিদ, এবং প্রদর্শনী-৩ অভিযোগ মামলা নং ৪২।৯৩তে দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী লিখিত জবাব। তাহার দাখিলী উক্ত প্রদর্শিত দলিলাদি হইতে কোন অবস্থাতেই প্রমান হয় না যে তিনি ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখ কারখানায় গেলে তাহাকে টার-নিনেট করা হইয়াছিল মর্মে জানাইয়াছিল বা উক্ত তারিখ হইতে পরবর্তী অন্য কোন তারিখে কারখানায় গেলে তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দ্বিতীয় পক্ষ দেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক দেওয়া অনুযোগ পত্র প্রদর্শনী-খ হইতে দেখা যায় যে, ইহা ২১-৯-৯৩ ইং তারিখ বিজ্ঞ আইনজীবী স্বাক্ষর করিয়ছেন এবং ইহাতে প্রথম পক্ষ দীর্ঘ ৮ (আট) বৎসর যাবত দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিল মর্মে দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পক্ষ নিজেই স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ১৫-১-৯০ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার লিখিত জবাব এবং স্বাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখ বা ইহার পর কোন দিন প্রথম পক্ষকে তিনি কোন প্রকারের চাকুরীচ্যুত করেন নাই। এমতাবস্থায় অত্র আদালতের নিকট প্রতিয়মান হয় যে,১৪-৯-৯৩ ইং তারিখ হইতে অভিযোগ মামলা নং ৪২/৯৩ দায়েরের দিন পর্যন্ত বা উক্ত মামলাটি প্রত্যাহার করার তারিখ হইতে বর্তমান মামলাটি দায়ের দিন পর্যন্ত প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে যায় নাই এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেয় নাই মর্মে কোন প্রমান উপস্থাপন করিতে পারেন নাই । উল্টাভাবে ইহাই প্রমানিত হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখ হইতে নিজেকে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজে যোগদান করা হইতে স্বেচ্ছায় বিরত রাখিয়াছে। ফলে তিনি উক্ত তারিখ হইতে কোন প্রকার মজুরী দাবী করিতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে চাকুরীচ্যুত না করার ফলে তাহাকে চাকুরীতে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তথাপি দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার নিমিত্তে কেবল মাত্র তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার আদেশ পাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষের বেতন রেজিষ্টার্ড প্রদর্শনী ঘ(১) হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট ৯২৬১ টাকা পাওনা রহিয়াছে এবং তিনি ইহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উক্ত পাওনা টাকা প্রথম পক্ষের বেতন হইতে নির্দিষ্ট হারে কিস্তিতে কর্তন করিয়া রাখিতে পারিবেন।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় মামলার শুনানীর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাদের সাথে অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে আংশিক মঞ্জুর করা হইল। অত্র রায় প্রচারের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ নারায়ণগঞ্জ হুশিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকসহ অপর একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে সংগে নিয়া দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় কাজে যোগদান করিতে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল এবং উক্ত একই সময়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে আসিলে তাহাকে কাজে যোগাদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল। রায় প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ কাজে যোগাদান করিতে না গেলে অত্র রায়ের কার্যকারিতা থাকিবে না।

অত্র মামলার রায়ের অনুলিপি দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হউক।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান

তৃতীয় শ্রম আদালত, শ্রম ভবন,

৬ষ্ঠ তলা, ৪নং রাজউক এভিনিউ

ঢাকা।

উপস্থিত:—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

রায় প্রচার:—বৃহস্পিতবার, ১৩ই মে, ১৯৯৯ ইং।
মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১২৬/৯৪

১। মো: মজিবুর রহমান—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। খাদেমুল ইসলাম, মালিক
কে, ইসলাম এণ্ড কোং—প্রতিপক্ষ।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারায় দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের মালিকানাধীন কে, ইসলাম এণ্ড কোং এর কর্মচারী হিসাবে ২৩-৩-৭৮ইং তারিখ চাকরীতে যোগাদান করেন। প্রতিপক্ষ

তাহার কাজে সন্তোষ্ট হইয়া তাহার পদোন্নতিসহ বেতন বৃদ্ধি করেন। ১৯৮৮ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে প্রতিপক্ষ নিয়মিতভাবে তাহার বেতন প্রদান করেন নাই। ফলে দরখাস্তকারী ১৯৮৮ইং সন হইতে ১-৩-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট বকেয়া বেতন বাবদ ১,৩৮,৮০০ টাকা পাওনা হইয়াছে। উক্ত টাকা দরখাস্তকারীকে পরিশোধ না করায় তিনি তাহার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ৭-৩-৯৪ইং তারিখে একটি লিগ্যাল নোটিশ প্রতিপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ তাহার বাড়ী ঘর নির্মাণসহ মানষিক অসুস্থতা ও পারিবারিক অসন্তোষ এর অজুহাত দেখাইয়া দরখাস্তকারীর পাওনা মজুরী পরিশোধের ব্যাপারে গড়িমসি করিতে থাকে এবং ১৯৯৩ইং সনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন বলিয়া মৌখিকভাবে অংগীকার করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী ১৯৯৪ ইং সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার প্রাপ্য বকেয়া মজুরী পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করিলে প্রতিপক্ষ তাহার সহিত রূঢ় আচরণ করেন এবং ১লা মার্চ ১৯৯৪ইং তারিখে পুনরায় বেতন পরিশোধের আবেদন করিলেও তাহাকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। ফলে দরখাস্তকারী তাহার উক্ত বকেয়া মজুরী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায়ের নিমিত্তে অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করে যে, মামলাটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় রক্ষনীয় নহে, ইহার কোন কারন নাই এবং প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া মিথ্যা উক্তিতে মামলা দায়ের করায় ইহা খারিজ যোগ্য।

প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি দরখাস্তকারীকে কাজ করিলে পয়সা না করিলে নয় চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে দরখাস্তকারীকে তাহার বেতন বৃদ্ধিসহ পদোন্নতি প্রদানের প্রশ্নই উঠে না। প্রতিপক্ষের কে, ইসলাম এণ্ড কোং বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজ সময় সময় অডিট করিত এবং দরখাস্তকারীকে কোম্পানীর একজন সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতির পরিবর্তনের ফলে ১৯৮৬-৮৭ সন হইতে প্রতিপক্ষের কোম্পানীটি ইহার কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেয় এবং দরখাস্তকারীর চাকুরী সম্পূর্ন অস্থায়ীভাবে হওয়ার কারনে তাহার যাবতীয় পাওনা পরিশোধপূর্বক তাহাকে টারমিনেট করা হইয়াছে। ফলে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারীর আর কোন পাওনা অবশিষ্ট নাই এবং দরখাস্তকারী অত্র মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না ও ইহা খারিজযোগ্য।

দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থিত মতে অত্র মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

দরখাস্তকারী তাহার দাবী প্রমানার্থে তিনি একাই স্বাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে আরজির বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রদর্শিত দলিল প্র:-১-৫ পর্যন্ত দাখিল করিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে কোথাও বলেন নাই যে, প্রতিপক্ষের অধীনে কতটাকা বেতন চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহার সর্বশেষ বেতন কত টাকা ছিল।

জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ২৩-৩-৭৮ইং তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন মর্মে কোন দালিলিক প্রমাণ আদালতে দাখিল করেন নাই, তাহাকে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে মর্মে তাহার নিকট কোন কাগজপত্র নাই, প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে সারা বছর কাজ করার সমর্থনে কাগজ পত্র দাখিল করিয়াছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অডিটের ব্যাপারে প্রতিবৎসর জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিপক্ষ শর্ত আরোপ করিতেন কিনা তাহা তিনি জানিতেন না, ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসর হইতে সরকারী নির্দেশ প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য ও অনুমোদনহীন কার্যে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া

হইয়াছিল কিনা তাহা তিনি জানেন না, উক্তরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য ফার্মের সাথে একত্রে প্রতিপক্ষ একটি মামলা দায়ের করিয়াছিলেন কিনা যাহা হাইকোর্ট বিভাগ পর্যন্ত গিয়াছিল কিনা তাহা তিনি জানেন না, তিনি প্রদর্শনী -৪ প্রতিপক্ষের নিকট হাতে হাতে দিয়াছিলেন এবং তাহাকে ১-৩-৯৪ইং তারিখ চাকুরীচ্যুত করা হইয়াছে মর্মে কোন দালিলিক প্রমান নাই। তাহার নিকট যে সকল প্রস্তাব রাখা হইয়াছিল তাহা তিনি সত্য নহে মর্মে জানাইয়াছেন।]

প্রতিপক্ষ মো: খাদেমুল ইসলাম তাহার বক্তব্যের সমর্থনে একাই স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তিনি তাহার জবানবন্দিতে লিখিত বিবরনের বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, দরখাস্তকারীকে দিয়া তিনি স্কুল অডিটের কাজ ১৯৮৬-৮৭ সন পর্যন্ত। করাইয়াছেন, ২১-৭-৮৭ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে তাহার প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করিয়া দেন. তখন তিনি নিজেও সি. এ, পাশ ছিলেন না, দরখাস্তকারীও সি,এ পাস ছিলেন না, ফলে তিনি অডিটের কাজ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সরকারের উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাব জজ আদালতে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগেও মামলা দায়ের করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, মাহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে তাহার কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘটে, তিনি ১৯৯২ ইং সনের জুন মাসে সি, এ পাশ করেন, তিনি এগ, কে, দাস এণ্ড কোং এর অধীন ১-৯-৯২ ইং তারিখ হইতে ১৭-১০-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছিলেন. ১৮-১০-৯৪ইং তারিখ হইতে হইতে তিনি তাহার কোম্পানীর কাজ শুরু করেন ও রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হন, দরখাস্তকারীর দাখিলী প্রদর্শনী-৫ তাহার দেওয়া চিঠি নহে. তবে ইহাতে দস্তখত তাহার মর্মে তিনি স্বীকার করেন, অডিট কাজের সুবিধার্থে অনেক সময় তিনি খালি প্যাডে দস্তখত করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী তাহার নিকট কোন টাকা পাওনা নাই ও মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন যে. তাহার কোম্পানী সকল বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন দরখাস্তকারী ১৯৮৭ সন পর্যন্ত তাহার কোম্পানীতে কাজ করিলে পয়সা না করিলে নয় এর ভিত্তিতে কাজ করিতেছিলেন প্রদর্শনী-১ তাহার দেওয়া প্রত্যায়ন পত্র, দরখাস্তকারী তাহার কোম্পানীতে হেলপার ছিল, অডিটর ছিল না, প্রদর্শনী-২ এর কাজের সুবিধার্থে দরখাস্তকারীর পদবী অডিটর উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রদর্শনী-৫ এর দস্তগত ও প্যাড তাহার কিন্তু ইহা টাইপ করা বক্তব্য তাহার নহে প্রদর্শনী-১(ক) এর দস্তখত তাহার এবং ইহার বক্তব্য তাহার কিনা তাহা তাহার মনে নাই, কে, ইসলাম এণ্ড কোং ১৯৮৭ সনে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যায়। ১৯৮৭ সনে তাহার কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, প্রদর্শনী-১খ ইহার দস্তখত ও প্যাড তাহার এবং ইহার বক্তব্য তাহার নহে, তিনি দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত করার প্রশ্নই উঠে না কারণ তাহার কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং দরখাস্তকারীর কোন লিগ্যাল নোটিশ তিনি পান নাই। তিনি প্রদর্শনী-ক হইতে ঙ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের স্বাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, তাহার অডিট কোম্পানীটি ১৯৮৭ইং সনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার এই বক্তব্যের সমর্থনে ২১-১১-৮৭ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের ৭নং পৃষ্ঠায় প্রচারিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনী-ক দাখিল করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র রেজিষ্ট্রার্ড সি, এ, ফার্ম, চাটার্ড একাউন্টেন্টদের নিকট হইতে বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট করার নিমিত্ত দরখাস্ত আহবান করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ তখন সি, এ, পাশ ছিলেন না এবং তাহার ফার্মে কোন সি, এ, পাশ অডিটর ছিল মর্মে কোন প্রমান দরখাস্তকারী দাখিল করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র ১৯৯২ইং সনের জুনে অনুষ্ঠিত সি, এ, ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করিয়াছেন। প্রদর্শনী-ঘ

সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, দৈনিক ইনকিলাবের উক্ত বিজ্ঞপ্তিটির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষসহ অন্যান্য ইন্টারভিনিয়েট পার্শ ফার্মগুলি যাহারা ১৯৭৮ ইং সন হইতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট করিয়া আসিতেছিল তাহারা ২য় সাবজজ আদালতে ৬৬৩/১৯৮৭ নম্বর মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় এমনকি পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হইতে তাহাদের প্রার্থিত আদেশ পাইতে ব্যর্থ হইয়াছেন অর্থাৎ মামলায় হারিয়া গিয়াছেন। ফলে বাংলাদেশ সরকারের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনী-ক বলবৎ রহিয়াছে এবং ইহা বলবৎ থকার কারনে প্রতিপক্ষের কে, ইসলাম এণ্ড কোং এর আইনগত কোন অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ ইহা আইনানুগভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দরখাস্তকারী কত টাকা বেতনে প্রতিপক্ষের ফার্মের কাজে যোগদান করিয়াছিল এবং তাহার সর্বশেষ কত টাকা মূল বেতন ছিল তাহা তিনি তাহার মামলার আরজিতে বা লিগ্যাল নোটিশে প্রদর্শনী-৩ এর কোথাও উল্লেখ করেন নাই। লিগ্যাল নোটিশে কেবলমাত্র বাৎসরিক বেতন ৩৬০০০ টাকা, মাসিক ৩০০০ টাকা হারে দাবী করিয়া নোট ১,৩৮,৮০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা মর্মে দাবী করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী প্রদর্শনী-২ কাজের সুবিধার্থে প্রদান করিয়াছেন মর্মে প্রতিপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। প্রদর্শনী-৫ এবং প্রদর্শনী-১(খ) এর দস্তখত ও প্যাড তাহার মর্মে তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার টাইপ করা বক্তব্য তাহার নহে মর্মে দৃঢ়ভাবে দাবী করিয়াছেন। প্রদর্শনী-ক এর দস্তখত তাহার এবং ইহার বক্তব্য তাহার কিনা তৎমর্মে তিনি সন্দেহ পোষন করিয়াছেন। প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) যে টাইপ রাইটার মেশিন দিয়া টাইপ করা হইয়াছে সেই একই টাইপ রাইটার মেশিন দিয়া প্রদর্শনী-১(খ) এবং ৫ টাইপ করা হয় নাই এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রদর্শনী-১ (ক) হইতে দেখা যায় যে, ইহার ডান পার্শ্বের অনেক নীচে প্রতিপক্ষের দস্তখত এবং তাহার দস্তখতের নিচে কোন সীল নাই। আরও দেখা যায় যে, এই দস্তখতটি যে স্থানে দেওয়া হইয়াছে ইহা হইতে উপরে দিকে অনেক জায়গা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, অডিট ফার্মের সুবিধার্থে দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ অলিখিত প্যাডে তাহার দস্তখত দিয়া সরবরাহ করিয়াছিলেন যাহাতে প্রতিপক্ষ প্রদর্শনী-১(ক), ১(খ) এবং ৫ বানাইয়াছেন। প্রদর্শনী-১(ক) প্রতিপক্ষের ফার্মের কাজ চালাইয়া নেওয়ার জন্য বানাইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রদর্শনী-১ (খ) ও ৫ অত্র মামলার দায়ের করার জন্য দরখাস্তকারী নিজের স্বার্থে প্রতিপক্ষের স্বাক্ষর সম্বলিত খালি প্যাডে বানাইয়া নিয়াছেন। প্রতিপক্ষের অডিট ফার্মটি ১৯৮৭ইং সনের নভেম্বর মাসেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষ অন্য কোন ফার্মের আওতাধীন বা ফার্মের নামে অডিট কাজ পাইয়া থাকিলে তাহা দরখাস্তকারীকে দিয়া করাইয়া থাকিতে পারেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী আইনানুগভাবে বিলুপ্ত একটি ফার্মের মালিকের নিকট কোন অবস্থাতে তাহার বকেয়া বেতন দাবী করিতে পারেন না। যদি প্রতিপক্ষ এই ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়া থাকে তাহা হইলে দরখাস্তকারী ফৌজদারী আদালতের স্মরনাপন্ন হওয়া উচিত ছিল।

লিগ্যাল নোটিশ প্রদর্শনী-৩(ক) হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ১৯৮৮ইং সন হইতে তাহার বেতনের এক বিরাট অংশ প্রত্যেক বৎসরই অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিপক্ষের ফার্ম ত্যাগ করেন নাই বা অত্র মামলা ৩০-৩-৯৪ইং তারিখ দায়েরের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ রহস্য জনক এবং ইহার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আদালতে উপস্থাপন করিতে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারীর উক্ত কথিত বেতনের একটি বিরাট অংশ মামলা দায়েরের বহু পূর্বেই তামাদিতে বাধিত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বেতন পাওনা থাকার ব্যাপারে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বিলুপ্ত কোম্পানীতে চাকুরীরত চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার কোন অধিকার নাই এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত হওয়ার ৭(সাত) বৎসর পরে আসিয়া জাল কাগজ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৯৪ইং পর্যন্ত কোম্পানীটির অস্তিত্ব দেখাইয়া

অত্র মামলা দায়ের করার কারনে এবং দরখাস্তকারীর পাওনার সুনির্দিষ্ট কোন হিসাব পেশ না করায় অত্র মামলায় তিনি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় কর্তৃপক্ষকে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এই আইনে বেতন কর্তন এবং বেতন দেরীতে আদায়ের ব্যাপারে উক্ত কর্তৃপক্ষের সরনাপন্ন হওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে। কিন্তু অত্র মামলার বেতনের পরিমাণ, কত তারিখ হইতে বেতন অনাদায়ী তাহার কোন উল্লেখ নাই।দরখাস্তকারীর কথিত দাবীকৃত বেতনের পরিমাণ হইতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথমেই সিদ্ধান্তে আশা দরকার (১) দরখাস্তকারী ১৯৮৭ইং সনের পর হইতে প্রতিপক্ষের বিলুপ্ত ফার্মে কর্মরত ছিল কিনা, (২) কর্মরত থাকিলে তাহার মাসিক বেতন কত ছিল এবং (৩) কত তারিখ হইতে কি হারে পাওনা ছিল। উক্ত বিষয়গুলির উক্ত কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার বহির্ভূত। ফলে উক্ত পরিস্থিতিতে মামলাটি রক্ষনীয়ও নহে।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, অত্র মামলায় দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং মামলাটি খারিজ যোগ্য।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে খরচসহ খারিজ করা হইল। মামলার খরচ বাবদ ৫০০০(পাচহাজার) টাকা ধার্য করা হইল।

রায় প্রচারের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলার খরচ প্রতিপক্ষকে প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে মামলার খরচের টাকা দরখাস্তকারীর নিকট আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান
তৃতীয় শ্রম আদালত ঢাকা।

রায় প্রচার—বুধবার, ১৬ই জুন, ১৯৯৯ ইং।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৪০/৯৪

(১) ডঃ মুহাম্মদ মোশাররফ হুসেইন—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ
(২) পরিচালক প্রশাসন,
হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ প্রতিপক্ষগণ।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুর পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষ ০৪-০৫-৯২ ইং তারিখের চিঠির মাধ্যমে তাহাকে চুক্তি ভিত্তিক মাসিক সর্বসাকুল্যে ১৭,০০০ টাকা বেতনে মান-নিয়ন্ত্রক পদে ৩১শে জুলাই, ১৯৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করেন। দরখাস্ত কারী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে থাকাবস্থায় প্রতিপক্ষ কাল্পনিক ও মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ১৩-০২-৯৪ ইং তারিখের চিঠিতে তাহার চুক্তি বাতিলের মাধ্যমে তাহাকে টারমিনেট করেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তোষ্ট হইয়া দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে একটি অনুযোগ দরখাস্ত দিয়া তাহার চাকুরী টারমিনেট করার জন্য এবং অন্যান্য আইনানুগ প্রাপ্য অর্থিক সুবিধাদি প্রদানের অনুরোধ করেন। কিন্ত প্রতিপক্ষ তাহার অনুযোগ পত্রের কোন উত্তর দেন নাই এবং তাহার প্রাপ্য উক্ত আর্থিক সুবিধাদিও প্রদান করেন নাই। দরখাস্তকারীর একজন পেশাজীবি শ্রমিক এবং মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় প্রতিপক্ষের নিকট নোটিশ পে গ্র্যাচুইটি, ক্ষতিপূরণ, অনাদায়ী বেতন, চুক্তির মেয়াদ পূরণ না হওয়ার সময়ের বেতন, অনাদায়ী উৎসব বোনাস এবং অনাদায়ী লভ্যাংশ বাবদ সর্ব মোট ৩,১০,০০০.৫০ টাকা পাওনা আছে। দরখাস্তকারী বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ তাহার উক্ত ব্যাধ্য পাওনা আজও পরিশোধ করে নাই ফলে প্রতিপক্ষকে তাহার উক্ত পাওনা টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্তকারী অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, বর্তমান আকারেও প্রকারে মামলাটি রক্ষনীয় নহে, মামলা দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারীকে তাহারা চুক্তি ভিত্তিক কোয়ালিটি কন্ট্রোলার পদে তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের কাজের তদারকি ও পরামর্শদানের নিমিত্তে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাহার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাহার আবেদনের ভিত্তিতে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তিনি কোয়ালিটি কন্ট্রোলার এর দায়িত্ব পালন কালে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (উৎপাদন) হিসাবেও অতি রিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন এবং তাহার অধীনস্থ অফিসার ও কর্মচারীদের ছুটি মন্জুরসহ অফিসের জিনিস-পত্র খরিদ করিতেন এবং প্রতিপক্ষের সভায় উপস্থিত থাকিয়া সিদ্ধান্ত দিতেন ও সময় সময় সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বারবার সুযোগ দেওয়ার পরও তাহার কাজ সন্তোষজনক না হওয়ায় কয়েকবার তাহাকে কারন দর্শাইতে বলা হইয়াছিল এবং সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে প্রতিপক্ষ ১৩-০২-৯৪ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে দরখাস্তকারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০১-০৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে বাতিল করেন এবং চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক তাহার পাওনাদি ২০-০৪-৯৪ ইং তারিখে পরিশোধ করিয়া দেন। দরখাস্তকারীর মোট প্রাপ্য ৯২,৬০০ টাকার মধ্যে তাহার কলিকাতা সফরের অগ্রিম নেওয়া ১০,২৭৫ টাকা কর্তন করিয়া তাহাকে ৮২,৩২৫ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পাওনা বুঝিয়া নেওয়ার সময় দরখাস্তকারী কোন প্রকার ওজর আপত্তি উত্থাপন করে নাই। দরখাস্তকারী তাহার সমস্ত পাওনা বুঝিয়া নেওয়ার পরও প্রতিপক্ষকে হয়রানী করার উদ্দেশ্যে বর্তমান মামলাসহ ফৌজদারী মামলা নং ২১/১৯৯৪ দায়ের করিয়াছে তাহারদরখাস্তে উল্লেখিত পাওনার হিসাব মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত। দরখাস্তকারী শ্রমিক নহে এবং ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। ফলে প্রতিপক্ষ মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তাহার পাওনা টাকা আদায় করিয়া লওয়ার আদেশ পাইতে পারেন কিনা।

ইহা একটি মজুরী পরিশোধ মামলা হওয়ায় দরখাস্তকারী তাহার চাকুরীর অবসানজনিত কারণে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা আছেন কিনা তাহা প্রথমেই দেখা দরকার। দরখাস্তকারী তাহার আরজির ৪র্থ দাফায় ৭টি ভিবিন্ন খাতে প্রতিপক্ষের নিকট ৩,১০,০০০.৫০ টাকা পাওনা আছে মর্মে দাবী করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ দৃঢ়তার সাথে দাবী করিয়া আসিতেছেন যে দরখাস্তকারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ১-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে বাতিল কার্যকর করিয়া তাহার সমুদয় পাওনা ২০-০৪-৯৪ ইং তারিখে পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের এই দাবীর সমর্থনে তাহারা ক্যাশ ভাউচার (ডেবিট) প্রদর্শনী দাখিল করিয়াছেন দরখাস্তকারী স্বাক্ষ্য দিয়া উক্ত ভাউচারের মাধ্যমে কোন টাকা গ্রহণ করেন নাই এবং ইহাতে তাহার নামীয় দস্তখতটি তাহার নহে মর্মে দাবী করিয়াছেন। ফলে উভয় পক্ষের আবেদন এর প্রেক্ষিতে উক্ত ভাউচারে দরখাস্তকারীর বিতর্কিত দস্তখতটি হস্তরেখা বিশারদের দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। হস্তরেখা বিশারদ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ দরখাস্তকারীর নমুনা দস্তখতের সাথে বিতর্কিত দস্তখতটি পরীক্ষা করিয়া প্রতিবেদন প্রদর্শনী-১০ এবং ইহাতে তাহার দস্তখত প্রদর্শনী-১০/১ দাখিল করিয়াছেন। তাহার স্বাক্ষ্য এবং প্রতবেদন হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর বিতর্কিত দস্তখতটি করেন নাই। জেরার এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ২০-৪-৯৪ ইং তারিখের ক্যাশ ভাউচার (ডেবিট) এর বিতর্কিত দস্তখতের অংশটি তাহার নিকট প্রেরণ করার সময় ছেড়া-কাটা ছিল কিনা তাহা তাহার জানা ছিল না। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, বিতর্কিত দস্তখতের কাগজটি ছেড়া এবং দস্তখতটি ঘষা-মাজা থাকস্ব সত্ত্বে স্বীকার করিয়াছেন যে, বতর্কিত দস্তখতের কাগজটি ছেড়া এবং দস্তখতটি ঘষা-মাজাথাকা সত্ত্বেও তিনি তাহা আদালতকে জানান নাই এবং বিতর্কিত দস্তখতটি এখনও পূর্বের মতই আছে। কিন্তু অত্র আদালত হইতে সি, আই, ডি, অফিসে প্রেরণের সময় বিতর্কিত দস্তখতের অংশসহ ভাউচারটি নিহিত ছিল।

দরখাস্তকারীর বিতর্কিত দস্তখতটির সাথে সমসাময়িক সময়ের প্রচুর সংখ্যক স্বীকৃত স্বাক্ষর প্রতিপক্ষের অফিসে আছে। ফলে বিতর্কিত স্বাক্ষরটি স্বীকৃত স্বাক্ষরের সাথে অনায়াসেই খালি চোখে পরীক্ষা করা সম্ভব। তথাপি আমার পূর্ববর্তী বিজ্ঞ মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ হস্তারেখা বিশারদ দ্বারা বিতর্কিত দস্তখতটি পরীক্ষা করাইবার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে মামলাটি নিষ্পত্তিতে বৎসরাধিকাল বিলম্ব ঘটিয়াছে। স্বীকৃত মতে দস্তখতকারী একজন সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি। তাহার বাংলা দস্তখত খুবই জটিল। এই ধরনের উচ্চ শিক্ষিত লোকের একটি জটিল দস্তখত জাল করা কোন পেশাদার জালকারীর পক্ষেও সম্ভব নহে। অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন লোকের দস্তখত জাল করা খুবই সহজ। কিন্তু দরখাস্তকারীর মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির জটিল বাংলা দস্তখতটি জাল করা মোটেও সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে- অত্র আদালতে সংগৃহীত নমুনা স্বাক্ষর সমূহ এবং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক দাখিলী বিভিন্ন কাগজ পত্রে রক্ষিত দরখাস্তকারীর স্বীকৃত দস্তখত সমূহের সাথে বিতর্কিত দস্তখতটি তুলনামূলক পরীক্ষা করিলে যে কোন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, বিতর্কিত দস্তখতটি দরখাস্তকারীর। সি, আই, ডি অফিসের প্রতিবেদনের সাথে প্রেরিত দরখাস্তকারীর বিতর্কিত ল নমুনা স্বাক্ষরসমূহের ফটো হইতে অত্র মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হন যে, প্রদর্শনী-ঝ এর বিতর্কিত দস্তখতটি দরখাস্তকারীর। ফলে সি, আই, ডি এর হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ ও অত্র মামলার স্বাক্ষী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর প্রতিবেদন আদালতের নিকট গ্রহনযোগ্য নহে এবং ইহা প্রত্যাখান করা হইল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যে, উক্ত হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ যে কোন ভাবেই হউক দরখাস্তকারী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে এই অপকর্মের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী।

প্রদর্শনী-ঝ হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর চুক্তি ভিত্তিক চাকুরীর অবসান জনিত কারণে তাহার প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি চূড়ান্ত পাওনা হিসাবে তিনি ২০-০৪-৯৪ ইং তারিখ ৮২,৩২৫ টাকা প্রতিপক্ষের অফিস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার (প্রশাসন) স্বাক্ষ্য দিয়া তাহা সমর্থন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর উক্ত চূড়ান্ত পাওনা ক্যাশ

পরিশোধ করিয়াছেন মর্মে প্রতিপক্ষের স্বাক্ষী স্বাক্ষ্য দিয়া দাবী করিয়াছেন, দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ-আইনজীবি চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে কতগুলির চেকের ফটোষ্ট্যট কপি দাখিল করিয়াছেন। তবে টাকা গ্রহণকারী কিভাবে তাহার টাকা নিতে চায় তাহার উপরই নির্ভর করিবে কিভাবে তাহাকে টাকা প্রদান করা হইবে। প্রতিপক্ষ বা অন্য যে কোন কোম্পানীতে পাওনাদারকে চেক বা ক্যাশের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হইয়া থাকে দরখাস্তকারীর পাওনা টাকার হিসাব প্রদর্শনী তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তিনি মোট পাওনা হইয়াছিলেন ৯২,৬০০ টাকা। উক্ত টাকা হইতে তাহাকে কলিকাতা সফরের জন্য অগ্রিম প্রদত্ত ১০,২৭৫ টাকা কর্তন পূর্বক অবশিষ্ট ৮২,৩২৫ টাকা প্রদর্শনী-ঝ মূলে দরখাস্তকারীকে প্রদান করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী বিনা আপত্তিতে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে প্রতিপক্ষের নিকট তাহার আর কোন পাওনা অবশিষ্ট নাই।

এখন দেখা যাক দরখাস্তকারী শ্রমিক ছিলেন কিনা। প্রদর্শনী-১ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পত্র। ইহার শর্তাবলীতে দরখাস্তকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে তাহাকে প্রাথমিকভাবে ৩ মাসের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয় এবং তাহার কাজ সন্তোষ জনক হইলে তাহার চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় চুক্তি করিবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ আছে। প্রদর্শনী-২ ও ৩ দ্বারা দরখাস্তকারীর চাকুরী যথাক্রমে জুলাই, ১৯৯৩ এবং জুলাই, ৯৪ ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। প্রতিপক্ষগণ প্রদর্শনী-৪ দ্বারা দরখাস্তকারীর চাকুরী অবসান ঘটনা এবং তাহাতে বিভিন্ন সময়ে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ উল্লেখ করা হয়। প্রদর্শনী-১ এ উল্লেখিত দরখাস্তকারীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছাড়াও তিনি প্রদর্শনী-ঘ (সিরিজমূলে) তাহার অধীনে কর্মরত শ্রমিক গণের অর্জিত এবং নৈমিত্তিকছুটি মন্জুর করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, প্রদর্শনী-ঙ দরখাস্তকারী কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি গোপনীয় প্রতিবেদন যাহা তিনি জনৈক মোঃ ফরহাদ হোসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। দরখাস্তকারীর চাকুরীর শর্তাবলী এবং প্রদর্শনী-ঘ (সিরিজ) এবং ঙ হইতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে দরখাস্তকারীর দায়িত্ব তাহার অধীনস্থদের কর্তব্য ও দায়িত্ব তদারকি করা এবং তাহার শাখার ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। ফলে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ ধারা মোতাবেক তিনি কোন শ্রমিক নহেন। ফলে তিনি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় অত্র কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহার মামলাটি রক্ষনীয় নহে।

উপরোলিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মিথ্যা দাবীর ভিত্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তিনি কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে খরচসহ না মন্জুর করা হইল। মামলার খরচ বাবদ ৫,০০০ (পাচ হাজার) টাকা ধার্য করা হইল।

রায় প্রচারের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে মামলার খরচ বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। ব্যর্থতায় প্রতিপক্ষগণ আইনানুগ ভাবে দরখাস্তকারীর নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।

হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ ও পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করায় তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিমিত্ত অত্র রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ সি, আই, ডির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হউক।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রমআদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—বৃহস্পতিবার, ১লা জুলাই, ১৯৯৯ইং।

মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং ২৮৮/৯৪

(১) নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন হেলপার,

(২) নুর মোহাম্মদ, প্রাক্তন লাইন সর্দার,

(৩) মোঃ চান মিয়া, প্রাক্তন হেঃ তাঁতী—দরখাস্তকারীগণ।

বনাম

(১) মিসেস রাজিয়া বেগম,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

(২) কাজী মাহবুবুর রশিদ (সবুজ)
কারিগরী পরিচালক।

(৩) কাজী মহিবুর রব (অঞ্জন)
পরিচালক,

(৪) কাজী মাসুদুর রাগেব (সজীব)
পরিচালক,

(৫) ইউনুছ আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

সকলের ঠিকানা

মেসার্স আলীজান জুট মিলস, লিমিটেড,
ইস্পাহানী বিল্ডিং (৪র্থ তলা),
১৪/১৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা —প্রতিপক্ষগণ।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার বিধান মতে দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারীগণের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তাহারা যথাক্রমে ১৩,২১ ও ২৮ বৎসর যাবত প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ৫ নং প্রতিপক্ষ ১ নং দরখাস্তকারীকে ১৫-৬-৯৪ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ১৯-৬-৯৪ইং তারিখ হইতে, ২ নং দরখাস্তকারীকে ২৫-৮-৯৪ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২৮-৮-৯৪ইং তারিখ

হইতে এবং ৩ নং দরখাস্তকারীকে ২৯-৩-৯৪ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২-৪-৯৪ইং তারিখ হইতে কোন কারণ ব্যাতিরেকে চাকুরী হইতে ছাঁটাই করেন। ছাঁটাইজনিত কারণে দরখাস্তকারীগণ তাহাদের নোটিশ পে, ক্ষতিপূরণ/গ্র্যাচুইটি, বকেয়া মাসিক মজুরী, বকেয়া বোনাস ভোগকত অর্জিত ছুটি বাবদ ও অন্যান্য খাতে যথাক্রমে ৬৪,৭২১.০০ টাকা ১৫১.৫৩৯.০০ টাকা এবং ১,৬১,৩৬৩.০০ টাকা প্রতিপক্ষগণের নিকট পাওনা হইয়াছেন। তাহাদিগকে উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে বহুবার অনুরোধ করা সত্বেও পরিশোধ না করায় তাহার যথাক্রমে ১৩-৭-৯৪ইং ৫-৯-৯৪ইং ও ৩১-৮-৯৪ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড একযোগে পত্র প্রেরণ করেন তথাপি প্রতি পক্ষগণ বে-আইনীভাবে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীগণের পাওনা পরিশোধ করেন নাই। ফলে তাহারা অত্র মামলা দায়ের করিয়া তাহাদের ন্যায্য পাওনা তাহাদিগকে পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রধান করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষগণ মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করিতে অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্তকারীগণের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন, যে, মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল ভুয়া ও কাল্পনিক ঘটনার উপর তিত্তি করিয়া মামলা দায়ের করায় ইহা খারিজযোগ্য এবং মামলাটি জমাদিতে ব্যায়িত।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, বিগত বৎসরগুলিতে বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা কমিয়া ব্যাপক হারে মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু অপরদিকে উল্লেখিত মজুরীসহ সব কিছুর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চলতি মূলধনের অভাবে প্রতি পক্ষগণের মিলের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ব্যাংক হইতে চলতি মূলধন উৎপাদনের ক্ষমতা শেষ হইয়া যায়। প্রতিপক্ষগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও চলতি মূলধনের অভাবে মিল চালাইতে না পারার কারণে ১৪-১০-৯২ তারিখে মিলটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। পরবর্তীতে ছোট আকারে ও লাভজনক ভাবে মিলটি পরিচালনার নিমিত্তে ব্যাংকের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবস্থা করা হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ২৫-৮-৯৩ইং তারিখে প্রতিপক্ষ এবং সিবিএ এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক মিলটি বন্ধ থাকাকালীন সময় ১৪-১০-৯২ইং তারিখ হইতে "কাজ নয় মজুরী নয়" হিসাবে গণ্য করিয়া মিলটি চালুর বন্দোবস্ত করিলে দরখাস্তকারীগণ পৃথক পৃথকভাবে অংগীকার নামায় স্বাক্ষর করিয়া তাহা মানিয়া নেন। উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনাদি মিলের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া পর্যায়ক্রমে কিস্তিতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীগণের আইনানগ পাওনা পরিশোধ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু মিলের আর্থিক দুরাবস্থার কারণে দরখাস্তকারীগণের পাওনাদি যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই। মিলের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি হইলে প্রতিপক্ষগণ তাদের পাওনাদি অগ্রাদিকার এর ভিত্তিতে পরিশোধ করিয়া দিবেন। ১ নং দরখাস্তকারী নুরুল ইসলাম ছাঁটাইজনিত কারণে ৮৯৫৫.৯৪ টাকা ২ নং দরখাস্তকারী নুর মোহাম্মদ ৩২,৯০৪.০৯ টাকা এবং ৩ নং দরখাস্তকারী চাঁন মিয়া ৪১,৭৬৬.৬৪ টাকা বিভিন্ন খাতে প্রতিপক্ষগণের নিকট পাওনা আছে। ফলে দরখাস্তকারীগণের অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহাদের মামলা খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারীগণ তাহাদের প্রার্থীত মতে প্রতিপক্ষগণের নিকট পাওনা টাকা আদায় করিয়া লওয়ার আদেশ পাইতে পারে কিনা।

বিগত ৫-৫-৯৯ইং তারিখ মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষগণ বিনা তদবিরে পর হাজির ছিলেন। কিন্তু তাহরা ২৮-২-৯৯ইং তারিখে একটি দরখাস্ত দিয়া অত্র আদালতের মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৯৩/৯৪তে প্রচারিত রায় হইতে উদ্ভুত শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল এর মজুরী পরিশোধ আপীল নং ৪/৯৬তে প্রচারিত রায়ের

আলোকে অত্র মামলার রায় প্রচারের প্রার্থনা করিয়াছেন। এই দরখাস্ত বর্ণিত বক্তব্যের দরখাস্তকারীগণের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি নাই মর্মে জানানো হইলে অদ্য রায় প্রচারের জন্য ধার্য করা হয়।

উক্ত শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের রায়ের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ ১২ জন শ্রমিকের পাওনা টাকায় ভিন্ন ভিন্ন হিসাব দাখিল করিয়াছেন এবং তাহা ১২ জন দরখাস্তকারী গ্রহণ করিয়াছেন। অত্র আদালতে মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৯৩/৯৪ এর ১২ জন দরখাস্তকারীকে যে নিয়ম এবং হিসাবের ভিত্তিতে ছাঁটাইজনিত কারণে আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হইয়াছে সেই একই নিয়ম ও হিসাবের ভিত্তিতে অত্র মামলার ৩ জন দরখাস্তকারীকেও ছাঁটাইজনিত কারণে আর্থিক সুবিধাদি পাওয়ার হকদার।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল।

প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৯৩/৯৪ এর ১২ জন দরখাস্তকারী কে যে নিয়ম ও হিসাব মোতাবেক তাহাদের ছাঁটাইজনিত কারণে আর্থিক সুবিদাধি প্রদান করা হইয়াছে সেই একই নিয়ম ও হিসাব মোতাবেক অত্র মামলার ৩ জন দরখাস্তকারীকে ছাঁটাইজনিত কারণে তাহাদের প্রাপ্য অর্থিক সুবিধাদি অথবা তাহাদের দাবী মোতাবেক যথাক্রমে ৬৪,৭২১.০০ টাকা, ১,৫৩,৫৩৯.০০ টাকা এবং ১,৬১,৩৬৩.০০ টাকা অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রদান করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র রায়ের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে ১ নং প্রতিপক্ষের বাসস্থানের ঠিকানায় প্রেরণকরা হউক।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়
তৃতীয় শ্রম আদালত, শ্রম ভবন,
৬ষ্ঠ তলা, ৪নং রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা।

উপস্থিত—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—রবিবার, ২রা মে, ১৯৯৯ইং।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪০৯/৯৪

মোছাঃ মমতাজ বেগম গং—দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন—প্রতিপক্ষ।

রায়,

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অধুনা মৃত দরখাস্তকারী আফছার উদ্দিন মল্লিক ১-৫-৫৬ইং তারিখ লস্কর হিসাবে প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করিয়া ৩১-১২-৯৩ইং তারিখে ৩২ বৎসরের অধিক প্রতিপক্ষের সন্তুষ্টির সাথে চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ২,৫৮০ টাকা। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তাহার ন্যায্য পাওনা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায় করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে তাহাকে হয়রানী করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষ তাহাকে জানায় যে, খাদ্য শষ্য কম সরবরাহ করার জন্য তাহার পাওনা টাকা হইতে ১,৩৮,৪৩৮.২৭ টাকা এবং অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করার জন্য ৫৫,৮৪৩.৭১ টাকা ও অতিরিক্ত ভাতাদি গ্রহণের জন্য ১৯৯৩.৪৬ টাকা কর্তন করিয়াছেন। দরখাস্তকারী অবসর গ্রহণের পর তাহার মূল বেতন ২,৫৮০ টাকা হইতে বে-আইনীভাবে কমাইয়া ২,২০০০ টাকা করিয়া তাহার পাওনাদি হিসাব করা হইয়াছে। ফলে তাহার আইনানুগ পাওনা হইতে অনেক কম তাহাকে পরিশোধ করা হইয়াছে।

খাদ্য শষ্য কম সরবরাহ করায় অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহার নামে নোটিশ ইস্যু করা হইলে তিনি এইগুলির লিখিত জবাব দিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নির্দোষ প্রমানের সুযোগ না দিয়া এবং তাহার অবসর গ্রহণের সময় কোন বিভাগীয় মামলা রুজু না করিয়া খাদ্য শষ্য কম সরবরাহ করার কারণে তাহার ন্যায্য পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে প্রতিপক্ষ তাহাকে হয়রানী করিতেছে। দরখাস্তকারী কোন উপায় না দেখিয়া ৬-১১-৯৪ইং তারিখে প্রতিপক্ষের বরাবরে একটি লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। দরখাস্তকারী তাহার গ্রাচ্যুইটি বাবদ, কোন কতন ব্যতীত, প্রতিপক্ষের নিকট ১,৫৬,১২০.০০ টাকা পাওনা হইয়াছে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহা আদায় করেন নাই ফলে ক্ষতিপুরণসহ দরখাস্তকারীকে তাহার পাওনা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করার প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি অচল, কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই এবং দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষের কার্যালয়ের বিধি মোতাবেক ১৫,০০০ টাকার কম মূল্যের ঘাটতি হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে এবং উর্দ্ধে হইলে তদন্তক্রমে ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে তাহার হিস্যা মোতাবেক ঘাটতির টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। দরখাস্তকারী তাহার চাকুরীকালে ১৯টি পরিবহন জনিত ঘাটতির সাথে জড়িত ছিল। এই ঘাটতিগুলির জন্য দরখাস্তকারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হইলে তিনি জবাব দাখিল করেন। তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। তদন্তক্রমে বিভাগীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীসহ সংশ্লিষ্ট নাবিকগণ উক্ত ঘাটতির সাথে জড়িত থাকায় দরখাস্তকারীর আনুপাতিক হিস্যা হিসাবে তাহার নিকট প্রতিপক্ষের দাবীর পরিমাণ মোট ১,৩৮,৪৩৮.২৭ টাকা। দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য নাবিকগণ উক্ত ঘাটতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিপক্ষের বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে ডেবিট নোট ইস্যু করা হয় এবং মাসিক কিস্তি অনুযায়ী ঘাটতির টাকা কর্পোরেশনের তহবিলে জমা দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী তাহার হিস্যার টাকা কর্পোরেশনের তহবিলে জমা না দেওয়ায় তাহার অবসরকালীন পাওনা হইতে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে টালী শুকানী হিসাবে কর্মরত

থাকায় মালামাল গ্রহণ করিয়া সঠিকভাবে তাহা প্রাপকের নিকট বুঝাইয়া দেওয়া তাহার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তিনি সঠিকভাবে তাহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত ঘাটতির টাকা প্রতিপক্ষের উপর বর্তায় এবং ঘাটতির দরুন মালামাল এর ভাড়ার টাকা প্রতিপক্ষ বিভিন্ন সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিতে পারে নাই। উক্ত ডেবিট নোট গুলি দরখাস্তকারী চাকুরী থাকাবস্থায় ইস্যু করা হইয়াছে দরখাস্তকারীর নিকট উক্ত টাকাসহ বেতন বাবদ অতিরিক্ত গৃহীত ৫৫,৮৪৩.৭১ টাকা এবং বিবিধ খাতে ১৯৯৩.৪৬ টাকা কর্তন করিয়া রাখায় দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট আর কোন পাওনা নাই। ফলে তাহার মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থীত মতে তাহার পাওনা টাকা আদায়ের আদেশ পাইতে পারে কিনা?

স্বীকৃত মতে বর্তমান মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ১৯-৩-৯৮ইং তারিখ দরখাস্তকারী পরলোক গমন করিয়াছেন। ফলে তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কণ্যাসহ মোট ৬ জন তাহার স্থলাভিষিক্ত দরখাস্তকারী হইয়াছে।

অধুনা মৃত আফছার উদ্দিন মল্লিকের স্বাক্ষ্য ১২-১১-৯৬ইং তারিখ গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি তাহার স্বাক্ষ্যে প্রতিপক্ষের নিকট বিভিন্ন খাতে তাহার মোট পাওনা টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

জেরাকালে তিনি তাহার বেতন ২,৫৮০ টাকা হইতে কমাইয়া ২,২০০ টাকায় নির্ধারণ করার বিষয় অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯টি ঘাটতির মধ্যে ১৫(পনের)টি ঘটতির হিসাব তিনি অবসর গ্রহণের পর তাহার সার্ভিস বহির ৪০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তিনি তাহার ভবিষ্যৎ তহবিল হইতে ১৯৯৩: ৪৬ টাকা ঋণ গ্রহনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইনভয়েস নং ২২/৩৬, ২৭/২, ৮২/১, ১৩, ৫৪৮, ৮১/৯৯৯৭৮৭, সি, এল, এম/১৫১/২৪৯৯৪, ৫২/১০৯৭০২, ১৩৩ তাং ২০-৮-৮৩, সিটিজি/এফসি/৭, ১৪৩/৮২, সিটিজি/এফসি/১৩৩, ১৫৫/৯৯, সি, এল, এম(২৮১) ১১১৮৬৭, সিএর্ল এম-২৮৪/১১১৮৭০, চালনা/ ১২, তাং ৩০-১১-৮৭, এবং ৬/৯৭ তাং ২০-১-৮৮ এর ঘাটতির জবাব দিয়াছেন। তিনি জেরাকালে আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত ইনভয়েজগুলির জবাবের বক্তব্য একই বিধায় তিনি তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়া জবানবন্ধি দেন নাই। তাহার নিকট অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব রাখা হয় তাহা তিনি সত্য নহে বলিয়া জানান।

প্রতিপক্ষের পক্ষে মোঃ নাছির উদ্দিন ভুইয়া জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্য সমর্থন করিয়া জবানবন্দি দিয়াছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ১৯টি ঘাটতির অভিযোগ ছিল, ইনভয়েস নং ৮২সহ ১৯টি ঘাটতির বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদন্তকালে দরখাস্তকারী উপস্থিত ছিল এবং স্বাক্ষীকে জেরা করে নাই এবং তদন্ত প্রতিবেদন তাহার দাখিলী নথিতে রক্ষিত আছে। তিনি আরও বলেন যে, তদন্তকালে দরখাস্তকারীকে প্রশ্ন করা হইয়াছে ও তিনি জবাব দিয়াছেন, ১৯টি মামলার মধ্যে ৪টির কার্য্য বিবরণী দাখিলী নথিতে আছে এবং অবশিষ্ট গুলির কার্যবিবরণী নথিতে নাই এবং এই ১৫টিতে দরখাস্তকারী দাখিলী জবাবকে কার্য্য বিবরণী হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীকে তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই মর্মে প্রস্তাব রাখা হইলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন।

উভয় পক্ষের সাক্ষ্যগণের সাক্ষ্য দাখিলী কাগজ পত্র হইতে দেখা যায় যে, ১৩টি ঘাটতি মামলার দরখাস্তকারীকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই ১৩টি

ঘাটতি মামলায় মোট টাকার পরিমাণ ১,০৮,৬০১.৬৩ টাকা। অপর ৬টি ঘাটতি মামলায় টাকার পরিমাণ ১৫,০০০.০০ টাকা করিয়া হওয়ায় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করিয়াছেন যে, দরখাস্তকারীর নিকট হইতে ৫,৬০০ টাকা দুইবার কর্তণ করা হইয়াছে এবং একটি কর্তণের টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ পাইবে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর তাহার বক্তব্যে স্বীকার করেন যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট সকল কর্তণের পর ৩৫,৪৩৬·৬৪ টাকা পাওনা রহিয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ইহা পরিশোধ করিতে সম্মত আছে।

অপরদিকে দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীও উক্ত পাওনা টাকার ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষন করেন নাই বা কোন হিসাবও দাখিল করেন নাই। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট ৩৫,৪৩৬·৬৪ টাকা পাওনা আছে মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া হইল এবং এই টাকা প্রতিপক্ষ অধুনা মৃত দরখাস্তকারীর ওয়ারিশগণকে অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণকে পরিশোধ করিতে বাধ্য।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল।

রায় প্রচারের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীগণকে ৩৫,৪৩৬·৬৪ (পয়ত্রিশ হাজার চারশত ছত্রিশ টাকা চৌষট্টি) টাকা পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল। উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রতিপক্ষ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে ইহার উপর ১০% হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ পাওনা টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

তৃতীয় শ্রম আদালত

৪নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,

৬ তলা, ঢাকা।

উপস্থিত—মোহাম্মদ আমানউল্লাহ,
চেয়ারম্যান
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—বৃহস্পতিবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ইং

আই, আর, ও মামলা নং ১/৯৬ইং।

১। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দাস—প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। স্বত্বাধিকারী, দি আলী বাবা সুইটস, উত্তরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ১৮-৮-৯০ ইং তারিখ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহার পদবী মিষ্টি-কারিগর এবং সর্বসাকুল্যে মাসিক মজুরী ছিল ২১০০ টাকা। তাহার চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ। প্রথম পক্ষ চাকুরীর শুরুতেই ঢাকা মহানগর হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের স্বার্থে সংরক্ষনার্থে তাহাদিগকে সংগঠিত করেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক স্বার্থে বিরোধী তৎপরতার মৌখিক প্রতিবাদ করেন এবং শ্রমিকদের জন্য হাজিরা খাতা বেতন বই গাইড বই সাপ্তাহিক ছুটি ও অসুস্থতার ছুটি দাবী করেন। তাহার মৌখিক আবেদনে দ্বিতীয় পক্ষ কর্ণপাত না করায় তিনি বিষয়টি ঢাকা মহানগর হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নকে অবহিত করেন। ঢাকা মহানগর হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ১৪-৮-৯৫ইং তারিখে উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রথম পক্ষ ইউনিয়ন ২৪-৮-৯৫ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে একটি ৪(চার) দফা দাবীনামা পেশ করেন। উক্ত দাবী নামার প্রেক্ষিতে যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের দপ্তর ৩০-৯-৯৫ ইং তারিখে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ডাকা হয়। উক্ত বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় প্রথম পক্ষ ইউনিয়ন হ্যাঁ/না ভোটে ধর্মঘটের পক্ষে ১০০% মতামত গ্রহণ করিয়া ১৯-১১-৯৫ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষকে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ধর্মঘটের নোটিশ প্রাপ্তির পর শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মৌখিকভাবে মানিয়া নিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া কাজে যোগদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কোন চুক্তি সম্পাদন না করিয়া ১৬-১২-৯৫ইং তারিখে সাদা কাগজে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। শ্রমিকরা ইহার প্রতিবাদ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ গুণ্ডা বাহিনীর মাধ্যমে জীবন নাশের হুমকি দিয়া সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিতে শ্রমিকদের বাধ্য করেন। প্রথম পক্ষকে অন্যায় ও বে-আইনীভাবে ১৭-১২-৯৫ ইং তারিখ হইতে কাজ করা হইতে বিরত রাখার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে কাজ মজুরী প্রদান করেন নাই। ফলে ২৩-১২-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্টি ডাকমারফত চিঠি দিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বকেয়া মজুরী প্রদানসহ কাজে যোগদানের আবেদন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহার এই আবেদন বিবেচনা করেন নাই। ফলে অত্র মামলা।

দ্বিতীয় পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করে যে, মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না, ঘটনা প্রবাহ ও আইনের দৃষ্টিতে অচল, তামাদিতে বারিত, মামলার কোন হেতু নাই এবং কাল্পনিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া মামলা দায়ের করায় ইহা খারিজযোগ্য।

দ্বিতীয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের মিষ্টির দোকানে বিগত ২৪-৯-৯৪ হইতে ১৬-১২-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নো-ওয়ার্ক, নো-পে এর ভিত্তিতে হেল্পার হিসাবে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করিয়াছিল। দৈনিক মজুরী হিসাবে মাসে তাহার মজুরী ৯০০ টাকা হইতে ১২০০ টাকার মধ্যে উঠানামা করিত। বিগত ১৬-১২-৯৫ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার কোন মজুরী বাকী নাই। প্রথম পক্ষ কোন সংগঠনের সদস্য কিনা বা কোন ট্রেড ইউনিয়ন করে কিনা তাহা দ্বিতীয় পক্ষের জানা নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে ৪ দফা দাবীনামা পেশ করার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। দ্বিতীয় পক্ষ কোন দাবী নামা পায় নাই বা ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসে নাই। দ্বিতীয় পক্ষকে মানসিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য প্রথম পক্ষ মিথ্যা উক্তিতে এই মামলা দায়ের করিয়াছে। ফলে খরচসহ মামলা খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

অত্র মামলার প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থিত মতে কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

প্রথম পক্ষ একাই তাহার দাবীর সমর্থন করিয়া জবানবন্দি দিয়াছেন এবং প্রদর্শনী-১ হইতে প্রদর্শনী-৮ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। জেরাকালে তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের মিষ্টির দোকানে কোন ইউনিয়ন ছিল না, শ্রমিক স্বার্থরক্ষার্থে তিনি কি করিয়াছিলেন তৎমর্মে তাহার কোন কাগজ নাই, দ্বিতীয় পক্ষ তাহার নিকট হইতে জোর পূর্বক সাদা কাগজে দস্তখত নেওয়ার ব্যাপারে তিনি থানায় কোন মামলা করেন নাই, বেলা-১২ টার সময় দ্বিতীয় পক্ষের মিষ্টির দোকানে জোর পূর্বক সাদা কাগজে দস্তখত নেওয়ার সময় মিলন, মনির ও কাদির উপস্থিত ছিল, মিলন বর্তমানে সেখানে কাজ করে না এবং অপর দুইজন সেখানে কাজ করেন কিনা তিনি জানেন না এবং জোরপূর্বক সাদা কাগজে দস্তখত নেওয়ার পর তাহাকে দোকান হইতে বাহির করিয়া দেয় ও কাজ করিতে দেয় নাই এবং ১৭-১২-৯৫ ইং তারিখের পর হইতে প্রত্যেক দিন তিনি দোকানে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সহকারী কারিগর ছিলেন এবং মিলন, মনির ও কাদিরকে দিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করাইবেন।

দ্বিতীয় পক্ষের মোঃ আবদুর রব হলফানান্তে জবানবন্দি দিয়া তাহার লিখিত জবাবের বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন দলিলাদি প্রদর্শন করেন নাই। জেরাকালে তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন মালিক, লিখিত জবাবে তিনি দস্তখত করিয়াছেন, প্রথম পক্ষের কাজে যোগদানের তারিখ ও কত তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন তাহা তাহার মনে নাই, প্রথম পক্ষ দৈনিক অনুমান ৪০ টাকা মজুরী পাইত এবং তাহাকে মজুরী প্রদান করিয়া কোন দস্তখত রাখিতেন না।

প্রথম পক্ষের আরজির ৩য় দফায় গুণ্ডাবাহিনীর সহায়তায় দ্বিতীয় পক্ষ হুমকি দিয়া সাদা কাগজে শ্রমিকের দস্তখত করা হইয়াছিল মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পক্ষ জেরাকালে স্বীকার করিয়াছে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কেবলমাত্র তাহার নিকট হইতেই সাদা কাগজে দস্তখত নিয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষ কোন সাদা কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রথম পক্ষের কথিত মতে জোরপূর্বক দস্তখত নেওয়ার সময় শ্রমিক মিলন, মনির ও কাদির উপস্থিত ছিল। জেরাকালে তিনি বলিয়াছেন যে, তাহাদের দিয়া তিনি কোন স্বাক্ষ্য প্রদান করাইবেন। কিন্তু তাহাদিগকে দিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করান নাই বা স্বাক্ষ্য প্রদান করাইবার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। উক্ত তিনজন দ্বারা স্বাক্ষ্য প্রদান ব্যতীত প্রথম পক্ষের উক্ত দাবী কোন অবস্থাতেই গ্রহণ যোগ্য বা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। প্রথম পক্ষ তাহার আরজির ২য় দফায় উপ-প্রদান পরিদর্শক এর দপ্তরে ২৪-৮-৯৫ ইং তারিখে একটি সালিশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎমর্মে উক্ত দপ্তরের একটি চিঠির অনুলিপিও দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কিত কোন কাগজ আদালতে দাখিল করেন নাই। প্রথম পক্ষ উক্ত দাবীর প্রমানার্থে কলকারখানা পরিদর্শক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপ-প্রধান পরিদর্শক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে দিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ ১৮-৮-৯০ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে মিষ্টি-কারিগর হিসাবে মাসিক ২১০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী করিত মর্মে তাহার আরজির প্রথম দফায় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের লিখিত জবাবে তাহাকে দৈনিক বেতনের ভিত্তিতে ২৪-৮-৯৪ইং তারিখে সহকারী মিষ্টি-কারিগর হিসাবে কাজে নিয়োগ করেন। প্রথম পক্ষ তাহার স্বাক্ষ্যে সহকারী মিষ্টি-কারিগর হিসাবে কাজ করার কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাজে যোগদানের তারিখ সম্পর্কিত কোন প্রমানাদি উপস্থাপন করেন নাই। এমনকি মৌখিক স্বাক্ষ্য দিয়া তাহা প্রমানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। তাহার বেতন সম্পর্কিত দাবী প্রমাণের সমর্থনেও কোন মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদান করেন নাই।

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক চাকুরীচ্যুত কোন শ্রমিক এই ধারার অধীনে আবেদন করার অধিকারী নন। স্বীকৃত মতে ১৭-১২-৯৫ ইং তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত নহেন। ফলে তাহার মামলাটি উক্ত ধারার অধীনে রক্ষনীয় নহে। তদুপরি প্রথম পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা ছিলেন মর্মে কোন প্রমান নাই।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার পক্ষ আনিত অভিযোগ প্রমান করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে তিনি কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অত্র মামলার শুনানীর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন এবং যুক্তিতর্ক শ্রবনের পর তাহাদের উভয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত :—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ

রায় প্রচার :—রবিবার, ৮ই আগষ্ট ১৯৯৯ইং

মজুরী পরিশোধ মামলা নং—১০৮/৯৬

(১) মো: মীর হোসেন—দরখাস্তকারী।

বনাম

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ক্রান্তি এসোসিয়েটস লিঃ—প্রতিপক্ষ।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে তিনি ১-০৪-৯১ইং তারিখে মৌখিক ভাবে ড্রাইভার পদে নিয়োজিত হইয়া প্রতিপক্ষের অধীনে কর্মরত থাকাবস্থায় ১৪-১২-৯৪ ইং তারিখে লিখিত নিয়োগ পত্র লাভ করেন। প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিতে থাকাবস্থায় অকস্মাৎ তাহাকে বিনা কারণে ২৮-১২-৯৫ইং তারিখের স্মারক নং এইচও (প্রশা)/১(৩)/ডি/৯৫-৯৬/২৯৭(৩) মূলে টারমিনেটেড করিয়া ০১-০১-৯৬ ইং তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হওয়ার আদেশ দেন। ফলে দরখাস্তকারী চাকুরীতে তাহাকে পুনঃ নিয়োগের আদেশ প্রদানের মামলা না করিয়া নোটিশ পিরিয়ডের বেতন ক্ষতিপূরণ এবং গ্র্যাচুইটি বাবদ সর্বমোট ৪৪,৮০০/. টাকা টারমিনেশন বেনিফিট দাবী করিয়া আদায় করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারী ২৩-৩-৯৬ ইং তারিখের তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বরাবরে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করেন। তথাপি প্রতিপক্ষ তাহার উক্ত আর্থিক সুবিধাদি প্রদান না করায় তাহাকে উক্ত টাকা পরিশোধ করার আদেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি রক্ষনীয় নহে, তামাদিতে বারিত এবং প্রতিপক্ষকে হয়রানী করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারী ০১-০৬-৯৪ ইং তারিখ হইতে তাহার অধীনে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাহার মজুরীর সাথে সাথে আদায় করা হইয়াছে। তারপর ১৪-১২-৯৪ ইং তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে ০১-০৭-৯৪ইং তারিখে তাহাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারী দুর্নীতি পরায়ন ছিল এবং বেপরোয়া গাড়ী চালাইতে অভ্যস্থ ছিল। ইহার ফলে একটি দুর্ঘটনা ঘটাইলে কোম্পানীর অনেক আর্থিক ক্ষতি হয় এবং তাহাকে সর্তক করিয়া দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী প্রায়ই মিথ্যা ভাউচার দিয়া গাড়ীর আলানী খরিদ ও মেরামতের কাজ দেখাইয়া অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করিত এবং অন্যান্য ষ্টাফদের সাথে খারাপ ব্যবহার করিত। প্রতিপক্ষের কোম্পানীটি একটি কনসালটিং ফার্ম যাহা গরীব জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করিতেছে। ফলে ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন এবং ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় পড়ে না। দরখাস্তকারীকে তাহার নিয়োগ পত্রের ৫নং দফায় বর্ণিত শর্ত মোতাবেক টারমিনেট করা হইয়াছে। তাহাকে টারমিনেট করার পূর্বে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়া ছিল এবং উক্ত টাকায় অবশিষ্টাংশ তাহাকে দেয় আর্থিক সুবিধাদি হইতে কর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে। অথাৎ দরখাস্তকারীকে তাহার সমুদয় পাওনা বুঝিইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং তাহার চুড়ান্ত পাওনা বুঝিয়া পাইয়া একাউন্ট সীটে দরখাস্ত করিয়াছেন। ফলে প্রতিপক্ষ মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার আদেশ পাইতে পানের কিনা।

দরখাস্তকারী তাহার আরজির প্রথম দফায় ১-৪-৯১ ইং তারিখ হইতে মৌখিক নিয়োগ লাভ করিয়া প্রতিপক্ষের অধীনে ডিসেম্বর/৯৫ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছে মর্মে দাবী করিয়াছেন। তিনি আরও দাবী করিয়াছেন যে, তাহাকে ১৪-১২-৯৪ ইং তারিখে একটি লিখিত নিয়োগ পত্র দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তাহাদের লিখিত জবাবে দাবী করিয়াছেন যে, ১-৬-৯৪ইং তারিখ হইতে দরখাস্তকারীকে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং পরবর্তীতে তাহাকে ১-৭-৯৪ ইং তারিখ হইতে মাসিক মজুরীর ভিত্তিতে ১৪-১২-৯৪ ইং তারিখের চিঠির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছিল দরখাস্তকারী তাহার দাবী মোতাবেক তাহাকে মৌখিক ভাবে নিয়োগের সমর্থনে কোন

পালিলিক বা মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রমান উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহার আবেদনের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে বেতন আদায়ের রেজিষ্ট্রার তলব করা হয় এবং প্রতি পক্ষ ইহা দাখিল করেন,। উক্ত রেজিষ্ট্রার হইতে দেখা যায় যে, ১৯৯২ সনের মে মাসে তাহার মূল বেতন ২২৪০/. টাকা এবং ভাতাদি সহ তাহার বেতন ছিল ৩,২০০/. টাকা এবং সেপ্টেম্বর/৯২ পর্যন্ত মাসের বেতনের বিপরীতে তাহার কোন স্বাক্ষর নাই এবং অক্টোবর/৯২ মাস হইতে প্রত্যেক মাসের বেতনের বিপরীতে তাহার স্বাক্ষর আছে এবং জানুয়ারী/৯৩ মাসের তিনি সর্বসাকুল্যে সর্বোচ্চ ৩,৫৭৫/. টাকা মজুরী পাইয়াছেন। ফলে সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, দরখাস্তকারীকে মে/৯২ মাস হইতে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠান মাসিক ২২৪০= টাকা মূল বেতনে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং তিনি ডিসেম্বর ৯৫ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়াছিলেন। অথাৎ দরখাস্তকারী প্রতি পক্ষের প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৩ বৎসর ৮ মাস স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের ২৮-১২-৯৫ ইং তারিখের অফিস আদেশ প্রদর্শনী-২ হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীকে Stards dismissed উল্লেখ্য ৩০-১২-৯৫ ইং তারিখ হইতে চাকুরী হইতে ডিসমিস করিয়াছেন। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মতে এই ভাবে কোন শ্রমিককে ডিসমিস করার কোন অধিকার প্রতিপক্ষের নাই দরখাস্তকারীর বিরুদেধ কোন অভিযোগ উথাপন করা হয় নাই, বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় নাই এবং কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। অর্থাৎ উক্ত আইনের বিধান উলংঘভাবে লংঘন পূবক প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করিয়াছেন। যাহা সম্পূর্ণ রূপে অবৈধ। অপরদিকে দরখাস্তকারী উক্ত ডিসমিসাল আদেশটি টার-মিনেশন হিসোবে উল্লেখ করিয়া তাহার টারমিনেশন বেনিফিট আদায়ের নিমিত্তে বর্তমান মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তিনি চাকুরীতে পুনবহাল হওয়ার জন্য অন্য কোন মামলা করেন নাই। এমতাবস্থায় প্রদর্শনী-২কে টারমিনেশন নোটিশ হিসাবে গণ্য করা হইল। ফলে দরখাস্তকারী ৩ বৎসর ৮মাস চাকুরীর করার দরুন তাহার মূল বেতনের ৪ মাসের সমপরিমাণ নোটিশ পে এবং আরও ৪ মাসের সমপরিমান ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। অথাৎ দরখাস্তকারীকে ৩০-১২-৯৫ইং তারিখে টারমিনেট করার দরুন তিনি প্রতি পক্ষের নিকট হইতে টারমিনেশন জনিত কারণে আর্থিক সুবিধাদি বাবদ সর্বমোট ১৭,৯২০ টাকা পাওনা হইয়াছেন। ডিসেম্বর/৯৫ মাসের বেতন পাওনা হইতে দরখাস্তকারীকে দেওয়া অগ্রিম টাকা কতন করিয়া রাখিয়া তাহার চুড়ান্ত পাওনা হিসাবে প্রদর্শনী-ঘ মূলে ১৭০১..টাকা প্রতিপক্ষ তাহাকে পরিশোধ করিয়াছেন। ফলে প্রতিপক্ষ তাহার নিকট আর কোন পাওনা নাই এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট উক্ত ১৭,৯২০/ টাকা পাওনা হইয়াছে যাহা প্রতিপক্ষ তাহাকে পরিশোধ করিতে আইনগত বাধ্য।

উপরোল্লিখিত পযালোচনা হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীকে ৩০-১২-৯৫ইং তারিখে টারমিনেট করার ফলে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট ১৭,৯২০ টাকা পাওনা হইয়াছেন। দরখাস্তকারীর দাবী মোতাবেক তাহার মূল বেতন ৩,২০০ টাকা বা তিনি সর্বমোট ৪৪,৮০০/- টাকা পওনা হইয়াছেন মর্মে প্রমান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল এবং অত্র রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীকে ১৭,৯২০/- টাকা সতের হাজার নয় শত বিশ টাকা পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নিদেশ দেওয়া হইল।

উক্ত সময় সীমার মধ্যে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে পরিশোধির দিন পযন্ত ২৫% টাকা হারে ক্ষতিপূরণ সহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।]

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠতলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত— মোহাম্মদ আমান উল্যাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার— রবিবার, ১১ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫৭/১৯৯৭

(১) মোছাঃ আজিজুন নেছা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
নিশাত জুট মিলস লিঃ,

(২) মহাব্যবস্থাপক,
নিশাত জুট মিলস লিঃ, নিশাতনগর, টংগী, গাজীপুর।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মজুরী পরিশোধ মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারীনীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ১৯৭৬ সন হইতে প্রতিপক্ষের মিলে হাত সেলাই কারিনী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি উৎপাদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি সপ্তাহে ৩০০-৩৫০-টাকা পর্যন্ত বেতন পাইতেন। ১৯৯০ সনে দরখাস্তকারনী চাকুরীতে স্থায়ী হওয়ার সিরিয়াল আসিলে তাহা সি,বি,এ নেতাদের কারসাজিতে তাহার সিরিয়াল কাটিয়া দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সি, বি, এ, নেতা সিরাজ, মজিদ ও আবু সাঈদ একটি মেয়ের ব্যাপারে দরখাস্তকারিনীর নিকট একটি কু-প্রস্তাব দেয় এবং তিনি তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে মিল হইতে বাহির করিয়া দিয়া গেট বন্ধ করিয়া দেয়। পরবর্তীতে অনেক সুপারিশের পর তাহাকে বদলী কার্ড দিয়া কাজ করিতে দেওয়া হয়। এমনকি উক্ত নেতারা তাহার কাগজ পত্র রাখিয়া বদলী কার্ডে কাটাকাটি করে এবং পরে প্রতিপক্ষ তাহাকে দুইটি কার্ড দেন। উক্ত বদলী কার্ডের মাধ্যমে কাজ করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রচারিত ১৭ নং আইন মোতাবেক তাহাকে ১-১-৯৭ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারিনী অবসর গ্রহণের পত্র পাইয়া প্রতি-পক্ষগণের নিকট গেলে তাহাকে পুনরায় চাকুরী দিবে অথবা তাহার সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করিবে মর্মে আশ্বাস দিতে থাকে। এইভাবে কালক্ষেপন করিয়া তাহাকে হয়রানী করা হইয়াছে। অবশেষে ২ নং প্রতিপক্ষের জন্য কাজের মেয়ে আনিয়া দিতে না পারায় তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেয় নাই। ফলে দরখাস্তকারিনী ১৮-৯-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট একটি চিঠি দিয়া তাহার পাওনা টাকা পরিশোধের আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ তাহার পাওনা টাকা পরিশোধ করেন নাই। দরখাস্তকারিনী

২নং প্রতিপক্ষের সাথে দেখা করিলে তিনি তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন এবং সিবিএ নেতাদেরকে দিয়া তাহার প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করেন। দরখাস্তকারিনীকে প্রতিপক্ষগণ চাকুরী হইতে অবসর প্রদানের ফলে তিনি গ্রাচুইটি, ক্ষতিপূরণ এবং ১ (এক) মাসের ছুটির গমপরিমান বেতন বাবদ সবমোট ৫৭,৪০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা হইয়াছেন। প্রতিপক্ষগণ তাহাকে চাকুরী দিবে নাকি পাওনা টাকা পরিশোধ করিবে তৎমর্মে আশ্বাস দিয়া কালক্ষেপন করার ফলে অত্র মামলা দায়ের করিতে তাহার অনিচ্ছা কৃত বিলম্ব হইয়াছে। মামলার খরচ এবং পাওনা টাকার উপর ক্ষতিপূরণসহ উক্ত পাওনা টাকা দরখাস্তকারিনীকে পরিশোধ করার আদেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া তিনি অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষগণ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া দরখাস্তকারিনীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, বর্তমান আকারে ও প্রকারে মামলাটি অচল, তামাদিতে বারিত, মামলার কোন হেতু নাই, দাবীকৃত টাকার পরিমাণ বেশী হওয়ায় এবং অত্র মামলা দায়ের করার যুক্তিসংগত কারণ না থাকায় মামলাটি খারিজ যোগ্য।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারনী তাহাদের মিলের একজন বদলী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতেছেন। গত ১-৭-৯৫ ইং তারিখে দরখাস্তকারিনী একটি দরখাস্ত দিয়া তাহাকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করার আবেদন করিলে তাহাকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। দরখাস্তকারিনীর এডহক নিয়োগের ফরমে তাহার বয়স ৫৮ বৎসর লেখা হইয়াছিল। ১৯৯৪ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গেজেটে প্রচারিত ১৯৯৪ ইং সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক ১-১-৯৭ ইং তারিখে দরখাস্তকারিনীর ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাহাকে একই তারিখ হইতে অবসর প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারিনী এডহক শ্রমিক হিসাবে কাজ করায় তিনি চাকুরী হইতে অবসর জনিত কারণে কোন আর্থিক সুবিধাদি পাওনা হন নাই। ফলে প্রতিপক্ষগণ মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারিনী তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিপক্ষগণের নিকট অবসর জনিত কারণে আর্থিক সুবিধাদি পাওনা হইয়াছেন কিনা।

প্রতিপক্ষগণ তাহাদের লিখিত জবাবে আরজির ১—৪ নং দফা পর্যন্ত দরখাস্তকারিনীর বক্তব্য স্বীকার করিয়াছেন। ফলে ইহা স্বীকৃত যে, ১৯৭৬ ইং সন হইতে দরখাস্তকারিনী প্রতিপক্ষের অধীনে বদলী শ্রমিক এবং পরবর্তীতে ০১-১৯-৯৫ ইং হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতে থাকা অবস্থায় ৮-১-৯৭ ইং তারিখ হইতে তাহাকে চাকুরী হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দরখাস্তকারিনী স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কেবলমাত্র ১ বৎসর তিন মাস সাত দিন কাজ করিয়াছেন। উক্ত সময় স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করার ফলে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা পাইতে পারেন না।

স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারিনী ১৯৭৬ ইং সনে বদলী শ্রমিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে ০১-১-৯৫ ইং তারিখে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বদলী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ৮-৮-৯৫ ইং তারিখে তাহাকে স্থায়ী করণের আবেদন (ছাপানো ছক) প্রদর্শনী ক হইতে দেখা যায় যে, ইহাতে দরখাস্তকারিনীর বয়স ৫৮ বৎসর উল্লেখ করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারিনী উক্ত আবেদন পত্রটি স্বাক্ষর করিয়াছেন। ফলে উক্ত আবেদনে উল্লেখিত দরখাস্তকারিনীর বয়স হইতে হিসাব করিয়া ১-১-৯৭ ইং তারিখে তাহার ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় প্রতিপক্ষগণ তাহাকে সঠিকভাবেই অবসর প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত তারিখে দরখাস্তকারিনীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, ১-১-৯৭ ইং তারিখে দরখাস্তকারিনীর

বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়া সত্বেও তাহাকে ৮-১-৯৭ ইং তারিখ হইতে কেন অবসর গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে তাহা বোধগম্য নহে। তদুপরি এই আদেশ তাহার পাওনাদি সংশ্লিষ্ট শাখা হইতে বুঝিয়া নেওয়ার কোন নির্দেশ নাই।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে এক বৎসর তিন মাস ৭ দিন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিয়া ৮-১-৯৭ ইং তারিখে দরখাস্তকারিনী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করায় তিনি অবসর গ্রহণ জনিত কারণে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি পাওনা হন নাই। ফলে তিনি প্রার্থীত মতে কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সুত্রে বিনা খরচে না মঞ্জুর করা হইল।

স্বাঃ
মোহাম্মদ আমান উল্যা
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত: মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার:—বৃহস্পতিবার, ২৪শে জুন, ১৯৯৯ইং।

আই, আর, ও মামলা নং ৭৬/১৯৯৭

(১) মোঃ জাহিদ হোসেন. . প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

(২) পরিচালক, কাষ্টমার সার্ভিসেস,

(৩) সহকারী ম্যানেজার, প্রশাসন,
কাষ্টমার সার্ভিসেস,
বাংলাদেশ বিমান . . দ্বিতীয় পক্ষ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ২৪-৭-৮১ইং তারিখে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ষ্টুয়ার্ড পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। বাংলাদেশ বিমানের ২৫-১১-৮৪ইং তারিখের একটি প্রশাসনিক আদেশ বলে তিনি উক্ত পদে ২৫-৭-৮১ইং তারিখ হইতে স্থায়ী হন। ২নং দ্বিতীয় পক্ষের অধীনস্থ ফ্লাইট সার্ভিসেসের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ, এন আহাম্মদ ৩১-১২-৮৭ইং তারিখের একটি স্মারকের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ২৩-১২-৮৭ইং তারিখের দোবাই-লণ্ডন গামী ফ্লাইট নং বিজি-০০১, এ তে কর্তব্যরত থাকাবস্থায় ফ্লাইট পার্সার জনাব মিজানুর রহমানের সাথে দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ ও তাহার আদেশ অমান্য করায় তাহাকে উক্ত ফ্লাইটে নন অপারেটিং ঘোষণা করা হয়, এইজন্য অন্যান্য ক্রুদের উক্তফ্লাইটে অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, উক্ত ফ্লাইটে শেষে প্রথম পক্ষকে অফ লোড করা হয় এবং ফেরত ফ্লাইটে তাহাকে আনার জন্য বিমানের গাড়ী হোটেলে যাইয়া না পাওয়ায় তিনি দুই দিন লণ্ডনে অবস্থান করার পর তাহাকে বিমানের ফ্লাইট নম্বর ০০৪ এর মাধ্যমে ফেরত আনা হয়, তাহার এই ধরণের আচরণ ইহাই প্রথম ছিল না এবং পূর্বেও এই ধরণের আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ ৫-১-৮৮ইং তারিখে উক্ত কারণ দর্শাইবার নোটিশের জবাব দিয়া তাহার বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তাহাতে উল্লেখ করেন যে, উক্ত ফ্লাইটটি অনিয়মিত বা অতিরিক্ত ফ্লাইট হওয়ায় তাহাতে দোবাই-লণ্ডনগামী কেবলমাত্র দুইজন যাত্রী ছিলেন, ফ্লাইট পার্সার মিজানুর রহমান নাবিক টিম হইতে তাহাকে অফলোড করায় তিনি লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ বিমানের ষ্টেশন ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যান, উক্ত ষ্টেশন ম্যানেজার নির্দেশে তিনি হোটেলে চলিয়া যান এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলা হয়, উক্ত ফ্লাইটটি পরের দিন দুবাই হইয়া ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, কিন্তু উক্ত ষ্টেশন ম্যানেজারের নিকট হইতে কোন নির্দেশ না পাওয়ায় দুইদিন হোটেলে অবস্থান করিয়া বিবেকের তারনায় লণ্ডন ঢাকাগামী ফ্লাইটে ঢাকায় আসার জন্য হিথ্রো এয়ারপোর্টে চলিয়া আসেন এবং সেখানে আসিয়া জানিতে পারেন ঢাকাস্থ বিমানের প্রধান কার্যালয় হইতে তাহাকে ঢাকায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি অপারেটিং ক্রু হিসাবে উক্ত ফ্লাইটে ঢাকা চলিয়া আসেন ও ইহার দুই দিন পূর্বে লণ্ডন-ঢাকা বিমানের কোন ফ্লাইট ছিল না। পরবর্তীতে ২৫-১-৮৮ইং তারিখের একটি স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের ১৯৭৯ সনের নিয়োগ বিধির অধীনে ৮টি ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিমানের ফ্লাইট সার্ভিসেসের ম্যানেজার জনাব আব্দুল মান্নান তাহাকে একটি চিঠি দিয়া ১২-৩-৮৮ইং তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা এম, এ তাহাদের নিকট হাজির হওয়ার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।উক্ত একই তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিমানের পক্ষে ৩ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে দুইজন মহিলা স্বাক্ষী প্রথম পক্ষকে নির্দোষ বলিয়াছেন। প্রথম পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে তাহার লণ্ডন অবস্থানকালে তাহার রুমমেট জনাব আবদুল ওয়াদুদ (মামুন) পি-৩২১৯৮কে স্বাক্ষী হিসাবে তলব করার জন্য আবেদন করিলে তাহাকে ৬-৩-৮৮ইং তারিখ বেলা ১০ ঘটিকার সময় তদন্তকারী কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হইয়া স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহাতে উক্ত স্বাক্ষী ৬-৩-৮৮ইং তারিখে স্বাক্ষ্যপ্রদান করিতে না পারে। ফলে তিনি ১৪-৩-৮৮ ও ২১-৩-৮৮ইং তারিখে দুইটি রেজিষ্টীকৃত চিঠির মাধ্যমে পরবর্তী তদন্তের তারিখে উক্ত স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার উক্ত আবেদনের সাড়া না দিয়া ও উক্ত স্বাক্ষর স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া তদন্তকার্য সম্পন্ন করেন। উক্ত তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ ১৬-৩-৮৮ইং তারিখের চিঠির মাধ্যমে তাহাকে ৪টি বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করেন। ইহার পর প্রথম পক্ষ ৩১-৩-৮৮, ১৮-১০-৮৮ এবং ২-১-৯০ ইং তারিখে ৩টি রিপ্রেজেনটেশনের মাধ্যমে তাহার উক্ত শাস্তি বাতিল করার আবেদন করেন কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ তাহার শাস্তি বাতিলের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রথম পক্ষকে প্রদত্ত ৪টি শাস্তির মধ্যে একটি শাস্তি ছিল তাহাকে এক বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক

ফ্লাইট হইতে বিরত রাখা। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ দুইমাস পরে তাহাকে উক্ত ফ্লাইটে কাজ করার অনুমতি দেন। তথাপি বিমান কর্তৃপক্ষ উক্ত শাস্তি প্রত্যাহারের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ১৩-৬-৯০ইং তারিখে বিজি-০৮২নং ঢাকা-সিংগাপুর ফ্লাইটে প্রথমপক্ষ কর্তব্যরত থাকাবস্থায় অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগে তাহাকে ১৩-৮-৯০ইং তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ ঢাকার ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী মামলা নং ২০৫/৯৫ দায়ের করিলে ৩০-৪-৯৫ইং তারিখে তাহার অনুকূলে ডিক্রি হয় এবং প্রথম পক্ষ ২৩-৫-৯৫ইং তারিখে তাহার পূর্ব পদে কাজে যোগদান করেন। প্রথম পক্ষকে প্রদত্ত ৪টি বিভিন্ন ধরণের শাস্তি বে-আইনী এবং বাংলাদেশ বিমানের সার্ভিস রেগুলেশনের পরিপন্থি। ফলে ১৬-৩-৮৮ইংতারিখে তাহাকে প্রদত্ত শাস্তি সমূহ বাতিল ঘোষণা করার প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষগণ যৌথভাবে একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি রক্ষণীয় নহে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে, ইহা তামাদি আইনে বারিত এবং খারিজ যোগ্য।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ ২৫-৭-৮১ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের অধীনে কাজে যোগদান করেন। প্রথ পক্ষ ২৩/১২/৮৭ইং তারিখের লণ্ডন-দোহাই ফ্লাইটে কর্তব্যরত নাবিক হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় পার্সার জনাব মিজানুর রহমানের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাহার আদেশ অমান্য করেন। ফলে তাহাকে উক্ত ফ্লাইট হইতে অফলোড করা হয় এবং ইহার ফেরত ফ্লাইটে তাহার ঢাকায় ফেরত আসা ধার্য ছিল। দ্বিতীয় পক্ষের কর্মকর্তাগণ উক্ত ফেরত ফ্লাইটে প্রথম পক্ষকে ঢাকা আনার জন্য তাহার হোটেলে যাইয়া তাহাকে পান নাই। প্রথম পক্ষ বিনা অনুমতিতে লণ্ডনে দুই দিন অবস্থান করিয়া ঢাকায় ফেরত আসায় তিনি বিমানের সার্ভিস রুল ভংগের অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন। ফলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে কারণ দর্শাইতে বলা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকালে প্রথম পক্ষকে স্বাক্ষ্য প্রদানের এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীগণকে জেরা করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম পক্ষের স্বাক্ষী জনাব ই, এস, মামুনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য ধার্যকৃত তারিখে প্রথম পক্ষ তাহার স্বাক্ষীকে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হাজির করিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহাকে প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কোন আপীল করে নাই এবং দ্বিতীয় পক্ষের সংস্থাপন শাখায় তাহার কোন আপীল পৌছে নাই। ফলে তিনি বাংলাদেশ বিমানের সার্ভিস রুলের উল্লেখিত অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে প্রথম পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ আইনানুগভাবে তাহাকে বিভিন্ন প্রকার ৪টি দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে না এবং তাহার মামলাটি খারিজ করার প্রার্থণা করেন। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

মামলার আর জি পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, ইহাতে ৩জনকে দ্বিতীয় পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। ১নং দ্বিতীয় পক্ষ বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন ও ইহার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ২নং দ্বিতীয় পক্ষ পরিচালক (কাষ্টমার সার্ভিসেস) এবং ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ সহকারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, ঢাকা। কিন্তু উক্ত ৩জনের মধ্যে কেহই ওকালত নামায় স্বাক্ষর করিয়া এডভোকেট জনাব সৈয়দ আবদুস সালামকে তাহাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। বাংলাদেশ বিমানের মহাব্যবস্থাপক (আইন বিষয়ক) জনাব জাহার হোসেন ওকালত নামায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহাকে বিমানের পক্ষে বা দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষে আইনজীবি নিয়োগ করার ক্ষমতা অর্পন করা হইয়াছে কিনা তৎমর্মে আদালত অজ্ঞাত।

দ্বিতীয় পক্ষগণ কতৃক দাখিলী লিখিত জবাব হইতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র উক্ত জনাব জাবুার হোসেন ইহা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষগণের কেহই ইহা স্বাক্ষর করেন নাই। ফলে ইহা দ্বিতীয় পক্ষগণের দাখিলী লিখিত জবাব হিসাবে গণ্য করার কোন অবকাশ নাই। ইহাতে সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষ ৩ পৃষ্ঠার অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-ক, ৭ পৃষ্ঠার স্বাক্ষীর জবানবন্দী ও স্বাক্ষীর মূল্যায়ন প্রদর্শনী-খ, পার্সার জনাব মিজানুর রহমানের ৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট, প্রদর্শনী গ এবং প্রথম পক্ষের দেওয়া ১ পৃষ্ঠার মুচলেখা প্রদর্শনী-ঘ দাখিল করিয়াছেন। উক্ত প্রদর্শিত দলিলগুলি দাখিলের ফিরিস্তিতে ২নং ক্রমিকের স্বাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা উল্লেখ করা হইলেও কোন স্বাক্ষীর জেরার অংশ দাখিল করা হয় নাই। প্রদর্শনী-খ হইতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বিমানের পক্ষে ১নং স্বাক্ষী মুজিবুল হক স্বাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন যে, অভিযোগ পত্রে যাহা উল্লেখ আছে তাহাই তাহার বক্তব্য এবং অপর স্বাক্ষী পার্সার জনাব মিজানুর রহমান অভিযোগ পত্রের বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত করিবেন। ১নং স্বাক্ষীকে প্রথম পক্ষ জেরাকালে দুইটি মাত্র প্রশ্ন করেন এবং উত্তরে তিনি জানান যে, জনাব মিজানুর রহমান, জে, বি, সার্নী, এফ, এস, এস, মাধুরী, ও এফ এস, এস, কোহিনুর বিভাগীয় মামলার স্বাক্ষী এবং তিনি অভিযোগকারীর প্রতিনিধি হিসাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ২নং স্বাক্ষী মিজানুর রহমান তাহার ২-১-৮৮ ইং তারিখের লিখিত অভিযোগটি তাহার বক্তব্য হিসাবে গণ্য করার অনুরোধ করেন এবং তাহার জেরার জন্য আলাদা শীটে ৫৩ ও ৫৫ পৃষ্ঠায় ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত দুইটি পৃষ্ঠা আদালতে দাখিল করা হয় নাই। বিভাগীয় মামলার ৩নং স্বাক্ষী এফ, এস, এস মাধুরীর জবানবন্দি আলাদা শীটের ৫৯ পৃষ্ঠা, ৪ নং স্বাক্ষী এফ, এস, সার্নী এর জবানবন্দী ৬১ পৃষ্ঠায় এবং ৫ নং স্বাক্ষী এফ, এস, এস, কোহিনুর এর জবানবন্দী ও জেরা আলাদা শীটের ৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত পৃষ্ঠাগুলি আদালতে দাখিল করা হয় নাই। ২৫-২-৮৮ ইং তারিখে প্রথম পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদকালে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের লিখিত জবাবে তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই তাহার বক্তব্য বলে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাকে কোন প্রকার জেরা করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করা হয় নাই তিনি এফ, এস, মামুন, এফ, এস, এস, মাধুরী ও এফ, এস, এস, কোহিনুরকে দিয়া তাহার পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করাইবেন মর্মে দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উক্ত ৩জন স্বাক্ষীর মধ্যে এফ, এস, এস, মাধুরী ও এফ, এস, এস, কোহিনুর এর স্বাক্ষ্য ১২-৩-৮৮ ইং তারিখে গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাদের স্বাক্ষ্য আদালতে কেন দাখিল করা হয় নাই তাহা বোধগম্য নহে। প্রথম পক্ষ স্বাক্ষী দিয়া দাবী করিয়াছেন যে, উক্ত দুইজন স্বাক্ষী তাহাকে নির্দোষ বলিয়াছে। তাহার দাবী খণ্ডাইবার নিমিত্তে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ২ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য ও জেরা আদালতে দাখিল করিতে পারিতেন কিন্তু তাহারা তাহা দাখিল না করায় সন্দেহাতীতভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, প্রথম পক্ষের বক্তব্য সত্য।

তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী ঘ হইতে দেখা যায় যে, তাহাতে প্রথম পক্ষ ব্যতীত অন্য যাহারা দ্বিতীয় পক্ষের অভিযোগ সমর্থন করিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহারা হইলেন মজিবুল হক, পি ২১৯০২, এফ,এস,এস, মাধুরী, পি-৩৩৮৬০, ফ্লাইট পার্সার মিজানুর রহমান পি-২১৭৮৬, এফ,এস,সম পি-৩১০১৮, এফ,এস,এস কোহিনুর, পি-৩৩৮৬৯ এবং ডি,জি, এম, জনাব এম, এন, আলম। অভিযোগকারীর স্বাক্ষী ফ্লাইট পার্সার মিজানুর রহমানের ২-১-৮৮ইং তারিখের লিখিত অভিযোগটি প্রদর্শনী গ হইতে দেখা যায় যে, জনাব মজিবুল হক, পি-২১৯০২ এবং জনাব এম, এস আলম, পি-৪১৭৫ ডি,জি, এম ২৩-১২-৮৭ইং তারিখে বিজি-০০৯এ ফ্লাইটে কর্তব্যরত ছিলেন না বা উক্ত ফ্লাইটের সাথে তাহাদের কোন

সম্পৃক্ততা ছিল না। তথাপি তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত দুইজনের স্বাক্ষ্য কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বোধগম্য নহে। দ্বিতীয় পক্ষগণ উক্ত দুইজন স্বাক্ষীর মধ্যে শেষোক্ত স্বাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা আদালতে দাখিল করেন নাই। অভিযুক্ত কর্মচারী প্রথম পক্ষ স্বাক্ষ্য প্রদানকালে তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরে তাহার স্বাক্ষী হিসাবে এফ,এস মামুন এবং এফ,এস,এস মাধুরী ও এফ,এস,এস কোহিনুরের নাম উল্লেখ করেন। শেষোক্ত দুইজন স্বাক্ষ্য দিয়া অভিযুক্ত কর্মচারীকে নির্দোষ বলিয়াছেন। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষী এফ,এস মামুনের স্বাক্ষ্য কেন গ্রহণ করা হইল না ইহার কোন ব্যাখ্যা তদন্ত প্রতিবেদনে নাই। প্রথম পক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী ৬ হইতে দেখা যায় যে, ৬-৩-৮৮ইং তারিখ এফ,এস মামুনের স্বাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখে বা পরবর্তী কোন তারিখে তাহার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার পর প্রদর্শনী ৬/ক হইতে দেখা যায় যে, ১২-৩-৮৮ ইং তারিখ পুনরায় অভিযোগ নামলা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল এবং উক্ত তারিখে অভিযুক্ত কর্মচারী প্রথম পক্ষ এফ, এস জাহিদকে ছুটিতে রাখার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা চীফ-পার্সার (পি এণ্ড এস) কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত একই পন্থায় অভিযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষী এফ,এস আঃ ওয়াদুদ (মামুন) এর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। তাহার স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করায় ন্যায় বিচার লংঘিত হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা কতৃক উক্ত এফ,এস মামুনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করায় অভিযুক্ত কর্মচারী জাহিদ হোসেন রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পর পর দুইটি দরখাস্ত প্রদর্শনী ৭ ও ৭/ক দিয়া উক্ত মামুনের স্বাক্ষ্য গ্রহণের আবেদন করিয়াছিলেন তথাপি তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত মামুনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া তাড়াহুড়া করিয়া ১৩-৩-৮৮ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন কেন দাখিল করিয়াছেন তাহাও বোধগম্য নহে। তদন্ত প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব এম, এ, তাহের তদন্তকালে নিরপেক্ষ তদন্তের মধ্যে তাহার নিজস্ব বিচার, বুদ্ধি ও বিবেক প্রয়োগ করেন নাই। তিনি নিজেই স্বাক্ষীর মূল্যায়ন প্রদর্শনীমতে স্বীকার করিয়াছেন যে, "স্বাক্ষী এফ,এস, এস কোহিনুর ও এফ,এস,এস মাধুরী অভিযুক্ত কর্মচারীকে নির্দোষ বলিয়াছেন, ছাদের নীচে টুপি পড়ার কোন আইন নাই এবং অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি মামুলী"। অভিযোগ পত্র প্রদর্শনী ক পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, পূর্বে বিভিন্ন সময়ে ১-৭ নং ক্রমিকে বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মচারীকে বিভিন্ন সময়ে সতর্ক করা হইয়াছিল ও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল এবং অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটি ছিল "বিমানের সার্বিক স্বার্থেই এফএস জাহিদ এর এরূপ অস্বাভাবিক আচরণ যদি এখনই প্রতিহত না করা হয়, তাহলে অচিরেই হয়তোবা তার দ্বারা কোন অকল্পনীয় কিছু ঘটে যেতে পারে বা বিমান ও অন্যান্য কেবিন ক্রুদের জন্য মংগলকর হবে না এবং তাকে যারা জানে ও চেনে তার দ্বারা এরূপ কিছু ঘটলে তারা অবাক হবেন না।" ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটিতে পারে এইরূপ কোন আশংকার কারণে কোন কর্মচারীকে অভিযুক্ত করিয়া বিভাগীয় মামলা রুজু করার অধিকার দ্বিতীয় পক্ষগণকে কোন আইনে দেওয়া হইয়াছে তাহাও অত্র আদালতের জানা নাই।

বিজি-০০১এ তাং ২২-২-৮৭ইং ফ্লাইটের পার্সার মিজানুর রহমান অত্র মামলার প্রথম পক্ষকে বিমান দুবাই হইতে লণ্ডন যাত্রার পূর্বেই অফ লোড করা সত্ত্বেও কেন তাহাকে লণ্ডন নিয়া গিয়াছিলেন ইহার কোন ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পক্ষগণ দিতে পারেন নাই। তবে পার্সার মিজানুর রহমান ২-১-৮৮ইং তারিখের অভিযোগের যেশাংশে ইহার কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা কোন ন্যূনতম জ্ঞান সম্পন্ন লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। পার্সার মিজানুর রহমানের উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুহওয়া উচিত ছিল। লণ্ডন পৌছার পর বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স লিঃ এর বিধি মোতাবেক প্রথম পক্ষ লণ্ডনস্থ ষ্টেশন ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রনে চলিয়া যায়। লণ্ডনস্থ ষ্টেশন ম্যানেজার তাহাকে উক্ত ফ্লাইটের ফেরত ফ্লাইটে ঢাকায় আনার কোন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা বা

তাহাকে ফেরত আনার জন্য হোটেলে যোগাযোগ করিয়া না পাওয়ার সমর্থনে লণ্ডনস্থ ষ্টেশন ম্যানেজার এবং উপরোল্লিখিত এফ, এস মামুন উপযুক্ত স্বাক্ষী ছিলেন। কিন্তু অভিযোগের সমর্থনে উক্ত ষ্টেশন ম্যানেজারের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। পাজার মিজানুর রহমানের লিখিত অভিযোগ প্রদর্শনী গ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের লণ্ডনে অবস্থান কালীন সময়ের কার্যকলাপ তিনি তাহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব হইতেই পার্সার মিজানুর রহমানের সাথে প্রথম পক্ষ জাহিদ হোসেনের সম্পর্ক ভাল ছিল না। পার্সার মিজানুর রহমান প্রথম পক্ষের লণ্ডন অবস্থানকালীন সময়ে কোন প্রতিবেদন দাখিল করার বা অভিযোগ করার আইনানুগ কর্তৃপক্ষ নহে। একমাত্র ষ্টেশন ম্যানেজারই লণ্ডন অবস্থানকালীন সময়ে যে অভিযোগ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনয়ন করিতে পারিতেন।

স্বীকৃত মতে ২০-৭-৯৭ইং তারিখে অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ১৯৬৯সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করার কোন নির্ধারিত সময়-সীমা নাই। তদুপরি বর্তমান মামলার কথিত ঘটনার পর পরই প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করা হইলে তিনি দেওয়ানী আদালতে একটি মামলা করিয়া ডিগ্রী লাভ করেন।এবং ২৩-৫-৯৫ইং তারিখে পুনরায় কাজে যোগদান করেন। ফলে মামলাটি নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যেই দায়েরকরা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত উপরোল্লিখিত লিখিত অভিযোগের কারণে ৪টি বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয়াছে। একটি অপরাধের জন্য ৪টি শাস্তি প্রদান করা ন্যায় নীতির পরিপন্থি। তদুপরি প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি কোন অভিযোগ হিসাবেই চিহ্নিত করা যায় না এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মচারীর পক্ষে স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া চরম খামখেয়ালীপনা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেন নাই।আরও দেখা যায় যে, বিভাগীয় মামলায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি প্রমানিত না হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাকে কথিত ৪টি বিভিন্ন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত দিয়াছেন তাহা বোধগম্য নহে। বাংলাদেশ বিমানের সার্ভিস রুলসের ৫টি বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদানের বিধান আছে এবং প্রদত্ত শাস্তিগুলি উক্ত ৫টি শাস্তির আওতায় পড়ে না। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বিভাগীয় মামলার স্বাক্ষী মজিবুল হক পি-২১৯০২ পার্সার মিজানুর রহমান এবং তদন্ত-কারী কর্মকর্তা জনাব এম, এ, তাহের পরস্পর যোগসাজসে প্রথম পক্ষকে শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাটি শুরু করার এবং তাহাকে শাস্তি প্রদানের সকলভাবে বে-আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্র মামলার প্রথম পক্ষ এফ, এস জাহিদ হোসেনের বিরুদ্ধে কথিত বিভাগীয় মামলার অভিযোগটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমলক ভাবে আনয়ন করার অপরাধে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের উক্ত ৩ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলিয়া অত্র আদালত মনে করে।

মামলার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শুনানীকালে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাহাদের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারাও অত্র আদালতের সাথে একমত পোষণ করেন। উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায়, যে, প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাওয়ার হকদার।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ১৬-৩-৮৮ইং তারিখের চাকা-সিএ/পি-৩২১৯৫/৮৮/৩০৯ স্মারক মূলে প্রথম পক্ষ মোঃ জাহিদ হোসেন, পি-৩২১৯৫কে প্রদত্ত ৪টি শাস্তি রদ ও রহিত করা হইল।

ইতিমধ্যে তাহাকে প্রদত্ত উক্ত কথিত শাস্তির দরুন তাহার পদোন্নতি বা পরবর্তী বেতন স্কেল প্রাপ্তি ব্যহত হইয়া থাকিলে বা তাহার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ থাকিলে তাহাকে অত্র রায় প্রচারের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহা প্রদানপূর্বক তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করার জন্য এবং আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বাঃ

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত..মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
জাতীয় শ্রম আদালত,

রায় প্রচার..রবিবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং।

আই, আর, ও, মামলা নং ৮৪/৯৭ ইং

(১) আব্দল ওহাব (রিংকু)..প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মাল্টি নেট ওয়ার্ক মার্কেটিং লিঃ,

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
মাল্টি নেট ওয়ার্ক মার্কেটিং লিঃ,
ব্লক-১, বনানী, ঢাকা..দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ৫-৫-৯৬ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলার পদে মাসিক ৬০০০ টাকা মজুরীতে সততা ও দক্ষতার সাথে চাকরী করিয়া আসিতেছিলেন। বিগত ৫-৫-৯৭ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত থাকাবস্থায় প্রথম পক্ষকে তাহাদের প্রয়োজন নাই মর্মে ২নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে জানায় এবং ফ্যাক্টরীতে আসিতে বারণ করে। তথাপি প্রথম পক্ষ কাজ করার অনুমতি চাহিলে ১নং দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশে তাহার চকরী নাই মর্মে ২নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে জানায়। প্রথম পক্ষ কাজ করিতে গেলেও ২নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি দেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত বে-আইনী কার্যকলাপে ক্ষুন্ন হইয়া প্রথম পক্ষ কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া রেজিস্ট্রার্ড ডাক-যোগে একটি অনুযোগ পত্র (তারিখ উল্লেখ নাই) প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ইহার কোন জবাব দেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, ছাটাই বা টারমিনেট বা অন্য কোন ভাবে চাকুরী হইতে অপসারণ করেন নাই এবং প্রথম পক্ষ নিজেও পদত্যাগ করেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার চাকুরীতে বহাল আছে এবং দ্বিতীয় পক্ষগণ বে-আইনীভাবে তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দিতেছে না। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করিয়া তাহাকে কাজে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ পূর্বক কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষগণ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়াছেন। এমনকি তাহারা প্রথম পক্ষের আরজির কোন বক্তব্যই স্বীকার করেন নাই। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অফিসে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে মাঝে মধ্যে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিত। কাজ না থাকায় তাহাকে কাজ দেওয়া হয় নাই বিধায় তিনি ক্ষুব্দ হইয়া আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষগণের কোন ফ্যাক্টরী নাই। তাহারা একটি অফিস স্থাপন করিয়া রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা কম থাকায় কারখানা আইন অনুসারে ইহার প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত নয়। ফলে তাহারা মামলাটির খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় তাহার প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

স্বীকৃতমতে দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি একটি বায়িং হাউজ/বাইয়িং কার্টিং হাউজ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন পোষাক তৈরীর কারখানা হইতে পোষাক তৈরী করাইয়া বা খরিদ করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম পক্ষ তাহার আরজির ১ ও ৩নং দফায় দ্বিতীয় পক্ষের বায়িং হাউজটিকে ফ্যাক্টরী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ৫নং দফায় নিজেকে প্রথম পক্ষের স্থলে দরখাস্তকারী এবং দ্বিতীয় পক্ষগণকে প্রতিপক্ষ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের আরজির ৩নং দফা হইতে দেখা যায় যে, ৫-৫-৯৭ ইং তারিখে তিনি "ফ্যাক্টরীতে" কাজ করিতে গেলে "প্রথম পক্ষকে প্রয়োজন নাই" মর্মে ২নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে জানাইয়াছিল। "প্রয়োজন নাই" শব্দ দইটি দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ছাটাই করা হইয়াছে অথবা তাহার চাকুরী টারমিনেট করা হইয়াছে মর্মে অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ তাহার বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলার ভিত্তিতে শাস্তিমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে লিখিত জবাবে কোথাও উল্লেখ নাই। ফলে সন্দেহাতীত ভাবে, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় পক্ষের বায়িং হাউজে প্রথম পদের কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহাকে ছাটাই করা হইয়াছে বা তাহার চাকুরী টারমিনেট করা হইয়াছে। ফলে প্রথম পক্ষ চাকুরীচ্যুত এবং চাকুরীচ্যুত কোন শ্রমিক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় শ্রম আদালতে কোন প্রতিকারের জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারেন না।

প্রথম পক্ষের স্বাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, তিনি জেরাকালে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অন্য একটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তারিখ উল্লেখ করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, কোম্পানীর কোন মূল্যবান দলিল তাহার নিকট রাখা আইন সিদ্ধ নহে। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী করার সমর্থনে অনেক মল্যবান ও গোপনীয় ডিজাইনের ফটোষ্ট্যাট কপি আদালতকে দেখাইয়াছিলেন। প্রথম পক্ষ ৫-৫-৯৬ ইং তারিখ হইতে ৫-৫-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকরী করিয়াছেন মর্মে দাবী করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষগণ ইহা স্বীকার করেন নাই এবং পক্ষ তাহাদের অধীনে কত তারিখ হইতে কত তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন তাহাও বলেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীস্বাক্ষ্য দিয়া প্রথম পক্ষ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করিত মর্মে দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই দাবীর সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। ফলে সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, প্রথম পক্ষ ৫-৫-৯৬ ইং তারিখ হইতে ৫-৫-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে মাসিক ৬০০০ টাকা বেতনে কোয়ালিটি কন্ট্রোলার পদে চাকুরী করিয়াছেন।

আরজির ৪নং দফা হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে প্রথম পক্ষ একটি অনযোগ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কত তারিখে পাঠাইয়াছিলেন ইহার কোন উল্লেখ নাই এবং তারিখের স্থানটি খালি রাখিয়া দিয়াছেন। তবে স্বাক্ষ্য প্রদানকালে ২-৬-৯৭ তারিখে অনযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন মর্মে দাবী করিয়া একটি ফটোষ্ট্যাট কপি প্রদর্শনী-১ এবং ডাক রশিদ প্রদর্শনী-১/ক দাখিল করিয়াছেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যে, ডাক রশিদ প্রদর্শনী-১/ক যে কোন ভাবে বানানো বা সংগ্রহ করা যায়। অনেক সরকারী অফিসে ডাক বিভাগের রশিদ বই থাকে এবং নিজেরাই রেজিস্ট্রাড ডাকযোগে চিঠি প্রেরণের সময় রশিদ লেখিয়া ডাক অফিসে নিয়া যাইয়া তাহাদের সীল লাগাইয়া রশিদটি ফেরত নিয়া আসে। প্রথম পক্ষ ২-৬-৯৭ ইং তারিখে অনযোগ পত্র প্রেরণ করিয়া থাকিলে ১০-৮-৯৭ ইং তারিখে মামলা দায়রের সময় অবশ্যই উক্ত তারিখটি উল্লেখ করিতে পারিতেন। কিন্তু আরজির ৪নং দফায় অনুযোগ পত্র প্রেরণের তারিখ উল্লেখ না থাকায় সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করিয়াই অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত পযালোচনা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মামলাটি রক্ষনীয় নহে এবং ইহা খারিজ যোগ্য।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, প্রথম পক্ষ ১ (এক) বৎসর দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকরী করার পর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার চাকরীর অবসান ঘটানো হইয়াছে। এমতঃ-বস্থায়, দ্বিতীয় পক্ষ অত্র আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রথম পক্ষকে টার-মিনেশন বেনিফিট দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের সম্মান জনক সমাপ্ত ঘটাইতে পারিবেন।

উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয়ের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আদালতের সাথে একমত পোষন করিয়াছেন।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা ,তে বিনা খরচে খারিজ করা হইল।

স্বা:
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত: মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—মংগলবার, ২২শে জুন, ১৯৯৯ইং।

আই, আর ও মামলা নং ৯৪/৯৭

১। দীপক কান্তি দত্ত,
পি ৩৩২৮০ প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

২। উপ মহাব্যবস্থাপক,
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

৩। সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশাসন
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স,
বলাকা ভবন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
। দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম পক্ষের বক্তব্য এই যে, ৩-১১-৮৪ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে হিসাব সহকারী হিসাবে তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহার চাকুরীর ধতিয়ান সন্তোষজনক হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষগণ ২৫-৫-৯৩ইং তারিখে তাহাকে হিসাব তত্ত্বাবধায়ক পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে ৩০-৫-৯৩ইং তারিখে একটি পত্রের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহার পদোন্নতি স্থগিত করিয়া দেন।

তাহার আরও বক্তব্য এই যে, ১২-৪-৯৩ইং তারিখে উপমহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) তাহার বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগ পত্র গ্রহণ করার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিলে তিনি ১৫-৪-৯৩ইং তারিখে ইহা গ্রহণ করেন এবং তাহাতে আগষ্ট, ১৯৯২ইং পর্যন্ত মেসার্স ইউনিভার্সেল এক্সপ্রেস এর নিকট বাংলাদেশ বিমানের টিকেট বিক্রয় লব্ধ ১,৫৩,৬৮০৭৭.২২ টাকা পাওনা আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও বকেয়া প্রতিবেদনে দীর্ঘ দিন যাবত ইহা উপস্থাপন না করায় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করায় অভিযোগ আনয়ন করিয়া ৭ দিনের মধ্যে অভিযোগের উত্তর প্রদানের জন্য প্রথম পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি ২২-৪-৯৩ইং তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উক্ত অভিযোগের দায়দায়িত্ব তাহার নহে মর্মে দাবী করেন এবং বকেয়া টাকার প্রতিবেদন দাখিলের নির্ধারিত 'ছক' প্রস্তুত করার দায়িত্ব জনাব আবুল কাশেম এবং জনাব আঃ বারী সিকদার এর উপর ন্যস্ত ছিল মর্মে উল্লেখ করেন। বিভাগীয় তদন্তে তিনি নির্দোষ প্রমানিত হইয়াছেন মর্মে উল্লেখ করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। তথাপি দ্বিতীয় পক্ষ ২০-৩-৯৪ইং তারিখের একটি স্মারক মূলে তাহাকে 'তিরস্কার' করিয়া শাস্তি প্রদান করেন। তিনি ১১-৫-৯৪ইং তারিখে ১ ও ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহার উপর আরোপিত শাস্তি প্রত্যাহারের জন্য আপীল করেন এবং ইহা ৬-৪-৯৫ইং তারিখে নাকোচ করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণে প্রথম পক্ষকে ২৫-৫-৯৩ইং তারিখে হিসাব তত্ত্বাবধায়ক পদে পদোন্নতি দিয়া ৩০-৫-৯৩ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং ১৩-৭-৯৪ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার উক্ত পদোন্নতির আদেশটি বাতিল করা হয়। পুনরায় প্রথম পক্ষকে ৩-৪-৯৫ইং তারিখে হিসাব তত্ত্বাবধায়ক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাহার পূর্বের পদোন্নতি বাতিল করিয়া নতুন ভাবে পদোন্নতি দেওয়ায় ১১ জন কর্মকর্তা কনিষ্ঠ তাহার সিনিয়র হইয়া যায় এবং উক্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনি ২ বৎসর পিছাইয়া যান। প্রথম পক্ষ তাহার ১১ জন কনিষ্ঠ কর্মকর্তার পরে পদোন্নতির পাওয়ায় কনিষ্ঠ হইয়া যাওয়ার ফলে ৮-৬-৯৭ইং তারিখে একটি দরখাস্ত দিয়া তাহাকে

তিরস্কার করার শাস্তি বাতিল পূর্বক তাহার পূর্বের পদোন্নতি বহাল রাখার জন্য ১ নং ২য় পক্ষের নিকট পুনরায় আপীল করেন। আপীল পুনঃ বিবেচনার কোন সুযোগ নাই বলিয়া সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ১৪-৯-৯৭ইং তারিখের চিঠির মাধ্যমে তাহাকে অবহিত করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে অন্য যে সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা সত্বেও তাহাদিগকে বরখাস্ত না করিয়া লঘু শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে প্রথম পক্ষ নির্দোষ হওয়া সত্বেও তাহাকে বে-আইনীভাবে শাস্তি প্রদান করিয়া তাহার বে-আইনী পদোন্নতির আদেশটি বাতিল করেন। প্রথম পক্ষ বারংবার দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আপীল করিয়াও কোন সুবিচার না পাইয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়া ২৩-৩-৯৪ইং তারিখে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিয়া 'তিরস্কার' করার আদেশটি বাতিলের নির্দেশ প্রদান পূর্বক ২৫-৫-৯৩ইং তারিখের হিসাব তত্ত্বাবধায়ক পদে তাহার পদোন্নতিন কার্যকর হইয়াছে মর্মে গণ্য করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়াছে

দ্বিতীয় পক্ষগন লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, তাহার মামলাটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, বর্তমান আকারে অচল, মামলা দায়ের করার তাহার কোন আইনগত অধিকার নাই এবং পক্ষ মামলাটি অচল।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান ভাল। বিগত ২৫-৫-৯৩ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহাকে পদোন্নতি দিয়া পরবর্তীতে ইহা স্থগিত রাখা হয়। তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ার কারণে তাহার পদোন্নতি স্থগিত করা হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তদন্তকারী কর্মকর্তার মূল্যায়নে অভিযোগ প্রমানিক না হইলেও প্রথম পক্ষ জনাব দীপক দত্ত বিক্রয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি রেকড করার দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার এই রেকডের ভিত্তিতে অন্যান্য কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ নির্ধারিত নিয়মে 'ডিক্যাট ষ্টেটম্যান্ট' তৈরী না করার তথ্য প্রথম পক্ষের জ্ঞাত থাকা সত্বেও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে না আনার কারণে অসদাচরনের অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন বিধায় তাহাকে "তিরস্কার" করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে প্রদত্ত উক্ত শাস্তি বাতিলের জন্য আপীল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর পরিচালনা পরিষদে উপস্থাপিত হইবে তাহা পর্ষদ কর্তৃক নাকোচ করা হয়। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহার অভিযোগ সত্য নহে বিধায় দ্বিতীয় পক্ষগন মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

অত্র মামলায় প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

মামলার আরজী হইতে দেখা যায় যে, অত্র মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপমহাব্যবস্থাপক এবং সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)কে দ্বিতীয় পক্ষ করা হইয়াছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সর সহকারী ব্যবস্থাপক (পার্সোনাল) জনাব বদিউজ্জমান এবং মহা ব্যবস্থাপক (আইন বিষয়ক) জনাব আবরার হোসেন ওকালত নামা সম্পাদন করিয়া এডভোকেট জনাব সৈয়দ আঃ হান্নানকে উক্ত দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই অত্র মামলার দ্বিতীয় পক্ষভুক্ত নহেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওকালত নামা সম্পাদন করেন নাই। লিখিত জবাব হইতে দেখা যায় যে, ৩জন দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে কেহই ইহা স্বাক্ষর করেন নাই। কেবলমাত্র উক্ত আবরার হোসেন জবাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ফলে লিখিত জবাবটি আইনগত ভাবে দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাব হিসাবে গণ্য হইতে পারে না। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং তাহাদের বিজ্ঞ-আইনজীবিগণ প্রত্যেকটি মামলায় একই ধরনের ভুল করিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাব হইতে দেখা যায়, যে, প্রথম পক্ষের আরজির দফা ওয়ারী বক্তব্য কেবলমাত্র অস্বীকার করিয়াছেন এবং সব কিছু প্রমানের দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপর চাপাইয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় পক্ষের সুস্পষ্ট বক্তব্য কি তাহা তাহাদের কথিত জবাবের ১৬টি দফার মধ্যে কোন দফার তাহা উল্লেখ করেন নাই। রায় প্রচারকালে এই ধরণের জবাব হইতে দ্বিতীয় পক্ষের সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য কি তাহা খুজিয়া বাহির করিয়া রায়ে লিপিবদ্ধ করার সময় সাপেক্ষ ব্যাপারে। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করিয়া লিখিত জবাবের সমাপনী আনা উচিত ছিল। বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের আইন বিভাগ এবং ইহার বিজ্ঞ আইনজীবিগণ প্রত্যেকটি মামলায় উপরোল্লিখিত ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন।

ইহা স্বীকৃত যে, প্রদর্শনী-১ মূলে ২৫-৫-৯৩ তারিখে প্রথম পক্ষকে হিসাব তত্বাবধায়ক পদে পদোন্নতি দেওয়া হইলে তিনি কাজে যোগদান করেন এবং কাজ করিতে থাকাবস্থায় প্রদর্শনী-২ মূলে ৩০-৫-৯৩ইং তারিখে তাহার পদোন্নতির আদেশটি স্থগিত করা এবং ১৩-৭-৯৪ইং তারিখের পত্র প্রঃ ৮ মূলে পদোন্নতির আদেশ বাতিল করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ১৫-৪-৯৩ইং তারিখে তাহাকে একটি অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৩ দেওয়া হয় এবং তিনি ২২-৪-৯৩ইং তারিখে ইহার জবাব প্রদর্শনী-৪ দাখিল করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য এবং প্রথম পক্ষের দাখিলী অভিযোগ পত্রের জবাব প্রদর্শনী-৪ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ডিফল্টারদের তালিকা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতেন এবং তাহা তাহার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে পেশ করার দায়িত্ব ছিল তাহার একই বিভাগে ২ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার। কিন্তু তাহারা তাহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার দরুন তাহাদের সাথে বিভাগীয় মামলায় প্রথম পক্ষকেও অভিযুক্ত করা হয়। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদনে প্রথমপক্ষ সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হওয়া সত্বেও তাহাকে ২০-৩-৯৪ ইং তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে প্রদর্শনী-৫ মূলে 'তিরস্কার' করিয়া শাস্তি প্রদান করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ব্যতীত অন্য যাহারা অভিযুক্ত ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা তাদিগকে চাকুরী হইতে অপসারণের সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয় যে, যাহারা 'ডিফল্টারদের তালিকা প্রণয়ন করিয়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন তাহারাই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং প্রথম পক্ষ এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন না। প্রথম পক্ষ ২৫-৩-৯৩ইং তারিখ হিসাব তত্বধায়ক পদে পদোন্নতি পাইয়া উক্ত পদে কাজে যোগদান করার ফলে তাহাতে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে হিসাব তত্ববধায়ক পদে বহাল রাখিয়াই দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন এবং তাহার পদোন্নতির আদেশটি বাতিল করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফলে সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষগণ যে আইনীভাবে প্রথম পক্ষর ২৫-৫-৯৩ ইং তারিখের পদোন্নতির আদেশটি ৩০-৫-৯৩ইং তারিখের আদেশ দ্বারা স্থগিত করিয়াছেন এবং ১৩-৭-৯৪ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাতিল করিয়াছেন।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সহকারী ব্যবস্থাপক (পারসোনাল) প্রথম পক্ষকে পদোন্নতি দিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। প্রথম পক্ষকে হিসাব তত্ববধায়ক পদে পদোন্নতি দিয়া ৫ দিন ৫ (পাঁচ) পরে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে ইহা বাতিলের মধ্য দিয়া বিমানের উক্ত দুইটি শাখার মধ্যে সমন্বয়ের সুস্পষ্ট অভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম পক্ষকে উক্ত পদে পদোন্নতির পাওয়ার পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কিনা তাহা প্রশাসন বিভাগসহ সকল বিভাগে হইতে যাচাই করিয়া নেওয়া উচিত ছিল। প্রথম পক্ষের এই মামলায় বিমানের প্রশাসনিক অক্ষমতা সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি যুক্তিতর্ক পেশ কালে মামলাটি তামাদিতে বারিত মর্মে দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহার লিখিত জবাবে কোথাও এই ধরণের দাবী করা হয় নাই। প্রথম পক্ষের অর্জিত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহার আপীল পুনঃ বিবেচনাস্ত করার দরখাস্ত দিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদ তাহার আপীলটিতে তাহার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিকার করেন নাই। ফলে প্রথম পক্ষকে অত্র আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় মামলাটি তামাদিতে বারিত মর্মে দাবী করার কোন অবকাশ নাই এবং ইহা তামাদিতে বারিত নহে।

অত্র মামলা শুনানীকলে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁহারাও একমত পোষণ করিয়াছেন।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর করা হইল।

দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২০-৩-৯৪ইং তারিখে প্রদর্শনী-৫ মূলে "তিরস্কার" করিয়া প্রথম পক্ষ দীপক কান্তি দত্ত, পি-৩৩২৮০কে প্রদত্ত শাস্তি বাতিল করা হইল।

প্রথম পক্ষকে ২৫-৫-৯৩ইং তারিখে প্রদর্শনী-১ মূলে হিসাব তত্ত্বধায়ক পদে পদোন্নতির আদেশ বহাল রাখা হইল এবং উক্ত আদেশের ২৩ নং ক্রমিক মোতাবেক তাহার জ্যেষ্ঠতা বহাল রাখা হইল।

অত্র রায় প্রচারের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ২৫-৫-৯৩ইং তারিখ হইতে হিসাব তত্ত্বধায়ক পদে কর্মরত গণ্য করিয়া তাহার প্রাপ্য বেতনসহ সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করিয়া উপরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধন তাহার চাকুরীর খতিয়ান সংশোধন করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা
এবং
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ

রায় প্রচার :মংগলবার, ১০ই আগষ্ট, ১৯৯৯ইং

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৯৯/৯৭ এবং ১০০/৯৭

(১) আবদুল আজিজ (২) (মঃ পঃ ৯৯/৯৭)

(২) আনিছ মিয়া (মঃ পঃ ৯৯/৯৭)

(৩) আবদুল কদ্দুস (৯) (মঃ পঃ ১০০/৯৭)

(৪) শফি মিয়া (মঃপঃ ১০০/৯৭)

(৫) সিকান্দার আলী (মঃপঃ ১০০/৯৭)

দরখাস্তকারীগণ

বনাম

(১) প্রিন্স আয়রন এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রিজ,

(২) পরিচালক (অর্থ),
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

(৩) হিসাব নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশলী করপোরেশন প্রতিপক্ষগণ

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আংইনের ১৫(২) ধারায় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দরখাস্ত হইতে উক্ত মজুরী পরিশোধ মামলাদ্বয়ের উদ্ভব হইয়াছে।

উভয় মামলায় দরখাস্তকারীগনের বক্তব্য এক ও অভিন্ন এবং কেবলমাত্র তাহাদের পাওনা টাকার পরিমান ভিন্ন ভিন্ন। অপরদিকে উভয় মামলায় প্রতিপক্ষগনের লিখিত বক্তব্য এক এবং অভিন্ন। ফলে উক্ত মামলা দুইটি একত্রে রায় প্রচারের জন্য লওয়া হইল। মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৯-৯৭ এর দরখাস্তকারীদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তাহারা দীর্ঘ দিন যাবত প্রিন্স আয়রন এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রিজ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জন্ম লগ্ন হইতে ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশীদারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নং আদেশ বলে কারখানাটিকে জাতীয়করন করা হয়। ১৯৮৪ সনে একটি চুক্তির মাধ্যমে কারখানাটিকে ব্যক্তিমালিকানায় বিক্রি করা হয়। পুনরায় ৫-১০-৯৪ইং তারিখে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করিয়া কারখানাটিকে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। গত ৩০-৮-৯২ ও ১৫-১০-৯২ইং তারিখে দুইটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করিয়া সকল শ্রমিকগণকে ছাটাই নোটিশ দিয়া তাহাদের আইনানুগ পাওনা পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রতিপক্ষগন শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধাদি সময়মত পরিশোধ করিতে না পারায় ৩১-১০-৯২ ইং তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে ৩০-৭-৯৩ইং তারিখের মধ্যে দরখাস্তকারীগনের পাওনা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকে এবং ইতিমধ্যে ৩১-১-৯৩ ইং তারিখে মোট পাওনা টাকা হইতে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা করিয়া পরিশোধ করার শর্ত থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ উক্ত চুক্তি মোতাবেক ছাটাইজনিত কারণে পাওনা আর্থিক সুবিধাদি পরিশোধ করেন নাই। বিভিন্ন ভাবে ও পর্যায়ে দীর্ঘ দিন যাবত দেন দরবার করিয়াও প্রতি পক্ষগনেরনিকট হইতে তাহাদের পাওনা টাকা আদায় করিতে দরখাস্তকারী-গন ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারীগন ৪-৩-৯৭ ইং তারিখে শেষ বারের মত তাহাদের পাওনা পরিশোধ করারজন্য লিখিতভাবে আবেদন করিয়াছেন এবং ২১-৮-৯৭ইং তারিখে তাহাদের বিজ্ঞ-আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিয়াও তাহাদের পাওনা টাকা আদায় করিয়া লইতে ব্যর্থ হইয়াছেন। ফলে ছাটাইজনিত কারনে উভয় দরখাস্তকারীগন যথাক্রমে ৪৫,০৮৪.০০ টাকা এবং ৪৫,৭১২.০০ টাকা তাহাদিগকে প্রদান করার জন্য প্রতিপক্ষগনকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষগন একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইয়া দাবী করেন যে, মামলাটি বর্তমান আকারেও প্রকারে অচল, মামলা করার কোন কারন উদ্ভব হয় নাই, তামাদিতে বারিত, পক্ষদোষে অচল এবং দরখাস্তকারীগন প্রতি পক্ষগন কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত না হওয়ায় মামলাটি খারিজ যোগ্য

প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রিন্স আয়রন এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ নামক কারখানাটি ১৯৮৪ সালে সরকার ব্যক্তিমালিকানায় ফেরত দেন। সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লংঘন করায় সরকার কারখানাটি ৫-১০-৮৪ইং তারিখে ফেরত গ্রহন করেন এবং ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের অধীনে ন্যাস্ত করেন এবং ৩০-৯-৯২ ও ১৫-১০-৯২ ইং তারিখের নোটিশ দ্বারা যথাক্রমে কারখানাটি বন্ধ ঘোষনা এবং শ্রমিক ছাটাইয়ের সাথে এই প্রতিপক্ষগন জড়িত নহে। এমনকি শ্রমিকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ব্যাপারেও এই প্রতিপক্ষগন সম্পৃক্ত নহে। শ্রমিকগনকে এই প্রতিপক্ষগন নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং ছাটাইও করেন নাই। ফলে তাহাদিগকে ছাটাইজনিত করেন তাহাদের পাওনা আর্থিক সুবিধাদি পরিশোধের দায় দায়িত্ব প্রতিপক্ষগনের উপর বর্তায় না এবং ইহা তাহাদের দায়িত্বও নহে। ইহা একটি হয়রানী মলক মামলা। ফলে তাহারা মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

উভয় মঃ পঃ মামলার দরখাস্তকারীগন তাহাদের প্রার্থীত মতে অত্র মামলায় প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৯-৯৭ তে ১ নং দরখাস্তকারী আবদুল আজিজ (২) উভয় এর পক্ষে এবং মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১০০-৯৭ এর ১ নং দরখাস্তকারী আবদুল কদ্দুস (১) তাহারা তিন জনের পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাহারা উভয়ই স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহাদের আরজির বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। উভয় স্বাক্ষী তাহাদের জেরাতে তাহাদের আরজির বক্তব্যের পরিপন্থি কিছুই বলেন নাই।

উভয় মামলায় প্রতিপক্ষগণের পক্ষে জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। উভয় মামলায় তিনি প্রতিপক্ষগণের লিখিত জবাব সমর্থন করিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং জেরাকালে তিনি লিখিত বক্তব্যের পরিপন্থি কিছুই বলেন নাই। তবে জেরার এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ৫-১০-৯৪ইং তারিখের পরে ছাটাইকৃত ৪০ জন শ্রমিকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বকেয়া বিল তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং প্রতিপক্ষ মিলের সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের উপর বর্তাইয়াছে। মজুরী পরিশোধ ৯৯/৯৭নং মামলায় দরখাস্তকারীগণ কতৃক প্রদর্শনী-২ ও ২/১ হইতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রিন্স আয়রন এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপত্র বিগত ১০-১০-৭৯ ইং তারিখের সম্পূরক নং ৩৮৯-এবং ৩৯৬(৪) মূলে যথাক্রমে ১ ও ২নং দরখাস্তকারীগণকে নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন। প্রদর্শনী ৩ও ৩(১) হইতে দেখা যায় যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের পক্ষে জনৈক জেনারেল ম্যানেজার যথাক্রমে ১ ও ২নং দরখাস্তকারীগণের সাথে চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়াছেন এবং চুক্তি পত্রের শর্ত মোতাবেক তাহারা যথাক্রমে ৪৫০৮৪ টাকা এবং ৪৫ ৭১২.০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট পাওয়া হইয়াছেন এবং উক্ত টাকা ১৫% হারে সুদসহ ২৮শে ফেব্রুয়ারী/৯৪, ৩০শে আগষ্ট/৯৪, ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে ও ৩০শে আগষ্ট/৯৫ইং তারিখের চারটি সমান কিস্তিতে পরিশোধের জন্য ধার্য্য ছিল। কিন্তু ইহা খুবই দুঃখজনক যে উক্ত ৪টি কিস্তির মধ্যে ১টি কিস্তির টাকাও অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ পরিশোধ করেন নাই।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১০০/৯৭ এর দরখাস্তকারীগণ কতৃক দাখিলী প্রদর্শনী-২, ২/১ ও২(২) হইতে দেখা যায় যে, তাহারা যথাক্রমে ৬৭,৯৬৩.৪৭ টাকা, ৫০,২৭৬.০০ টাকা এবং ৬২,৩৭৮.০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা আছে মর্মে স্বীকার করিয়া তাহার উপর

১৫% হারে সুদসহ ২৯শে ফেব্রুয়ারী/৯৪ হইতে ৩০শে আগষ্ট/৯৫ইং পর্যন্ত ৪ (চার)টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের জনৈক জেনারেল ম্যানেজার "নিস্পত্তির চুক্তি" পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন।

স্বীকৃত মতে কারখানাটি একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নং আদেশ বলে কারখানাটিকে জাতীয়করণ করা হয় এবং ১৯৮৪ একটি বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে ইহা ব্যক্তিমালিকানায় ফেরত দেওয়া হয় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিক্রয় চুক্তির শর্ত ভংগ করায় ২৮-৯-৯৪ ইং তারিখে একটি স্মারক প্রদর্শনী ঘ মূলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা ইস্পাত ও প্রকৌশলী করপোরেশনের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের জনৈক জেনারেল ম্যানেজার উভয় মামলার ৫ জন দরখাস্তকারীগন সহ সকল শ্রমিকদের সাথে উপরোল্লিখিত "নিস্পত্তির চুক্তি" সম্পাদন করিয়াছেন। যদিও প্রতিপক্ষগণ তাহাদের লিখিত জবাবে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তথাপি ইহা স্বীকৃত যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন মিলটি চালাইতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ৩০-৮-৯২ইং ও ১৫-১০-৯২ ইং তারিখে দুইটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মিলটি যথাক্রমে বন্ধ ঘোষনা করেন। এবং ইহার শ্রমিকদেরকে ছাটাই করেন।

প্রতিপক্ষের স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ছাটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের জন্য প্রতিপক্ষগন আপ্রান চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। কারন মন্ত্রণালয় হইতে উপযুক্ত অর্থ না পাওয়ায় ৪০ জন শ্রমিকের বিল তৈয়ার করা সত্তেও অদ্যাবধি তাহাদের পাওনা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। ফলে সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে ছাটাইজনিত কারনে উভয় মামলার ৫ জন শ্রমিক সহ সকল ছাটাইকৃত শ্রমিকের ছাটাইজনিত কারনে পাওনা আর্থিক সুবিধাদি প্রতিপক্ষগণ পরিশোধ করিতে বাধ্য।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে উভয় মামলার শ্রমিকগন তাহাদের প্রার্থীত মতে তাহাদের দাবীকৃত টাকা পাওয়ার হকদার এবং প্রতিপক্ষগন ইহা পরিশোধ করিতে বাধ্য

অতএব অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল।
মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৯৯-৯৭ এর দরখাস্তকারী (১) আবদুল আজিজ (২) ও (২) আনিছ মিয়াকে যথাক্রমে ৪৫০৮৪.০০ টাকা ও ৪৫,৭১২.০০ টাকা এবং মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১০০/৯৭ এর দরখাস্তকারী (১) আবদুল কুদ্দুস (১), (২) সফি মিয়া ও (৩) সিকান্দার আলী-কে যথাক্রমে ৬৭,৯৬৩.৪৭ টাকা, ৫০,২৭৬.০০ টাকা ও ৬২,৩৭৮.০০ টাকা ৩১-১০-৯২ইং তারিখ হইতে ১৫% হারে সুদ সহ রায় প্রচারের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষগনকে নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় উক্ত ৫ জনের মূল পাওনা টাকার উপর উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের পর হইতে পরিশোধ করার তারিখ পর্যন্ত ২৫% হারে ক্ষতিপরন প্রদান পূর্বক পরিশোধ করিতে হইবে।

অত্র রায়ের অনুলিপি প্রতিপক্ষগনের নিকট প্রেরণ করা হউক।

অত্র রায় দ্বারা মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১০০/৯৭ পরিচালিত হইবে।

স্বাঃ
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত: মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার: রবিবার, ২৫শে জুলাই, ১৯৯৯ ইং।

আই, আর, ও, মামলা নং ৯৯/৯৭

(১) রাশিদা প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
কনকর্ড গার্মেন্টস লিঃ,

(২) প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
কনকর্ড গার্মেন্টস লিঃ,
এস (৩), সেকশন-৭, মিরপুর,
ঢাকা দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ১৬-৬-৮৬ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের ফ্যাক্টরীতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চেকার পদে মাসিক ২,৩০০ টাকা বেতনে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। বিগত ১৪-৬-৯৭ ইং তারিখ তিনি কর্মরত থাকাবস্থায় ১নং প্রথম পক্ষের হাতে লেখা একটি কারন দর্শাইবার নোটিশ তাহাকে ২নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রদান করেন। তাহাতে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, ১২-৬-৯৭ ইং তারিখ সিপমেন্ট এর সিডিউল মোতাবেক পেকিং সেকশনে জরুরী কাজ থাকায় ৩/৪ জন মেয়েকে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করার জন্য রাখা হইয়াছিল, প্রথম পক্ষ ও রাত ১০ টা পর্যন্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, প্রথম পক্ষ উক্ত আদেশ অমান্য করিয়া পেকিং সেকশনের মেয়েদেরকে রাত ৮ ঘটিকায় ছুটি দিয়াছিলেন এবং ইহাতে সিপমেন্ট এর মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল ও ইহা প্রথম পক্ষের গুরুতর অপরাধ যাহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী) আদেশ আইনের ১৭(৩) ধারা মতে আইন শৃংখলার পরিপিন্থ এবং কেন প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না তৎমর্মে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কারন দর্শাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে আনীত উক্ত অভিযোগ সমূহ অস্বীকার করিয়া ১৫-৬-৯৭ ইং তারিখে তিনি একটি লিখিত জবাব প্রডাকশন ম্যানেজারের অফিসে দাখিল করেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, ঘটনার রাতে পেকিং সেকশনে ২জন মেয়ে কর্মরত ছিল এবং রাত ৯ ঘটিকার সময় উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশে উক্ত মেয়ে দুইটিকে ছুটি দিয়া প্রথম পক্ষও চলিয়া যায়। উক্ত জবাব দাখিলের পর প্রথম পক্ষকে ১৭-৬-৯৭ ইং তারিখ হইতে

১৯-৬-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের জন্য সাময়িক কর্মচ্যুত করা হয় এবং উক্ত ৩ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম পক্ষ ফ্যাক্টরীতে গেলে দারোয়ান তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই এবং তাহাকে জানায় যে, ২নং দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক তাহাকে ফ্যাক্টরীর ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলে তাহার (দারোয়ান) চাকুরী চলিয়া যাইবে। প্রথম পক্ষ প্রত্যেক কার্য দিবসে ফ্যাক্টরীতে যাওয়া সত্ত্বেও তাহাকে কাজ করার অনুমতি না দেওয়া ১৩-৭-৯৭ ইং তারিখ একটি লিখিত অভিযোগ পত্র রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে ১নং ২নং পক্ষের বরাবরে প্রেরণ করেন। কিন্তু অদ্যাবধি তিনি ইহার কোন জবাব পান নাই। ইহার পর তিনি ১নং দ্বিতীয় পক্ষের হেড অফিসে গেলে তাহাকে জুলাই/৯৭ মাসের বেতন বাবদ ১২২৭ টাকা প্রদান করিয়া বিষয়টি তিনি দেখিবেন বলিয়া তাহাকে জানায়। কিন্তু ১নং দ্বিতীয় পক্ষ কোন সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ৭-৯-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়া তাহার বকেয়া বেতন পরিশোধ পূর্বক কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য ১নং দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ ইহারও কোন জবাব দেন নাই। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করিয়া তাহাকে চাকুরীতে যোগদান করিতে দেওয়ার পূর্ব দিন পর্যন্ত তাহার সমস্ত বকেয়া মজুরী পরিশোধ পূর্বক কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পক্ষের আরজীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি অচল, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন এবং প্রথম পক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার কুমতলবে অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ ১৬-০৬-৮৬ ইং তারিখ হইতে তাহাদের ফ্যাক্টরীতে চেকার পদে কাজে যোগদান করে। তাহার চাকুরীর রেকর্ড ভাল ছিল না। সে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত থাকাবস্থায় কারখানায় বসিয়া সহকর্মীর সংগে গল্প গুজব করা এবং নিজের খেয়াল খুশামত কাজ করার জন্য ২০-৭-৮৮ ইং তারিখে সতর্কীকরন নোটিশ প্রদান করা হয়। বিগত ২৪-১০-৮৯ ইং তারিখে নিরাপত্তা কর্মকর্তার সাথে অসদাচারন এবং ফ্যাক্টরীর স্বার্থের পরিপন্থি কার্যকলাপের দরুন প্রথম পক্ষকে ১৫-১০-৮৯ ইং তারিখের স্মারকের মাধ্যমে ২৭-১০-৮৯ ইং তারিখ পর্যন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সাসপেণ্ড করিয়া নোটিশ বোর্ডে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং প্রথম পক্ষকে নোটিশের কপি দেওয়া হইলে সে তাহা গ্রহণ করে নাই এবং বোর্ডে টানানো নোটিশ ছিড়িয়া নিয়া যায়। প্রথম পক্ষের ১২-৬-৯৭ ইং তারিখের গর্হিত কাজের ও গার্মেন্টেস ফ্যাক্টরীর স্বার্থের পরিপন্থি কাজের জন্য ১৪-৬-৯৭ ইং তারিখে কারন দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ ইহার জবাব দাখিল করিলে যাচাই অন্তে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মেকশন ইনচার্জ ও ফোর ম্যানেজারের আদেশ অমান্য করার অভিযোগগুলি প্রমান হয়। ফলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে পুনরায় ১৭-৬-৯৭ ইং তারিখ হইতে ১৯-০৬-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। ইহার পর প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইলে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দরখাস্ত দিয়া পুনর্বহালের আবেদন করে। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার ব্যক্তিগত শুনানীর গ্রহণ করিয়া তাহার স্বামী শহিদুল্লাহ কর্তৃক দাখিলী ১৭-১০-৯১ ইং তারিখের আবেদনের বিষয়বস্তু ও প্রথম পক্ষের চাকুরীর অতীত কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া তাহার আবেদন না মন্জুর করিয়া প্রথম পক্ষকে চূড়ান্তভাবে চাকুরীচ্যুত করা হয়। তাহাকে চাকুরীচ্যুতির বিষয় যথাসময়ে অবহিত করা হয় এবং তাহার সমুদয় পাওনা টাকা জুলাই/৯৭ মাসে পরিশোধ করা হয়। ফলে প্রথম পক্ষ চাকুরীতে পুনঃ যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত বকেয়া মজুরী, ভাতা ও আনুসংগিক সুযোগ সুবিধাদি পাওয়ার অধিকারী নহে এবং তাহার মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

অত্র মামলার প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

প্রথম পক্ষ রাশিদা জবানবন্দি দিয়া দাবী করিয়াছেন যে, ১৬-৬-৯৭ ইং তারিখ কাজে গেলে তাহাকে ৩ (তিন) দিনের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়াছে মর্মে জানান হয় এবং উক্ত তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯-৬-৯৭ ইং তারিখ পুনরায় কাজে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে কাজে যোগদান করিতে না দিয়া দরকার হইলে তাহার বাসায় খবর দিবে বলিয়া জানায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইহার পর তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে পর পর দইটি অনুযোগ পত্র দেওয়া সত্ত্বেও তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেয় নাই এবং অদ্যাবধি তাহাকে ছাটাই বা বরখাস্ত করে নাই। প্রথম পক্ষের আরজি এবং তাহার দাখিলী প্রদর্শনী-২ ও ৩ হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই। ১নং দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে অনুযোগ পত্র প্রদর্শনী-৩ রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হইলে তিনি ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান (প্রঃ ৩/১)।

দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষে তাহাদের টাইম কিপার মোঃ ইদ্রিস আলী স্বাক্ষ্য দিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ১৯-৬-৯৭ ইং তারিখ চূড়ান্ত ভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে দাবী করেন। দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাবের ১২(ঙ) দফা দাবী হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের স্বাক্ষী সাহিদুল্লাহর ১৭-১০-৯১ ইং তারিখের দরখাস্ত এবং প্রথম পক্ষের চাকুরীর অতীত কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া প্রথম পক্ষকে চূড়ান্তভাবে চাকুরীচ্যুত করা হইয়াছে। উক্ত দফায় বা লিখিত জবাবের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোন স্থানে প্রথম পক্ষকে কত তারিখ বরখাস্ত করা হইয়াছে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষগণ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমূহের জবাব ২৪ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করার জন্য ইহাতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই নির্দেশটি সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী। একটি অভিযোগের লিখিত জবাব প্রদানের জন্য ন্যূনতম তিন দিন অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা সময় দেওয়া উচিত ছিল। প্রথম পক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের জবাব ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দিয়া দ্বিতীয় পক্ষগণ প্রচলিত আইন ও ন্যায় নীতি লংঘন করিয়াছেন। উক্ত অভিযোগের জবাব প্রদর্শনী ১/ক হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ নিজের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি দিয়া নিজ হাতে লিখিয়া জবাবের মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি কোন অন্যায় করেন নাই। লিখিত জবাবে ১২(ঘ) দফা হইতে দেখা যায় যে প্রথম পক্ষের লিখিত জবাবটি সত্যতা যাচাই করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাব হইতেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্তের জন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইলে এবং প্রথম পক্ষকে তদন্ত অনুষ্ঠানে তাহার স্বাক্ষ্য প্রমাণ নিয়া উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হইলে প্রথম পক্ষ অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্বাত্মক চেষ্টা করিতেন। কিন্তু প্রথম পক্ষকে তাহার জবাব প্রদর্শনী-১ দাখিলের পরে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাদের লিখিত জবাবে প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে দাবী করিলেও বরখাস্তের আদেশের অনুলিপি বা বিভাগীয় মামলার নথি আদালতে দাখিল করেন নাই। ফলে আবারও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পক্ষগণ অদ্যাবধি প্রথম পক্ষকে কোন ভাবেই চাকুরীচ্যুত করেন নাই। লিখিতভাবে জবাব পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ১৭-৬-৯৭ ইং তারিখ হইতে ১৯-৬-৯৭ইং তারিখ পর্যন্ত তিন দিনের জন্য প্রথম পক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত তাহাকে

চাকুরী হইতে কোনভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে কোন অফিস আদেশ দ্বিতীয় পক্ষের দখলে নাই। উক্ত তারিখের পর হইতে প্রথম পক্ষ কাজ করিতে গেলে তাহাকে ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তিনি অনুযোগ পত্র প্রদর্শনী ২ ও ৩ যথাক্রমে ১৩-৭-৯৭ ইং এবং ৭-৯-৯৭ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষগণের বরাবরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ প্রদর্শনী-২ এর কোন জবাব দেন নাই এবং প্রদর্শনী-৩ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে প্রথম পক্ষ ১৯-৬-৯৭ ইং তারিখে বর্তমান মামলা দায়ের করেন। তদুপরি প্রথম পক্ষকে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষ লিখিতভাবে চাকুরীচ্যুত করে নাই বা চাকুরীচ্যুত হইয়া থাকিলেও চাকুরীচ্যুতির নোটিশ আইনানুগভাবে প্রথম পক্ষকে দেয় নাই বা তাহার বসবাসের ঠিকানায় রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করে নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাকে চাকুরীচ্যুত করিয়া থাকিলে অবশ্যই আদেশের অনুলিপি আদালতে দাখিল করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ কেবলমাত্র প্রদর্শনী-ক হইতে গ পর্যন্ত ৩টি প্রদর্শিত দলিল দাখিল করিয়াছেন। ফলে প্রথম পক্ষের মামলাটি ডামাদিতে ব্যর্থিত নহে।

অত্র মামলার আরজি, লিখিত জবাব এবং উভয় পক্ষের দাখিলী প্রদর্শিত দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া অত্র আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দ্বিতীয় পক্ষগণ দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং প্রথম পক্ষ অভিযোগসমূহ অস্বীকার করিয়া ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জবাব দাখিল করা সত্ত্বেও আইনানুগভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান না করিয়া এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ও বর্বরোচিতভাবে প্রথম পক্ষকে কাজ করিতে দেওয়া হইতে বিরত রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলিতে মালিক কর্তৃক যখন তখন শ্রমিকগণকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া চাকুরীচ্যুত করার ইহা একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ১৬-৬-৮৬ ইং তারিখ হইতে দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবত দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করা সত্ত্বেও তাহার প্রতি দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত আচরন দেশের প্রচলিত কোন শ্রম আইনের আওতায় পড়ে না।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষগণ কোনভাবেই চাকুরীচ্যুত করেন নাই। ফলে প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাওয়ার হকদার। মামলাটি শুনানীর শুরু হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। অত্র মামলার সিদ্ধান্তের উপনীত হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অত্র আদালতের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর করা হইল। মামলার খরচ বাবদ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা ধার্য করা হইল।

অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার পূর্ব দিন পর্যন্ত তাহার সমস্ত বকেয়া মজুরী, ভাতা ও আনুষাংগিক আর্থিক সুবিধাদি এবং মামলার খরচের উক্ত টাকা প্রদানপূর্বক কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র রায়ের অনুলিপি রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষগণের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বা:
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় তৃতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন ৬ষ্ঠ তলা
৪নং রাজউক এভিনিউ ঢাকা।

উপস্থিত :—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান
তৃতীয় শ্রম আদালত ঢাকা।

রায় প্রচার : বৃহস্পতিবার, ১২ইং আগষ্ট, ১৯৯৯ইং।

অভিযোগ মামলা নং ৩/৯৮

(১) মাঃ গাফরান কিবরিয়া—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স

(২) ব্যবস্থাপনায় পরিচালক,
বাংলাদেশ/এয়ারলাইন্স

(৩) পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ বিমান এয়ার লাইন্স দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই য, তিনি ৪-৯-৯৫ ইং তারিখ হইতে আয়রনম্যান হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে মাসিক ১৬৫০ টাকা বতনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার চাকুরীর খতিয়ান ভাল এবং কালিমামুক্ত। প্রথম পক্ষ উক্ত তারিখ হইতে বিরতিহীনভাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকা সত্ত্বেও তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয় নাই। ফলে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি দাবী করিয়া প্রথম পক্ষ আই, আর, ও মামলা নং ১০৫/৯৭ দায়ের করিয়াছেন যাহা অত্র আদালতে বিচারাধীন আছে। দ্বিতীয় পক্ষগণ মিশিন অপারেটর কাম-আয়রন ম্যান পদে লোক নিয়োগের নিমিত্তে ১৮-৮-৯৬ ইং তারিখে দৈনিক বাংলার বানী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। উক্ত পদে নিয়োগ লাভের জন্য প্রথম পক্ষের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষগণ নূতন লোক নিয়োগের নিমিত্তে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষকে নিয়োগ প্রদানের কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। প্রথম পক্ষ কর্তৃক আই আর ও মামলা নং ১০৫/৯৭ দায়ের করায় দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ ২৪-১২-৯৭ ইং তারিখে কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষকে তাহার স্থায়ী পদ হইতে ডিসমিস করার পূর্বে তাহাকে কারণ দর্শাইবার কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই এবং কোন তদন্তও অনুষ্ঠিত হয় নাই। এমনকি তাহার ১৯৯৭ সনের ডিসেম্বর মাসের মজুরী পর্যন্ত প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ বিরতিহীন ভাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ৩ (তিন) মাসের অধিক চাকুরী করার ফলে তিনি আইন মোতাবেক স্থায়ী

শ্রমিকে পরিনত হইয়াছেন। উক্ত বরখাস্তের আদেশে অসন্তোষ্ট হইয়া প্রথম পক্ষ ৩০-১২-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্টারকৃত ডাকযোগে একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়া তাহার বকেয়া বেতন প্রদান পূর্বক তাহার পূর্ব পদে বহাল করার জন্য ২নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু ২নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উক্ত অনুযোগ দরখাস্ত পাওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন প্রতিকার করেন নাই বা ইহার কোন উত্তর দেন নাই। ফলে অত্র মামলা।

দ্বিতীয় পক্ষগণ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে প্রথম পক্ষ কাল্পনিক উক্তিতে মামলা করিয়াছেন, তাহার মামলা করার কোন কারণ ছিল না এবং বিনা নিয়োগ পত্রে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক হিসাবে কাজ করার ফলে তাহার মামলা করার কোন অধিকার নাই এবং মামলাটি খারিজ যোগ্য।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ তাহাদের অধীনে কোন শ্রমিক ছিল না তাহার জন্য শিক্ষানবিশ সময় প্রয়োজ্য নহে এবং ফলোশ্রুতিতে তাহাকে তাহার পূর্ব পদে বহাল করার দাবী গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনের ভিত্তিতে তাহাকে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাহার পদটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হইলে প্রথম পক্ষও চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। তথাপি ২০-১২-৯৭ইং তারিখ পর্যন্ত তাহাকে কামরুল আমানের পদের বিপরীতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বেতন পরিশোধ করা হইয়াছে এবং তিনি বর্তমানে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কোন শ্রমিক নহেন। ফলে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং তিনি স্থায়ী শ্রমিক না হওয়ায় তাহাকে তাহার পূর্ব পদে পুনঃ নিয়োগ পাওয়ার অধিকারী নহে। প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী না করায় স্থায়ী শ্রমিকদের নির্ধারিত ভাতাদি তিনি প্রাপ্য ছিলেন না। আই, আর ও মামলা নং ১০৫/৯৭ দায়ের করার কোন অধিকার তাহার নাই। প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত না থাকায় আইনানুগ ভাবেই দ্বিতীয় পক্ষগণ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে উক্ত পদে নিয়োগের নিমিত্তে দরখাস্ত আহবান করিয়াছিলেন এবং আইনানুগ ভাবে ইন্টারভিউ বোর্ড কতৃক ইন্টারভিউ নিয়া নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষ অকৃতকার্য হওয়ায় তাহাকে প্রদান করা হয় নাই। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। প্রথম পক্ষকে কোন পি নাম্বার দেওয়া হয় নাই এবং তাহার চাকুরী সংক্রান্ত কোন নথি খোলা হয় নাই এবং তিনি কোন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন না। দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া প্রথম পক্ষ আই আর ও এর ৩৪ ধারায় মামলা করিতে পারেন না এবং ইহা রক্ষনীয় নহে। বাংলাদেশ বিমান সার্ভিস রেগুলেশনের অধীনে প্রতিকারের বিধান না থাকায় প্রথম পক্ষের বর্তমান মামলাটি অপরীপ কক এবং খারিজযোগ্য।

অত্র মামলায় প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

মামলাটি বিগত ২৬-৭-৯৯ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্যদিনে আইনানুগভাবে আদালত গঠিত হইলে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আদালতকে জানান যে অত্র মামলায় মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এবং উভয় পক্ষ ফিরিস্তি যোগে দলিলাদি দাখিল করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আইনের উপর নিজ নিজ পক্ষের যুক্তিতর্ক পেশ করিবেন। ফলে উভন পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয় এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী দলিলাদি দ্বিতীয় পক্ষ কতৃক স্বীকৃত দলিল হিসাবে মানিয়া নেন। প্রথম পক্ষের দলিলাদির মধ্যে তাহার অনুযোগ দরখাস্তের একটি কপি তাহার আই আর ও মামলা নং ১০৫/৯৭ এর আরজির অনুলিপি এবং ১৮-৮-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক বাংলার বানী পত্রিকায় প্রচারিত চাকুরীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দাখিল করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষ ২৮-১-৯৮ইং তারিখে বর্তমান মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় আই, আর, ও, মামলা নং ১০৫/৯৭ দায়ের করিয়াছেন বিগত ১২-১১-৯৭ইং তারিখে। দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাব হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ২৩-১২-৯৭ইং তারিখ জনৈক কামরুজ্জামানের কাজে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত তাহাদের অধীনে চাকুরী করিয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাদের লিখিত জবাবে প্রথম পক্ষকে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে সাময়িক ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু কত তারিখ হইতে এবং কত টাকা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাহাদের ৭ পৃষ্ঠার লিখিত জবাবে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। প্রথম পক্ষ ৪-৯-৯৬ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে আয়রনম্যান হিসাবে মাসিক ১৬৫০ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন মর্মে দাবী করিয়াছেন। তাহার এই দাবী খণ্ডনের নিমিত্তে দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাকে দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী প্রদানের মজুরী সীট ও খাখিল করেন নাই। এমনকি প্রথম পক্ষ একটানা বা বিরতি-হীন ভাবে ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরী করেন নাই মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। প্রথম পক্ষের আরজীর প্রথম দফায় উল্লেখিত চাকুরীতে যোগদানের তারিখ এবং দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত বর্ণনার ৪নং পৃষ্ঠায় জনৈক কামরুজ্জামান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ এবং দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত বর্ণনার ৪নং পৃষ্ঠায় জনৈক কামরুজ্জামান কাজে যোগদানের তারিখের মধ্যবর্তী সময় ২ বৎসর ৩ মাস ১৮ দিন অর্থাৎ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ২ বৎসর ৩ মাস ১৮ দিন মেশিনম্যান অপারেটর-কাম আয়রন ম্যান পদে চাকুরী করিয়াছিলেন এবং তিনি চাকুরীরত থাকাবস্থায় আই, আর, ও, মামলা নং ১০৫/৯৭ দায়ের করার ১(এক) মাসের মর্মে তাহাকে চাকুরীচ্যুৎ করা হইয়াছে। অথচ স্বীকৃত মতে মেশিন অপারেটর-কাম-আয়রনম্যান একটি স্থায়ী পদ। প্রথম পক্ষ বিরতীহীন ভাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে উক্ত সময়ে চাকুরী করার ফলে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের আওতায় দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই তাহাকে উক্ত আইনের আওতায় ১৮(১) ধারার বিধান মোতাবেক তদন্ত না করিয়া এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বরখাস্ত করিতে পারেন না। ফলে দ্বিতীয় পক্ষ কতৃক প্রথম পক্ষকে নৈতিক ভাবে বা অন্য যে কোন ভাবেই বরখাস্ত করিয়া থাকুক না কেন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং বে-আইনী। ফলে প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলায় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারাও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত পোষন করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অত্র মামলায় লিখিত জবাব দাখিলের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বা দ্বিতীয় পক্ষের আইন শাখা ইহা পড়িয়া দেখেন নাই। লিখিত জবাবের কয়েকটি স্থানে বর্তমান মামলাটিকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যা-দেশের ৩৪ ধারায় মামলা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ বর্তমান মামলাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী (আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার দরখাস্ত হইতে উদ্ভব হইয়াছে। লিখিত জবাবটিতে প্রচুর ভুলত্রুটির কথা উল্লেখ না করিলেও নিদিধায় বলা যায় যে, ইহাতে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য কি তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট আকারে উল্লেখ হয় নাই। মামলার আরজিতে যথেষ্ট পরিমান ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আদালতে কোন মামলা বা লিখিত জবাব দাখিলের পূর্বে তাহা অবশ্যই ভাল করিয়া পাঠ করিয়া সংশোধন পূর্বক দাখিল করা উচিত। ভবিষ্যতে এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করার নিমিত্তে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে সচেষ্ট থাকিবেন।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের যে সকল কর্মকর্তাগণ প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে দিয়াছিলেন এবং বরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহারা কেহই ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ) আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সম্বন্ধে মোটেও অবহিত নহেন এবং তাহাদিগকে বিমানের শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত শাখায় কর্মরত রাখা মোটেও সমীচীন নহে। যে সকল কর্মকর্তা প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করার সাথে জড়িত তাহাদের নিকট হইতে প্রথম পক্ষের বকেয়া বেতনের টাকা আদায় পূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ অত্র আদালতে বাংলাদেশ বিমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলায় দেখা যায় যে, বিমান কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত শ্রমিক আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া নিজেদের খান-খেয়ালী মত বে-আইনী সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছেন। যাহার ফলে বিমানের বিপুল পরিমাণ টাকা আইনজীবীর ফি বাবদ খরচ করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইতেছে।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল এবং অত্র রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির (৩০ ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে তাহার পূর্ব পদে অর্থাৎ মেশিন অপারেটর-কাম-আয়রনম্যান পদে পুনর্বহাল করিয়া কাজে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত তাহার সমুদয় বেতন পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে মেশিন অপারেটর-কাম-আয়রনম্যান পদে কোন লোক নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে তাহাকে অনতিবিলম্বে টারমিনেট করিয়া তদস্থলে উপরোল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল:

বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে অত্র রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—সোমবার, ২রা আগষ্ট, ১৯৯৯ ইং।

অভিযোগ মামলা নং ১৭/১৯৯৮

(১) মোঃ আলী আকবর মিয়া—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)।

(৩) সহ-সভাপতি (পারশনাল ডিভিশন)
বেক্সিমকো ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তিনি ২৩-৭-১৯৮৫ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া চাকুরী করিতে থাকা অবস্থায় সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি লাভ করেন ও প্রধান কার্যালয়ে কাজ করিতে থাকেন। অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন অপকর্মে তিনি বাধা প্রদান করায় তাহার বিরুদ্ধে অসদাচারণের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া ২নং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে মৌখিক ভাবে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেন। ২নং দ্বিতীয় পক্ষ ২০-০১-১৯৯৮ইং তারিখে একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ পত্র প্রথম পক্ষকে প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ ৪-২-৯৮ ইং তারিখে ইহার লিখিত জবাব প্রদান করে। দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহার লিখিত জবাবটি যথাযথভাবে মূল্যায়ণ ও বিবেচনা না করিয়া তাহাকে ১৮-০২-৯৮ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। তদন্ত কমিটি তাহাকে কোন প্রকার প্রশ্ন করেন নাই এবং তাহার উপস্থিতিতে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানার্থে কোন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। এমনকি প্রথম পক্ষের লিখিত জবাব উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে স্বাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে স্বাক্ষ্য প্রদানের ও দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীদ্বয়ের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ২৪-০২-৯৮ ইং তারিখের একটি স্মারক বলে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের চাকুরীর রেকর্ড ভাল ছিল এবং তাহার বিরুদ্ধে পূর্বে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই এবং কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি ৮-৩-৯৮ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষগণ ৫-৪-৯৮ ইং তারিখে ইহা অগ্রাহ্য করেন। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাকে তদন্ত প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য পেশের সুযোগ না দিয়া বা দ্বিতীয় দফায় কারণ দর্শাইবার নোটিশ না দিয়া সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবৈধভাবে চাকুরী হইতে তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে সিকিউরিটি সুপারভাইজার হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হইলেও তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে উল্লেখিত দায়িত্বগুলি তাহাকে অর্পণ করা হয় নাই। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমানিত না হওয়া সত্ত্বেও বে-আইনীভাবে দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। ফলে অত্র মামলা।

দ্বিতীয় পক্ষগণ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য অবতীর্ন হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল, আইনের দৃষ্টিতে রক্ষণীয় নহে, মামলার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই, অনুযোগ দরখাস্ত না দেওয়ার মামলাটি রক্ষণীয় নহে, পক্ষদোষে অচল। তামাদিতে বারিত এবং এষ্টোপ্যাল, ওয়েভার ও একুইসেন্স নীতি দ্বারা বারিত।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষ ১৭-০৩-৮৫ ইং তারিখ সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে তাহাকে সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এই পদেই তিনি তদারকি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে

নিয়োজিত ছিলেন এবং তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ৩,২৬১ টাকা ছিল। তাহার চাকুরীর অতীত রেকর্ড ভাল ছিল না এবং বিভিন্ন সময়ে অসদাচরণমূলক কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত ও তিরস্কৃত হইয়াছেন। প্রথম পক্ষের অসদাচারণের জন্য ২০-০১-৯৮ ইং তারিখে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব না দিয়া ২২-০১-৯৮ ইং তারিখে একটি চিঠি দিয়া তাহাকে কিছু কাগজপত্র সরবরাহের আবেদন করিলে দ্বিতীয় পক্ষগণ ০২-২-৯৮ ইং তারিখে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাহাকে সরবরাহ করেন। প্রথম পক্ষ ০৪-২-৯৮ তারিখে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের লিখিত জবাব দাখিল করেন। লিখিত জবাবে তিনি দোষ স্বীকার করেন এবং তাহার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তথাপি দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটির সত্যতা যাচাইয়ের নিমিত্তে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন। প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির নোটিশ পাইয়া ১৮-২-৯৮ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন এবং তদন্ত কমিটি তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করেন। এই জবানবন্দিতেও তিনি নিজেকে দোষী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রথম পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত কমিটির সামনে স্বীকার করায় তদন্ত কমিটি অভিযোগকারী কোম্পানীর পক্ষে কোন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। তদন্ত কমিটির নিকট পেশকৃত কাগজপত্র, অভিযোগ পত্র ও ইহার জবাব এবং তদন্তকালে প্রথম পক্ষের জবানবন্দি বিশ্লেষন করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন, প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষগণ ২৪-০২-৯৮ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারায় অনুযোগ দরখাস্ত দ্বিতীয় পক্ষের নিকট নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দাখিল করেন নাই। তথাপি দ্বিতীয় পক্ষ ১১-০৩-৯৮ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি ৩০-০৩-৯৮ ইং তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন এবং তাহার বক্তব্য পেশ করেন। ব্যক্তিগত শুনানীকালে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তিনি স্বীকার করেন এবং তদন্ত কমিটি সম্বন্ধে কোন অনাস্থা আনয়ন করেন নাই। তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়া আইনানুগভাবে তদন্ত কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষগণ আইনানুগভাবেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। ফলে প্রথম পক্ষ অত্র মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহারা মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় তাহার প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

অত্র মামলার উভয় পক্ষ একজন করিয়া স্বাক্ষীর দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছেন। প্রথম পক্ষের পক্ষে তিনি নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাহার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, তদন্ত কমিটি তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, তাহাকে দ্বিতীয় বার কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেয় নাই। অভিযোগকারী পক্ষের কোন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য তাহার সামনে গ্রহণ করা হয় নাই। এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ৩০-০৩-৯৮ ইং তারিখে ডাকা হইয়াছিল এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ দোষী মর্মে তদন্ত কমিটির নিকট লিখিত ও মৌখিক ভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির নিকট দোষ স্বীকার করায় অভিযোগকারী পক্ষ অভিযোগের সমর্থনে কোন স্বাক্ষীর দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তিনি তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-চ দাখিল করিয়াছেন। তদন্ত প্রতিবেদন

হইতে তাহার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। জেরাকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষকে সিকিউরিটি সুপারভাইজার হিসাবে লিখিত ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই।

উভয় পক্ষের প্রদর্শিত দলিলাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনিয়া তাহাকে প্রদর্শনী-ক এর মাধ্যমে কারণ দর্শাইতে বলা হয়, প্রথম পক্ষ লিখিত জবাব প্রদর্শনী-খ দাখিল করিয়া তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ স্বীকার করিয়াছেন এবং তদন্ত কার্যক্রম প্রদর্শনী-গ এর নয়টি পৃষ্ঠার প্রত্যেক টিতে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন। তদন্ত কমিটির তদন্ত কার্যক্রম প্রদর্শনী-গ এবং তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-চ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির নিকট তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি তাহার দোষ স্বীকার করায় অভিযোগকারীর পক্ষ হইতে অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অসদাচারণের অভিযোগে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষগণ তদন্ত প্রতিবেদন ও তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের অধীনে কর্মরত রফিকুল ইসলাম নামক একজন সিকিউরিটি গার্ড ২৭ দিন অনুপস্থিতি থাকা সত্বেও তিনি ইহা দ্বিতীয় পক্ষকে জানান নাই, উক্ত একই সিকিউরিটি গার্ড ছুটিতে ছিল মর্মে মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত গার্ড বিভিন্ন তারিখে অনুপস্থিত থাকা সত্বেও হাজিরা খাতায় কাটাকাটি করিয়া প্রথম পক্ষ তাহাকে নভেম্বর/৯৭ মাসের ৭ দিন উপস্থিত দেখাইয়াছেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত উক্ত অভিযোগগুলি অসদাচারণের আওতায় পড়ে। প্রথম পক্ষ উক্ত অভিযোগগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া নিজে লিখিত ও মৌখিক ভাবে দোষ স্বীকার করিয়াছেন তদন্ত কমিটি তাহাকে তদন্তকালে হাজিরা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলে প্রথম পক্ষ নোটিশ মাতাবেক হাজির হইয়া তদন্ত কমিটির নিকটও তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ফলে তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের বা দ্বিতীয় পক্ষের অন্য কোন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। প্রথম পক্ষ দোষ স্বীকার করার ফলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই মর্মে দাবী অবান্তর এবং অযৌক্তিক।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আইনানুগ ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক আইনানুগভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং এই বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অত্র মামলার বিচারকার্য পরিচালনাকালে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন এবং সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাহাদের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে না মঞ্জুর করা হইল।

মোহাম্মদ আমানউল্লাহ
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তৃতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৬ষ্ঠ তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

উপস্থিত—মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার—বৃহস্পতিবার, ১০ জুন, ১৯৯৯ ইং।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৪/১৯৯৮

(১) মো: ইব্রাহিম খান জালাল (আই, আর, ও, মা: নং-২৪/৯৮)
(২) মো: রুবেল তালুকদার (আই, আর, ও, মো: নং-২৫/৯৮)
(৩) মো: লুৎফর রহমান (আই, আর, ও, মো: নং-২৬/৯৮)
(৪) মো: ওমর ফারুক (আই, আর, ও, মো: নং-২৮/৯৮)—প্রথম পক্ষগণ।

বনাম

(১) বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স ও অপর ৫ জন—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

রায়

বর্তমান মামলার বিষয়বস্তু ও বিরোধ এবং দ্বিতীয় পক্ষগণ আই, আর, ও, মো: নং-২৫/৯৮, ২৬/৯৮ ও ২৮/৯৮ এর বিষয়বস্তু ও বিরোধ এবং দ্বিতীয় পক্ষগণ এক ও অভিন্ন হওয়ায় বর্তমানে মামলার সাথে উক্ত তিনটি মামলার রায় একত্রে প্রচার করার জন্য লওয়া হইল।

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দরখাস্ত হইতে বর্তমান মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

বর্তমান মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিগত ১২-৬-৯৫ তারিখে অন্য ৭ জনের সাথে প্রথম পক্ষ মো: ইব্রাহীম খান জালাল-কে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের জি, এস, ই, বিভাগের স্থায়ী পদের বিপরীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে ৯০ দিনের জন্য জি, এস, ই, অপারেটর পদে নিয়োগ করা হয়। উক্ত মেয়াদ শেষে পুনরায় ১৭-৯-৯৫ ইং তারিখে আরও ৯০ দিনের জন্য তাহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি শেষ হওয়ার ১৫ দিন পর পুনরায় ৯০ দিনের জন্য একই পদে ও স্থানে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে আর ৯০ দিনের জন্য নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২৫-৪-৯৬ ইং তারিখে উক্ত একই পদের বিপরীতে নিয়োগ করা হইলে তিনি একটানা ১৭৯ দিন চাকুরী করেন। এই নিয়োগের মেয়াদ শেষ হইলে তাহাকে ৫ম বারে ২৭-৭-৯৭ ইং তারিখে নিয়োগ করা হইলে একটানা ১২০ দিন চাকুরী করেন। উক্তরূপে নিয়োগকালে ১ম ৪ দফায় তিনি প্রতিদিন ৬০ টাকা হারে এবং শেষ দফায় অর্থাৎ ৫ম দফায় প্রতিদিন ১০০ টাকা হারে মাসান্তে একসাথে তাহাকে মজুরী প্রদান করা হইত। কার্যত প্রথম তিন দফায় ১৭০ দিন ৪র্থ দফায় একটানা ১৭৯ দিন এবং ৫ম ও শেষ দফায় একটানা ১২০ দিন অর্থাৎ সর্বমোট ৪৬৯ দিন প্রথম পক্ষ একটি স্থায়ী পদের বিপরীতে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে চাকুরী করিয়া মাসান্তে

তাহার মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে প্রথম পক্ষ আইন মোতাবেক স্থায়ী পদের বিপরীতে তাহার চাকুরীর স্থায়িত্ব লাভের বৈধতা অর্জন করিয়াছেন। তথাপি দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করে নাই এবং তাহার ন্যায্য প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি তাহাকে প্রদান করে নাই। এমনকি বর্তমানে তিনি প্রতিদিন কর্মস্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করিতে চাহলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে সেই সুযোগ প্রদান করা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। প্রথমপক্ষ উক্ত স্থায়ী পদের বিপরীতে নৈমিত্তিক নিয়োগের ভিত্তিতে চাকুরী করিতে থাকাবস্থায় ৪নং দ্বিতীয় পক্ষ সংবাদ পত্রের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত পদের নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিলে প্রথম পক্ষ আবেদন করেন। উক্ত পদের সকল যোগ্যতা তাহার থাকা সত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত পদের নিয়োগের নিমিত্তে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ইংরেজীতে করা হয়। ফলে প্রথম পক্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। পরবর্তীতে ২৪-৭-৯৭ ইং তারিখে পুনরায় ৪নং দ্বিতীয় পক্ষ পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৭টি জি, এস, ই, জুনিয়র অপারেটর পদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেন। তাহাতে জেলা কোটা উল্লেখ থাকায় তাহার আবেদন করার কোন সুযোগ হয় নাই। উক্তরূপে একটির পর একটি সুযোগ আসা সত্বেও প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে স্থায়ী না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ বে-আইনী ভাবে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। বিগত ২৭-১০-৯৭ ইং তারিখে তাহার ১২০ দিন মেয়াদান্তে তাহার চাকুরী নিয়মিত করণের প্রত্যাশায় থাকাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষগণের মৌখিক আশ্বাস ও ভরসার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াত করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে ৩-২-৯৮ ইং তারিখে তাহার নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবির মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষের বরাবের একটি লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। বিশ্বস্থ সূত্রে তিনি জানিতে পারেন যে, তাহার লিগ্যাল নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের আইন বিভাগ হইতে তাহার চাকুরী নিয়মিত করণের পক্ষে সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া সত্বেও অদ্যাবধি তাহার চাকুরী নিয়মিত না করিয়া তাহাকে কাজ করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষগণ তাহাদের স্বৈরাচারী ও অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে ১৯৯৬ ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে ১৪ জনকে জি, এস, ই জুনিয়র অপারেটরের স্থায়ী পদের নিয়োগ করিয়া কিছু দিন পর তাহাদের ছাইতিং নাইসেন্স ভুয়া প্রমাণিত হইলে উক্ত ১৪ জনকে ২৮-১০-৯৬ ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে কোন বৈধ কারণ ছাড়াই উক্ত ১৪ জন অপারেটরের "পি-নম্বর" পরিবর্তন করিয়া ২৬-৮-৯৭ ইং তারিখে তাহা-দিগকে চাকুরীতে পুনরায় নিয়োগ করা হইয়াছে। উক্ত ১৪ জনকে নিয়োগ প্রদান করার পর হইতে বর্তমান মামলার দায়েরের দিন পর্যন্ত আরও ১৭টি জি, এস, ই, জুনিয়র অপারেটরের স্থায়ী পদ খালি আছে। ফলে প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে দেওয়ার ১২-৬-৯৫ ইং তারিখ হইতে তাহার চাকুরী স্থায়ী হইয়াছে মর্মে আদেশ প্রচার এবং সকল বকেয়া বেতন ও ভাতাদি তাহাকে প্রদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষগণ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে অভিযোগের কোন কারণ না থাকায় নামলাটি খারিজ যোগ্য অনুযোগ নোটিশ না দিয়া মামলা করায় ইহা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষণীয় নহে এবং মামলাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বাধিত।

তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে প্রথম পক্ষ একজন ক্যাজুয়েল কর্মচারী হিসাবে বিগত ১২-৬-৯৬ ইং তারিখে কাজ শুরু করেন এবং যে দিন প্রয়োজন সেই দিন দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করিতে ছিলেন। তাহাকে কোন স্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই বা নিয়োগ করার কোন আশ্বাসও দেওয়া হয় নাই। দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করার ফলে প্রথম পক্ষ কোন কর্মচারী নহেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জুনিয়র অপারেটর পদে দরখাস্ত আহবান করা হইলে প্রথম পক্ষ আবেদন করেন এবং তাহাকে নির্বাচনী পরীক্ষায় ডাকা হয় এবং তিনি অকৃতকার্য হন। পুনরায় ২৪-৭-৯৭ইং

তারিখে দরখাস্ত আহবান করা হইলে তিনি কোন আবেদন করেন নাই। ১৪ জনকে জি, এস, ইং জুনিয়র অপারেটর স্থায়ী পদে নিয়োগ করার কিছু দিন পর তাহাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদের সকলকেই ২৮-১০-৯৬ ইং তারিখ হইতে তাহাদের স্থায়ী চাকুরীর অবসান ঘটানোর প্রথম পক্ষের দাবী দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করেন না। প্রথম পক্ষ তাহার মামলায় অযৌক্তিক, স্ব-বিরোধী বে আইনী ও অপ্রাসংগিক ঘটনার অবতারণা করিয়া মিথ্যা উক্তিতে মামলা দায়ের করায় তাহারা ইহা খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

অত্র মামলায় প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

মামলার আরজি হইতে দেখা যায় যে অত্র মামলায় বিবাদ বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ ইহার ৫ জন কর্মকর্তা অর্থাৎ মোট ৬ জনকে দ্বিতীয় পক্ষ করিয়া অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপক (আইন বিষয়ক) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম একটি ওকালত নামা স্বাক্ষর করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিমিত্তে ৪ জন বিজ্ঞ আইনজীবি নিয়োগ করেন। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থাপক (আইন বিষয়ক) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম অত্র মামলায় ৬ জন দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহেন। আরও দেখা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষে মামলা পরিচালনায় বা আদালতে স্বাক্ষ্য প্রমাণের নিমিত্তে উক্ত ৬ জন দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন মর্মে তিনি কোন আমোক্তারনামা দাখিল করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাব হইতে দেখা যায় যে, ইহা জনাব আবরার হোসেন, মহা ব্যবস্থাপক, আইন বিষয়ক, বাংলাদেশ বিমান স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও উক্ত ৬ জন দ্বিতীয় পক্ষভুক্ত কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্ত কেহ নহেন। তাহার বরাবরে উক্ত ৬ জন দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন মর্মে কোন আমোমোক্তার নামা দাখিল করেন নাই। ফলে ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষ হইতে কেহই অত্র মামলায় বিজ্ঞ-আইনজীবি নিয়োগ করেন নাই এবং লিখিত জবাবেও দাখিল করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাব হইতে দেখা যায় যে, তাহাতে প্রথম পক্ষের আরজির দফাওয়ারী বক্তব্য কেবলমাত্র অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের ৮ নং দফার বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় পক্ষের সুস্পষ্ট বক্তব্য কি তাহা লিখিত জবাবের ১০টি দফার মধ্যে কোন দফায় উল্লেখ করা হয় নাই। এই ধরনের জবাব হইতে মামলার রায় প্রচারকালে আদালতের পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষের সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করার সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। দ্বিতীয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আকারে উপস্থাপন করিয়া লিখিত জবাবের সমাপনী আসা উচিত ছিল।

মামলাটি ১৩-৫-৯৯ ইং তারিখ চূড়ান্ত শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখে বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। আইনানুগভাবে আদালত গঠিত হওয়ার পর মামলাটি শুনানীর জন্য লওয়া হয়। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবির আদালতকে জানান যে, অত্র মামলায় আইনের ব্যাখ্যা জড়িত। ফলে উভয় পক্ষ সম্মত হন যে, দাখিলী দলিলাদি স্বীকৃত ও প্রদর্শিত দলিল হিসাবে গৃহীত হইবে এবং কোন পক্ষই স্বাক্ষ্য প্রদান করিবেন না। ফলে এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক পেশ করার জন্য আহবান জানাইলে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি যুক্তিতর্ক পেশকালে দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষ প্রথন অবস্থায় ৯০ দিন সন্তোষ-জনকভাবে চাকুরী করার ফলে ৫/৭ দিন বিরতি দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে আরও ৪ বারে সর্বমোট ৪৬৯ দিন একটি স্থায়ী পদের বিপরীতে কাজ করান এবং এই পদের জন্য প্রথম পক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাহার চাকুরী স্থায়ী না করিয়া পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে নতুনভাবে জি, এস, ই জুনিয়র অপারেটর পদে লোক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করেন এবং এস, এস, সি পাশ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী/পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রশ্ন পত্র করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ একটি বিরল ঘটনার

সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার ফলে প্রথম পক্ষ উল্লেখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪(২) ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষের প্রথম ৯০ দিন চাকুরী অপেক্ষাকাল ছিল এবং এই সময় দ্বিতীয় পক্ষের সন্তোষ্টির সাথে চাকুরী করার ফলে পরবর্তীতে ৪ দফায় তাহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং স্থায়ী পদের বিপরীতে ক্যাজুয়েল শ্রমিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষে সন্তোষ্টির সাথে কাজ করার ফলে প্রথম পক্ষ স্থায়ী জি, এগ, জুনিয়র অপারেটর পদে স্থায়ী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে বে-আইনীভাবে কাজ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে। তাঁহার উক্ত দাবীর সমর্থনে তিনি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিভিল আপীল নং-২৩৯ ও ২৪০/১৯৫৯ মামলায় ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০ সনে প্রদত্ত রায়ের যশোবন্ত সুগার মিল লিঃ, নীরাট-বনাম-বাম্বী প্রসাদ ও অন্যান্য এর মামলায় উদ্ধৃত নীতির উল্লেখ করেন। তাহাতে স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োজিত কোন শ্রমিককে অল্প দিনের বিরতি দিয়া বার বার নিয়োগ করিয়া শ্রমিকের চাকুরী স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের পরিপন্থি এবং একজন শ্রমিক তাহার অবেক্ষাকাল সন্তোষজনকভাবে সমাধা করার পর স্থায়ী পদের বিপরীতে যে কোন শর্তে নিয়োগ করা হউক না কেন তাহার চাকুরীটি স্থায়ী বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি তাহার বক্তব্য পেশকালে তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(গ) এবং ৪(১) ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষ একজন নৈমিত্তিক শ্রমিক এবং তাহার সর্বশেষ নিয়োগকাল সমাপ্তির পর আর তাহাকে নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। ফলে প্রথম পক্ষ স্থায়ী পদে তাহার চাকুরী স্থায়ী হইয়াছে মর্মে তাহার দাবী বে-আইনী। তিনি আরও দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষ চাকুরীতে না থাকায় এবং অনুযোগ দরখাস্ত না দেওয়ায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মামলাটি রক্ষণীয় নহে।

স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ ৫ম ও শেষ দফায় ১২০ দিন চাকুরী করার পর প্রত্যেক দিন তিনি কর্মস্থলে যাইতেছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে দিয়া কোন কাজ করাইতেছেন না এবং তাহাকে আর কোন নৈমিত্তিক নিয়োগ দেন নাই। উক্ত ১২০ দিন সময় কাজ করার পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত প্রথম পক্ষ অন্য কোথাও কাজ করিয়াছে মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ দাবী করে নাই বা এমন কোন প্রমাণও উপস্থাপন করেন নাই। প্রথম পক্ষ প্রত্যেক দিন কর্মস্থলে হাজির হইয়া কাজ করিতে না দেওয়ায় ফিরিয়া আসিতেছে এবং ৩-২-৯৮ ইং তারিখে তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবির মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিয়াছেন ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ স্থায়ী জি, এগ, ই জুনিয়র অপারেটর পদে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে দীর্ঘ ৪৬৯ দিন চাকুরী করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি উক্ত স্থায়ী পদগুলি খালি আছে। ৫ম দফা নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রথম পক্ষকে নৈমিত্তিক শ্রমিক হিসাবে লিখিত নিয়োগ পত্র না দিলেও তিনি স্থায়ী পদের বিপরীতে দীর্ঘ দিন যাবত কাজ করার ফলে এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় তাহার চাকুরী স্থায়ী জি, এগ, ই জুনিয়র অপারেটর পদে তাহার যোগদানের তারিখ অর্থাৎ ১২-৬-৯৫ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। ফলে প্রথম পক্ষের বর্তমান মামলাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কোন অবস্থাতেই বারিত হইতে পারে না এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইন জীবির বক্তব্য আইনানুগ ও গ্রহণযোগ্য নহে।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, অত্র আদালতের আই, আর, মামলা নং-২৭৯৮ এর প্রথম পক্ষ জনাব মোঃ গাহাবুদ্দিন বর্তমান মামলার প্রথম পক্ষের সহকর্মী ছিলেন এবং তাহারও একই অবস্থা হওয়ায় তিনি উক্ত মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। কিন্তু মামলাটি চলাকালীন সময়ে তিনি যে কোন ভাবে দ্বিতীয় পক্ষকে 'ম্যানেজ' করিয়া চাকুরীতে যোগদান করিতে সমর্থ

হইয়াছেন এবং মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বর্তমান মামলার প্রথম পক্ষসহ অপর ৩টি মামলার প্রথম পক্ষ উক্ত ফরমুলায় কেন নিয়োগ দিলেন তাহার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন নাই।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের উপরোল্লিখিত মামলায় উদ্ভূত নীতির আলোকে প্রথম পক্ষ অত্র মামলায় তাহার প্রার্থীত প্রতিকার পাওয়ার হকদার। বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয় এর সাথে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারাও অত্র আদালতের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন।

অতএব অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর করা হইল। মামলার খরচ বাবদ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা ধার্য করা হইল।

অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে স্থায়ী জি, এস ই জুনিয়র অপারেটর পদে যোগদান করিতে দিয়া ১২-৬-৯৫ ইং তারিখ হইতে উক্ত পদে তাহার চাকুরী স্থায়ী হইয়াছে মর্মে গণ্য করিয়া কাজে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সময়ের সমুদয় বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

মামলার খরচ উক্ত একই সময়ের মধ্যে প্রথম পক্ষকে পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় প্রথম পক্ষ উক্ত টাকা আইনানুগ ভাবে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

অত্র মামলার রায় ও আদেশ দ্বারা আই, আর ও মো: নং-২৫/৯৮, ২৬/৯৮ ও ২৮/৯৮ পরিচালিত হইবে।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।